আল-মসজিদ আন-নববীর বক্তৃতার সিরিজ 3

আরকানুল ঈমান

মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

প্রণয়ন

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

مترجم بالبنغالية

আরকানুল ঈমান

মসজিদে নববীর
খুতবাসমূহ হতে নির্বাচিত

বইটি ডাউনলোড করতে বারকোডটি স্ক্যান করুনঃ

a-alqasim.com

আরকানুল ঈমান

মসজিদে নববীর খুতবাসমূহ হতে নির্বাচিত

গ্রন্থনায়:

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। সালাত ও সালাম বর্ষণ হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর।

অতঃপর:

ঈমানের ছয়টি মূলনীতি রয়েছে যার সমন্বয়ে ঈমান গঠিত হয়। এ সবগুলোর উপর ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না। যদি কোন একটি মূলনীতির বিচ্যুতি ঘটে; তাহলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।

আর ঈমানের হাকীকত তথা মূল মর্ম হল: অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বাস্তবায়ন। এটা সৎকাজের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং অসৎকাজের কারণে হ্রাস পায়।

ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে: আদেশসমূহ তথা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পালন করা এবং নিষেধকৃত বস্তুসমূহ তথা মাকরূহ ও হারাম বর্জন করা।

ঈমানের রূকনগুলোর গুরুত্বের কারণে, মসজিদে নববীতে প্রত্যেকটি রূকনের বিষয়ে কয়েকটি খুতবা প্রদান করেছি। অতঃপর সেগুলোকে আলাদা করে এ কিতাবে সন্নিবেশিত করেছি। এগুলোর মোট সংখ্যা (১৭) সতেরটি। বইটির নাম দিয়েছি: ((**আরকানুল ঈমান: মসজিদে নববীর খুতবাসমূহ হতে নির্বাচিত**))।

আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা উপকৃত করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপরও।

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

আল্লাহর প্রতি ঈমান

বান্দা কর্তৃক তার রবকে চেনা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা হেদায়াতের পথ অনুসরণে রয়েছে নেয়ামত, আর প্রবৃত্তির অনুসরণে রয়েছে দুঃখ-কষ্ট।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন যেন তাঁর আনুগত্য করা হয় ও সবাই তাঁর প্রতি অবনত হয়। পূর্ণ সৌভাগ্য রয়েছে আল্লাহকে চেনা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে। বান্দা কর্তৃক তার রবকে চেনা হচ্ছে প্রথম মূলনীতি যা জানা মানুষের উপর আবশ্যক। এ সম্পর্কেই বান্দাকে সর্বপ্রথম কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে। অস্তিত্বহীনতার পর আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং তাদের উপর অগণিত নেয়ামত অবারিত করেছেন ও তাদের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا﴾

অর্থ: [আর জমিনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।] সূরা হুদ: ৬।

বিশ্ববাসী কিছুই না থাকার পর তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا﴾

অর্থ: [কালপ্রবাহে মানুষের উপর কি এমন এক সময় আসেনি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?] সূরা আদ-দাহ্‌র: ১। তিনিই একমাত্র প্রতিপালক যিনি সৃজন, রিযিক প্রদান ও পরিচালনায় একক। তিনি বলেন:

---

(১) ১৫ ই সফর, ১৪২৬ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

অর্থ: [জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব কত বরকতময়!] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪।

তিনি স্বীয় একত্বে অদ্বিতীয়, বড়ত্ব ও প্রতাপশালিতার গুণে গুণান্বিত। সকল বিষয়ের চাবিকাঠি তাঁরই করতলে। তিনি সর্বশক্তিমান, সুদৃঢ়, বান্দাদের উপর প্রভাবশালী। তিনি ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদত পালন করাকে মোটেও পছন্দ করেন না। তিনি বলেছেন:

﴿إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ﴾

অর্থ: [যদি তোমরা কুফুরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য তা-ই পছন্দ করেন।] সূরা আয-যুমার: ৭।

তাঁর একত্বের প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যেক মাখলুকের মাঝে নিদর্শন রেখেছেন, যেন রবের সাথে অন্তরের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আমাদের মাঝে পর্যায়ক্রমে আগমণকারী দু'টি নিদর্শন আল্লাহর একত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়: রাত যা আচ্ছন্ন করে এবং দিন যা উদ্ভাসিত হয়। একে অপরকে তড়িৎ গতিতে অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا﴾

অর্থ: [তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে।] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে সুক্ষ্ম গতিপথে চলাচল করে যা জ্ঞানীদের চমকে দেয়। এটা উদ্ভাসিত হয় তো ওটা প্রস্থান করে। সুবিন্যস্ত চলাচল। আগেও আসে না, দেরীও করে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

অর্থ: [সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনেকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।] সূরা ইয়াসীন: ৪০। জমিন আমাদেরকে আশ্রয় দেয় আর আকাশ আমাদেরকে ছায়া দেয়। আমরা কোনটা ছাড়া থাকতে পারি না। এটা চমৎকার

সৃষ্টি এবং মহাস্রষ্টা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহ বলেন:

﴿هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ﴾

অর্থ: [এটা আল্লাহর সৃষ্টি! সুতরাং তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও।] সূরা লুকমান: ১১।

এ বিশাল জগতের মহা নিয়ন্ত্রকের বান্দা হয়ে একজন মুসলিম গর্ববোধ করে। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾

অর্থ: [বলুন, আমার রব তো আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।] সূরা আল-আন'আম: ১৭। সে একমাত্র জগতের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং অন্যের ইবাদত করে না। বিপদে তাঁর কাছে আশ্রয় নেয় এবং প্রকাশ্য ও গোপনে একমাত্র তাঁকেই ভয় করে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ﴾

অর্থ: [আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই।] সূরা আল-আন'আম: ১৭। ফলে মৃত ব্যক্তি তার ক্ষতি করবে, এমন আশংকা করে না অথবা সে কোন উপকার করবে এমনও আশা করে না।

একমাত্র তাঁকে ভয় করা সুস্থ বিবেকের পরিচয়, অন্তরের নিরাপত্তা ও আত্মার প্রশান্তি । যে ব্যক্তি রবকে ভয় করে তাকে কেউ আতঙ্কিত করতে পারে না; বরং সে স্থির হৃদয়, শান্ত দেহের অধিকারী হয়। সে হৃদয় কতই না নেয়ামতপূর্ণ যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাথী হিসেবে গ্রহণ করে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾

অর্থ: [কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।] সূরা আলে ইমরান: ১৭৫। আবু সালমান দারানী রহঃ বলেন: ((যে অন্তর থেকে ভয় আলাদা হয়ে যায় সেটা নষ্ট হয়ে যায়।))

বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী তারা যারা তাকে বেশি ভয় করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি জানি এবং**

তাদের চেয়ে তাঁকে বেশি ভয় করি।)) (বুখারী ও মুসলিম।) আর এ জিনিসটি ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। যে ব্যক্তি একমাত্র তার রবকে ভয় করে তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾

অর্থ: [যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।] সূরা আর-রাহমান: ৪৬। জনৈক মনীষী বলেছেন: ((আল্লাহ তাঁর বান্দার মাঝে দুইটি ভয় একত্রিত করেন না। কাজেই যে তাকে দুনিয়ায় ভয় করে চলে, তাকে তিনি কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেন। আর যে তাকে দুনিয়ায় নিরাপদ ভাবে ও তার রবকে ভয় করে না, তাকে তিনি আখেরাতে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবেন।)) তাই আপনি আপনার রবকে সমীহ করে চলুন ও আপনার স্রষ্টাকে ভয় করুন, তাহলে আপনি হবেন আল্লাহর কাছে সৃষ্টির সেরা সৌভাগ্যবান।

কাঙ্খিত বিষয় অর্জন অথবা ভয় থেকে বাঁচতে -যেমন সমস্যা নিরসন বা রোগমুক্তি বা রিযিক কামনা অথবা নিরাপত্তা লাভ- আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশা করবেন না। আপনার আশা-আকাঙ্খা আল্লাহর কাছেই ব্যক্ত করুন, অন্যের কাছে নয়। কেননা সৃষ্টির সবাই প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল, তারা নিজেদেরই উপকার করতে এবং নিজেদের উপর থেকে অকল্যাণ প্রতিহত করতে অক্ষম। অন্যদের ব্যাপারে তারা আরও বেশি অক্ষম। কেউ কোন মাখলুকের কাছে আশা করলে তার ধারণা বিফল যাবে। সুতরাং আপনার কামনা ও বাসনা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। না পাওয়া ও চাওয়ার লাঞ্ছনা বৈ কিছুই অর্জন করতে পারবেন না। আল্লাহর অনুগ্রহ, দান ও অপার করুণার আশা করুন। কেননা আল্লাহর কাছে যা আছে তা কামনা করাও ইবাদত। আল্লাহর কাছে অন্তরকে অবনমিত করায় আত্মসম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি ও আশা পূরণ রয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রশান্তি। যখন সে স্মরণ করবে যে, প্রতিপালক তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তার বিষয়ে দয়াময়, তার বিপদ দূর করতে সক্ষম, তখন সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। আর কেনই বা এমন মাখলুকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, যে বিপদ দূর করতে অক্ষম, দানে কৃপণ?! আপনার রবই আপনার যাবতীয় বিষয়ে যথেষ্ট। তিনিই আপনার অভিভাবক যদি আপনার প্রয়োজন তাঁর উপর ছেড়ে দেন এবং আপনার

যাবতীয় বিষয়ের চাবিকাঠি তাঁর উপর সমর্পণ করেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ﴾

অর্থ: [আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।] সূরা আত্ব-তালাক: ৩।

সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত এবং মাওলার ইবাদতে একাগ্র, বিনয়াবনত। এ সকল সুউচ্চ গুণাবলীর দ্বারা নবীগণের গৃহ গুণান্বিত। যাকারিয়া আঃ ও তার পরিবার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ﴾

অর্থ: [তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট বিনয়াবনত।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০। আল্লাহর নিকট যা আছে রাসূলগণ তা কামনায় অগ্রগামী ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب﴾

অর্থ: [আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন।] সূরা আল-ইনশিরাহ: ৮। এটা বান্দার গোনাহের অনুপাতে হ্রাস পায় অথবা ঈমান বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পায়। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাঁর কাছে আশা ও ভয়ের বিষয়ে তাকে তার সাধ্য নিঃশেষ ও সাধনা করতে তাওফীক দান করেন। কেননা এ দুটো -আশা ও ভয়- তাওফীক লাভের মূল ভিত্তি । হৃদয়ে আশা ও ভয় প্রতিষ্ঠার অনুপাতে তাওফীক অর্জিত হয়।))

সৃষ্টিজগতের কাউকে ভয় করা লাঞ্ছনা ও অপমানের শামিল। যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে ভয় করে চলে, সে সম্মানের সাথে জীবন-যাপন করে, সফলতা পায় এবং সে তার বিচক্ষণতাকে আলোকিত করে। ফলে সে উপদেশ গ্রহণকারী হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ﴾

অর্থ: [যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে।] সূরা আল-আ'লা: ১০। সে নসিহত থেকে উপদেশ ও শিক্ষা নেয়। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে।] সূরা আন-নাযি'আত: ২৬। আল্লাহর কিতাব হয় তার জন্য আনন্দ ও উপদেশ স্বরূপ:

﴿مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ * إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ﴾

অর্থ: [আপনি কষ্ট-ক্লেশে পতিত হন- এ জন্য আমি কুরআন নাযিল করিনি; বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ হিসেবে।] সূরা ত্বা-হা: ২-৩। এটা আল্লাহর ক্ষমা ও অফুরন্ত প্রতিদানকে আবশ্যক করে। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।] সূরা আল-মুল্ক: ১২। কাজেই রবকে আপনার দু'চোখের সামনে রাখুন, তাঁর কৌশল ও আযাব অবধারিত হওয়ার বিষয়ে নিরাপদ অনুভব করবেন না। রিযিক বন্ধ বা আরোগ্য লাভে বিলম্ব বা বিপদে পড়া ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

অর্থ: [কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ কর।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৫০।

বান্দা নিজে দুর্বল, সর্বশক্তিমান রবের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে আপনি মাখলুকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা থেকে বিমুখ থাকুন। যে ব্যক্তি কাঙ্খিত বিষয় অর্জন করতে চায়, অথচ আল্লাহর দ্বারস্ত হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চায়নি, তার পন্থাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে ও অর্জনসমূহ কঠিন হয়ে পড়বে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ করবে, তাহলে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর হক আদায় করবে, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাইবে, সাহায্য**

কামনা করলে আল্লাহর কাছেই করবে।)) (সুনানে তিরমিযি।)

তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া দ্বীনের মূল বিষয়:

﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾

অর্থ: [আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।] সূরা আল-ফাতিহা: ৫। রাসূলগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এটার প্রতিই নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْ﴾

অর্থ: [মুসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, 'আল্লাহর সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর।] সূরা আল-আ'রাফ: ১২৮। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((দ্বীন হল: আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত না করা এবং তিনি ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য কামন না করা।))

বান্দার পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা রয়েছে তার রবের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপনে। বান্দাদের উপর আল্লাহর একটি দয়া হল, যে তাঁর সাথে সম্পর্ক করে তিনি তাকে সহযোগিতা করেন। রিযিক সহজলভ্য হয় আনুগত্য ও সাহায্য কামনার দ্বারা এবং তা বৃদ্ধি পায় তাওয়াক্কুল ও বিনয়তার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا * وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ﴾

অর্থ: [আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস হতে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।] সূরা আত-ত্বলাক: ২-৩।

মানুষের জীবন বিপদাপদ ও কষ্ট দ্বারা পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ﴾

অর্থ: [নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।] সূরা আল-বালাদ: ৪। প্রত্যেক মানুষের রয়েছে জিন ও মানুষ্য শত্রু, এদের অগ্রভাগে রয়েছে মালাউন ইবলিস। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

অর্থ: [নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই তাকে তোমরা শত্রু

হিসেবেই গ্রহণ কর।] সূরা ফাতির: ৬। আল্লাহর সান্নিধ্যে আত্মরক্ষা করা, তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং অনিষ্টতা হতে তাঁর সুরক্ষা আঁকড়ে থাকা ছাড়া বান্দার কোন উপায় নেই। প্রতিপালক আল্লাহ পরাক্রম ও সর্বশক্তিমানের গুণে গুণান্বিত। কাজেই যে তাকে আঁকড়ে থাকবে তাকে কারো অনিষ্টতা স্পর্শ করবে না এবং সমস্যার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে রক্ষা করা হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন : ((**কেউ কোন স্থানে আগমণ করে যদি এ দোয়াটি পাঠ করে : "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ/ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে তাঁর নিকট সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই।" তাহলে ঐ স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।**)) (সহীহ মুসলিম।) কুরতুবী রহঃ বলেন: ((আমি যখন এ হাদিসটি জেনেছি তখন থেকেই এর উপর আমল করছি। আমি এর উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কিছুই আমার ক্ষতি করতে পারেনি। একরাতে মাহদিয়াতে আমাকে এক বিচ্ছু দংশন করে। তারপর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আমি তো উক্ত কালেমাগুলো দিয়ে সুরক্ষা গ্রহণ করতে ভুলে গেছি।))

মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়। আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা ও তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া ছাড়া তার জীবন কখনো সুখের হতে পারে না। কেননা উপকার ও ক্ষতি সাধন সবই আল্লাহর হাতে। কেউ আপনার ক্ষতি করতে চাইলে তার ইচ্ছা পূরণ হবে না যতক্ষণ না সেটা আল্লাহ চান। নবী সাঃ বলেছেন: ((**জেনে রাখ, উম্মতের সকলে একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা কেবল ততটুকুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তোমার উপর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।**)) (সুনানে তিরমিযি।) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাঃ-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি প্রভাতের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন সৃষ্টিকুলের অনিষ্টতা হতে এবং রাতের অন্ধকার ও হিংসুকের অনিষ্টতা হতে। জগত থেকে এ অন্ধকার অপসারণ করতে যিনি সক্ষম, তিনি আশ্রয় প্রার্থীর ভয় ও আশংকা দূর করতেও সক্ষম। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তি খারাপ ও ষড়যন্ত্রকারীদের কবল থেকে সুরক্ষিত দূর্গে অবস্থান করে।

কঠিন সময়ে আল্লাহ ছাড়া আমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। তিনি ছাড়া আমাদের কোন গতিও নেই। আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী, তাঁর আশ্রয়প্রার্থী বিশেষ বিশেষ দোয়া পাঠ করে। বিপদাপদ ও ষড়যন্ত্র থেকে মহান রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা নবী ও রাসূলগণের অবলম্বন ছিল। মহান

আল্লাহ বলেন:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

অর্থ: [স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।'] সূরা আল-আনফাল: ৯। মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾

অর্থ: [নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে।] সূরা আন-নাম্‌ল: ৬২।

যে ব্যক্তি মৃতদের কাছে দোয়া করে- তার দোয়া শোনা হয় না, তার প্রয়োজনও মেটানো হয় না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۞

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ﴾

অর্থ: [আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও ডাকে সাড়া দিবে না।] সূরা ফাতির: ১৩-১৪। যদি আপনার উপর দূর্ঘটনা এবং কঠিন বিপদ নেমে আসে, তখন আপনি অদৃশ্যের মহাজ্ঞানীর কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করুন।

﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

অর্থ: [তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।] সূরা ইয়াসীন: ৮২।

আক্বীদার স্বচ্ছতা, সমাজের সবার সুখ-শান্তি এবং হৃদয়ের প্রশান্তির উপায় হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদ তথা বান্দাদের ইবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা ।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً
فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

অর্থ: [হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১-২২।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

সফলতা ও কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয় আল্লাহর সাথে হৃদয়ের সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। অকল্যাণের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে। পাপ পরিহারে অন্তরের সুস্থতা বিদ্যমান। আল্লাহর প্রতি মহব্বত, তাঁর ভয় ও তাঁর করুণার আশায় অন্তরকে তাঁর প্রতি ধাবমান করাতে দুনিয়ার নেয়ামত বিদ্যমান। কেননা ভয় আপনাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখবে, আশা-আকাংখা আপনাকে তাঁর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা আপনাকে তাঁর পথে পরিচালিত করবে। কাজেই আপনার সমস্ত আমলকে একমাত্র আল্লাহর নিমিত্তে পালন করুন, প্রকাশ্য ও গোপনে পরিপূর্ণ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করুন। পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের খবর ও নিয়তসমূহ জানেন, তিনি সকল গোপনীয় সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা, জ্ঞানী।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

আল্লাহকে ভয় করা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

প্রবৃত্তি মানুষকে শৈথিল্যতা ও অবাধ্যতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। শয়তান তাকে ভুল-ত্রুটি করতে ও মূর্তির পূজায় প্ররোচনা দেয়। মানুষের নফ্স স্বভাবত: শিথিলতা ও বিলাসিতার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর শাস্তির আশংকা ব্যতীত কোন কিছু তার লাগামকে টেনে ধরতে পারে না।

'আল্লাহর ভয়' ইবাদতের একটি বিশাল রুকন যা ছাড়া আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা পায় না। আর এ বিষয়টি প্রত্যেক মুকাল্লাফ -যার উপর দ্বীনের হুকুম-আহকাম প্রযোজ্য- এর উপর ফরজ এবং এটা অন্তরের একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে বলেন:

﴿قُلۡ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ﴾

অর্থ: [বলুন, আমি যদি আমার রবের অবাধ্যতা করি, তবে নিশ্চয় আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।] সূরা আল-আন'আম: ১৫। ফেরেশতারাও রবের ভয় ও আশংকায় থাকেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِلَّهِ يَسۡجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن دَآبَّةٖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহরই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহ ও জমিনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফেরেশতাগণও, তারা অহংকার করে না।

(১) ২১ ই রবিউস সানী, ১৪২৭ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।] সূরা আন-নাহল: ৪৯-৫০।

নবীগণ নিজ জাতির জন্য আল্লাহর আযাবের ভয় করতেন। নূহ আঃ বলেছিলেন:

﴿إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ أَلِيمٖ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমি ভয় করি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির।] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৯। শুয়াইব আঃ বলেছিলেন:

﴿إِنِّيٓ أَرَىٰكُم بِخَيۡرٖ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ مُّحِيطٖ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির।] সূরা হূদ: ৮৪। হুদ আঃ বলেছিলেন:

﴿إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির ভয় করি।] সূরা আশ-শুয়ারা: ১৩৫। আর ইবরাহীম আঃ বলেছিলেন:

﴿يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيّٗا﴾

অর্থ: [হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।] সূরা মারইয়াম: ৪৫। সৎকর্মশীল বান্দারাও তাদের কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَٰقَوۡمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُم مِّثۡلَ يَوۡمِ ٱلۡأَحۡزَابِ﴾

অর্থ: [যে ঈমান এনেছিল সে আরও বলল, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী দলসমূহের দিনের অনুরূপ আশংকা করি।] সূরা আল-মু'মিন: ৩০। তারা তাদের উপর পরকালের আযাবেরও আশঙ্কা করতেন:

﴿وَيَٰقَوۡمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ يَوۡمَ ٱلتَّنَادِ﴾

অর্থ: [আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি ভয়ার্ত আর্তনাদের দিনের।] সূরা আল-মু'মিন: ৩২। সতর্কবাণী থেকে কেবলমাত্র সে-ই শিক্ষা গ্রহণ করে যার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভয় দিয়ে

সজাগ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَتَرَكۡنَا فِيهَآ ءَايَةٗ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ﴾

অর্থ: [আর যারা মর্মান্তিক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য ওখানে একটি নিদর্শন রেখেছি।] সূরা আয-যারিয়াত: ৩৭।

রবের প্রতি ভয়কারীকে বিভিন্ন নির্দশন ও দৃষ্টান্তের বিষয়ে বিচক্ষণতা প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন তার জন্য যে আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে।] সূরা হূদ: ১০৩। আর তখন সে কুরআনের উপদেশমালা ও দৃষ্টান্ত থেকে উপকৃত হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿فَذَكِّرۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾

অর্থ: [কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দান করুন।] সূরা ক্বাফ: ৪৫।

আল্লাহ তায়ালা সতর্কবার্তা ও নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যেন মানুষের অন্তর তাঁর নিকটে আশ্রয় নেয়। তিনি বলেন:

﴿وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا﴾

অর্থ: [আমি তো শুধু ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শনগুলো পাঠিয়ে থাকি।] সূরা বনী-ইসরাঈল: ৫৯। ইসলামী বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া মূলত: আল্লাহর ভয়ের গুরুত্বকে প্রকাশের জন্যই হয়ে থাকে।

আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ
تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِ﴾

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, (হজ্জ-উমরার ইহরাম অবস্থায়) এমন শিকারের প্রাণী দ্বারা যা তোমাদের হাত ও বর্শা নাগাল পায়, যাতে আল্লাহ জানতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে।] সূরা আল-মায়েদাহ: ৯৪।

এটা বান্দাদের একটি সুন্দর গুণ এবং কথায় ও কাজে ত্রুটিমুক্ত থাকার

পরিচয়। আল্লাহ বলেন:

﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيۡهِمُ ٱلۡبَابَ

فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمۡ غَٰلِبُونَ﴾

অর্থ: [যারা আল্লাহকে ভয় করত তাদের মধ্যে দুজন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দরজায় প্রবেশ কর, প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে।] সূরা আল-মায়েদাহ: ২৩। আর আল্লাহকে ভয় করার এ গুণটি না থাকার কারণে কাফেরদের সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿كَلَّاۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ﴾

অর্থ: [কখনো নয়, বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।] সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির: ৫৩।

যে ব্যক্তি চলমান জীবনে তার রবকে ভয় করে চলে, সে মৃত্যুর সময় নির্ভিক ও নিরাপদ থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ

تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচল থাকে, মৃত্যুর সময় তাদের কাছে নাযিল হয় ফেরেশতা (এবং বলে) যে, তোমরা ভীত হয়ো না ও চিন্তিত হয়ো না।] সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ: ৩০। এবং হাশরের দিনের বিপদ থেকেও তারা সুরক্ষিত থাকবে:

﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ۞ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمِ وَلَقَّىٰهُمۡ نَضۡرَةٗ وَسُرُورٗا﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমরা আশংকা করি আমাদের রবের কাছ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে প্রদান করবেন হাস্যোজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা।] সূরা আদ-দাহর: ১০-১১। তাই জান্নাতই হবে তার অবস্থানস্থল:

﴿وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾

অর্থ: [আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত।] সূরা রহমান: ৪৬।

আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অনুপাতেই তাঁর প্রতি ভয় ও ডর তৈরি হয়ে থাকে। রাসূল সাঃ বলেন: (**আমি তাদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি এবং তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।**)) (বুখারী ও মুসলিম।) নবী সাঃ মেঘমালা বা বাতাস দেখলে চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন ও বের হতেন, সামনে এগিয়ে যেতেন আবার পেছনে ফিরে আসতেন। তিনি এটাকে আল্লাহর আযাব হওয়ার আশঙ্কা করতেন। বস্তুত ভয় যখন হৃদয়কে ছেয়ে ফেলে তখন তাকে পাপাচারে বাধা প্রদান করে।

﴿لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

অর্থ: [আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত প্রসারিত করলেও তোমাকে হত্যা করতে আমি তোমার প্রতি আমার হাত প্রসারিত করব না। নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি।] সূরা আল-মায়েদাহ: ২৮।

আল্লাহর ভয়; একটি সুউচ্চ স্তর ও মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। এটা দ্বীনের একটি শক্তিশালী ভিত যা একজন মুসলিমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কুপ্রবৃত্তি তাকে টলাতে পারে না, কামনা-বাসনা তাকে পরিবর্তন করতে পারে না। নবী সাঃ এর এই নির্দেশটি মেনে সে আল্লাহর পথে চলে: ((**তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর।**)) (সুনানে তিরমিযি) কিছু মানুষ আছে যারা উক্ত মর্যাদাকে হাতছাড়া করেছে, ফলে তারা ইবাদতের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকে এবং জীবনে তাদের নীতি-নৈতিকতাও নড়বড়ে হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন:

﴿مُّذَبۡذَبِينَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِۚ﴾

অর্থ: [এরা (মুনাফিকরা) দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের (মুমিনদের) দিকে, না ওদের (কাফেরদের) দিকে।] সূরা আন-নিসা: ১৪৩।

আল্লাহর ভয় দূর হওয়া সময়কে বিনষ্ট করে, জীবনের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়, এবং নানাবিধ সংশয় ও প্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টন করে অন্তরকে অন্ধকারে ছেয়ে নেয়। আবু সুলায়মান আদ-দ্বারানী রহঃ বলেন: ((যে অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় দূর

হয়ে যায়, সে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়।)) কাফেরদের সত্য বিমূখতার কারণই হচ্ছে অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় উঠে যাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ﴾

অর্থ: [কখনো নয়, বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।] সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির: ৫৩। মুনাফিকদের আল্লাহর দ্বীনকে তিরস্কার করা ও তাঁর বিধানকে তাচ্ছিল্য করার কারণ হচ্ছে, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকা । আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ

قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ﴾

অর্থ: [আর যখন তারা (মুনাফিকরা) মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন একান্তে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৪।

উক্ত স্তরটির বিষয়ে শিথিলতার কারণেই অপরাধীরা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। আর নেককার বান্দারা তাদের নফ্‌সকে হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে কেবলমাত্র তাদের অন্তরকে আল্লাহর ভয় ছেয়ে রাখার কারণে। আল্লাহ বলেন:

﴿ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ﴾

অর্থ: [যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান, এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসার সময়।] সূরা আশ-শুয়ারা: ২১৮-২১৯। যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবেন। এ মর্মে হাদিসে এসেছে: **((আর ঐ ব্যক্তি যাকে উচ্চ বংশের একজন সুন্দরী নারী (অপকর্মের জন্য) আহবান করে, তখন সে জবাবে বলে: নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।))** (বুখারী ও মুসলিম।)

যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে ইবাদত করে এবং একাগ্রতার সাথে অশ্রু ঝরায়, তাকেও এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। রাতের গভীর অন্ধকারে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়কারীকে মূলত আল্লাহর ভয়ই ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে, ফলে সে যা চায় আল্লাহ তাকে তা-ই প্রদান করেন। এদের সম্পর্কে

আল্লাহ বলেন:

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

অর্থ: [তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দূরে থাকে, তারা তাদের রবকে ডাকে আশংকা ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কী বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের আমলের পুরস্কার স্বরূপ।] সূরা আস-সাজদাহ: ১৬-১৭। মুমিন ব্যক্তি ইহসান ও ভয়ের সমন্বয়ে ইবাদত করে। আর মুনাফেক অপরাধে লিপ্ত হয়; অথচ নিজেকে নিরাপদ ভাবে।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর পাকড়াও খুব কঠিন এবং তাঁর শাস্তির হুমকিও জোরালো। আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপদ হওয়া ও তাঁকে ভয় না করা দেশের অধিবাসী ও মানুষের দূর্দশার কারণ। ইতিপূর্বে বহুজাতি আল্লাহর ভয় থেকে নিজেদেরকে বিমূখ করেছিল, ফলে তারা অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন ও শাস্তি নাযিল করলেন। তিনি নূহ জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন, সামূদ জাতিকে বজ্রাঘাতে, আ'দ জাতিকে ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমে এবং শুয়াইব জাতিকে ভূমিকম্প, বিকট শব্দ ও মেঘপুঞ্জ দ্বারা। একজন ফেরেশতার পাখার এক পার্শ্ব দ্বারা কওমে লূতের অধিবাসীসহ ঐ জনপদকে উপড়ে তুলে তাদেরকে মাটি চাপা দেন, বনী ইসরাঈলের মাথার উপর বিশাল পাহাড় উত্তোলন করেন এবং তাদেরকে তুফান দ্বারা আযাব দেন, তাদের উপর পঙ্গপাল, রক্ত, উকুন পাঠিয়ে শাস্তি দেন এবং পাপাচারের কারণে কিছু মানুষের চেহারাকে বিকৃত করে বানর ও শূকরে রূপান্তর করে দেন। বাগান মালিকদের অন্যায়ের কারণে ফল-ফলাদিসহ বিশাল বাগানটিকে আগুনে ভস্মিভূত করে দেন -যেমনটি সূরা আল-ক্বালামে এসেছে-:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾

অর্থ: [এরূপই আপনার রবের পাকড়াও! যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন।] সূরা

হূদ: ১০২।

শহরবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহর ভয় থেকে নিরাপদ হবে, তাদেরকে যুগের পর যুগ তিনি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

﴿أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَٰتٗا وَهُمۡ نَآئِمُونَ ۞

أَوَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ ﴾

অর্থ: [তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে? নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলায় যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?] সূরা সূরা আল-আ'রাফ: ৯৭-৯৮। তিনি এমন ব্যক্তিদের উপর তাঁর শাস্তি নাযিল করেছেন যারা তাকে ভয় করেনি। তিনি অহংকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ফেরাউনকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে নিথর মৃতদেহে পরিণত করেন। ধনাঢ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী কারূনকে ঘরবাড়ীসহ মাটিতে ধ্বসিয়ে দেন। যে ব্যক্তি অহমিকার সাথে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়েছিল তাকেও তিনি মাটিতে ধ্বসিয়ে দেন। আমর বিন লুহাই জাহান্নামে নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে হাঁটছে।

আল্লাহ তায়ালা অবাধ্যকে ছাড় দেন, কিন্তু একেবারে ছেড়ে দেন না। অবশেষে যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন আর ছাড় দেন না। তাই তিনি বলেন:

﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন।] সূরা আলে ইমরান: ৩০।

তিনি বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে আহ্বান করেছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা ও শাস্তি থেকে সতর্ক করেছেন। কেননা তিনি শাস্তিদানে কঠোর। আর তিনি বান্দাদের কুফরীকে পছন্দ করেন না। তিনি বলেন:

﴿ إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَ ﴾

অর্থ: [যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের কুফরীকে পছন্দ করেন না।] সূরা আয-যুমার: ৭। যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করে তাকে তিনি জাহান্নামের হুমকি

দিয়েছেন। এ মর্মে এসেছে:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾

অর্থ: [তোমাদেরকে কিসে 'সাকার' জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।] সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির: ৪২-৪৩। কষ্ট ও দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির উপর চেপে বসবে যে তার পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে:

﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾

অর্থ: [আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য।] সূরা মারইয়াম: ৩২। যদি তারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'কে বাদ দেয়, তাহলে হয়ত সকলের উপরই আযাব আপতিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হারামে লিপ্ত হওয়া ও সম্মানহানিকে অতিশয় ঘৃণা করেন। ((**আল্লাহর কোন বান্দা কিংবা কোন মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হোক এ কাজ থেকে আল্লাহর চেয়ে কঠোর ঘৃণাকারী আর কেউ নেই।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

অবৈধ সম্পদ ভক্ষণে আমল নষ্ট হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র; তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।**)) হারাম বস্তুর উপর নজর দেয়ার কারণে আল্লাহর বান্দার হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাকে শাস্তি প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ﴾

অর্থ: [মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র।] সূরা আন-নূর: ৩০। এমনকি তিনি ছোট ছোট পাপ থেকেও সর্তক করেছেন। রাসূল সাঃ বলেন: ((**হে আয়েশা! তুমি ছোট ছোট পাপ থেকে সতর্ক হও! কেননা এগুলোর ব্যাপারেও আল্লাহর পক্ষ থেকে হিসাবের জন্য তলব করা হবে।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর প্রতি বান্দার প্রকৃত ভয়ের একটি আলামত হল, নির্জন ও প্রকাশ্য অবস্থা এক রকম হবে। ফলে চোখের অন্তরাল হলে সে নির্জনে কোন পাপ করেনা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন-- তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।] সূরা আল-হাদীদ: ৪। আপনি গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকুন, কেননা গোপন পাপ ধ্বংসকারী। আনাস রাঃ বলেন: ((**নিশ্চয় তোমরা এমন অনেক কাজ করছ, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম। কিন্তু রাসূল সাঃ-এর যুগে আমরা এগুলোকে ধ্বংসকারী মনে করতাম।**)) (সহীহ বুখারী।)

আল্লাহর শাস্তি থেকে যে ব্যক্তি নিজেকে নিরাপদ মনে করে সে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴾

অর্থ: [তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না।] সূরা আল-আ'রাফ: ৯৯। পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বান্দার অনবরত নেয়ামতপ্রাপ্ত হওয়া, বস্তুত আল্লাহর পক্ষ হতে আকস্মিক পাকড়াওয়ের জন্য ছাড় মাত্র, কাজেই সে যেন তাঁর শাস্তি ও আযাবের ভয় করে।

যে ব্যক্তি পাপ পরিহার করে না সে আল্লাহ ভীতু হিসেবে গণ্য হবে না। প্রত্যেক আল্লাহর অবাধ্য মানুষ মূলত আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ। আর তাঁকে ভয়কারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে জ্ঞানী। বান্দা আল্লাহ সম্পর্কে যত অধিক জানে, সে ততই তাকে বেশি ভয় করে। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((আল্লাহকে ভয় করার জন্য ইল্‌ম থাকাই যথেষ্ট। আর আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত হওয়ার জন্য অজ্ঞতাই যথেষ্ঠ।)) ভয়ের স্বল্পতা মূলত: রব সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই। পরিণতি সম্পর্কে সতর্কতা অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে।

আল্লাহর অন্যতম রহমত হচ্ছে, তিনি বান্দার মাঝে দুটি ভয়কে একত্র করবেন না। কাজেই যে লোক দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করবে সে আখেরাতে নির্ভয় থাকবে। আর যে তাঁর কৌশল থেকে দুনিয়ায় নির্ভয় থাকবে, তাকে তিনি আখেরাতে ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন। যে ব্যক্তি তার রবকে ভয় করে চলবে সে সুউচ্চ চরিত্রের মাঝে জীবন যাপন করবে এবং অনেক মর্যাদা লাভ করবে। নিজে সৃষ্ট জীব হয়ে তার মত অপর সৃষ্টিকে ভয় করায় রয়েছে লাঞ্চনা ও অপমান। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

অর্থ: [সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের মাধ্যমে ভয় দেখায়। কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।] সূরা আলে ইমরান: ১৭৫।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةٗ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের কাছে শাস্তি আসার আগে। তারপরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। আর তোমাদের নিকট তোমাদের রবের কাছ থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।] সূরা আয-যুমার: ৫৪-৫৫।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয়, তাঁর কাছে আশা ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা যতটুকু থাকবে, ততটুকু আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা হবে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। যখনই কোন হৃদয় এ তিনটি বিষয় (ভয়, আশা ও ভালোবাস) থেকে খালি থাকবে, তখনই তা নষ্ট হবে। আর যখনই এগুলো অন্তরে দুর্বল হবে তখনই সে অনুপাতে তার ঈমানও দুর্বল হয়ে পড়বে। আল্লাহর অভিমুখে অন্তরের ধাবিত হওয়া একটি পাখির মত। মহব্বত পাখিটির মাথা এবং ভয় ও আশা তার দু'টি ডানা।

সাধারণ ভয় ও আশঙ্কা (الخوف) অভ্যন্তরীন ভয় (الخشية)-কে আবশ্যক করে। আর এ ভয়টিই আল্লাহর আনুগত্যকে আবশ্যক করে। আর আশা (الرجاء) বান্দাকে আল্লাহর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে, চলার পথকে সুন্দর ও পবিত্র করে, উৎসাহ যোগায় এবং তার উপর অবিচলতাকে প্রিয় বানিয়ে দেয়। যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহকে সম্মান দেখাবে, তাকে আল্লাহ মানুষের অন্তরে সম্মানিত করবেন। তিনি তাকে লাঞ্ছিত করবে না। ফুযাইল রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, তার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করবে, কেউ তার উপকার করতে সক্ষম হবে না।))

আল্লাহর সামনে অবনত হলে ও সকল বিষয় তাঁর উপর ন্যস্ত করলে তার অন্তরে মানুষের ভয় থাকে না। যে তার রবকে ভয় করে তাকে কেউ আতঙ্কিত করতে পারবে না; বরং সে প্রশান্ত হৃদয় ও স্থিতিশীল দেহের অধিকারী হয়। কাজেই আপনারা আল্লাহর ভয় অবলম্বন করুন এবং তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করুন, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা পাবেন।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান[১]

الحمد لله بارئ البريَّات، عَالِمِ الخَفيَّات، المُطَّلِعِ على الضَّمائرِ والنِّيَّات، أَحْمَدُه تعالى على نِعَمِه المُتَتَابِعَات. وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريك له، ربُّ الأرض والسَّموات. وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، الهادي إلى صراطٍ مستقيم، والدَّاعي إلى دِينٍ قويمٍ، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنِ اسْتَمْسَكَ بِسُنَّتِه إلى يوم الدِّين.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাকওয়াই হচ্ছে সকল কল্যাণের ভিত্তি এবং সকল মর্যাদার মূল। কাজেই প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করুন। তবেই কঠিন কিয়ামত দিবসে বিজয়ী হবেন।

হে মুসলিমগণ!

'ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান' একটি আক্বীদাগত মৌলিক বিষয়। এটা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। ফেরেশতাগণ অদৃশ্য জগতের মাখলুক, তাঁদের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। তাদেরকে সত্যায়ন করার দাবী হল, কুরআন এবং পবিত্র হাদিসে তাদের বিষয়ে যেভাবে এসেছে সেভাবেই তাদের প্রতি ঈমান আনা, সংক্ষিপ্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত বিষয়ে বিস্তারিত এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান আনতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর, সম্মানজনক ও বিশাল আকৃতির উপর তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন তাদেরকে নানা আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা । তারা পানাহার করে না। তাদের আচরণ ও কর্মকান্ড সম্পূর্ণ পবিত্র। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীলতার উপর সৃষ্টি করেছেন। নবী সাঃ বলেন: ((**আমি কি সে ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, ফেরেশতারা যাকে দেখে লাজ্জা পায়?** অর্থাৎ: উসমান রাঃ)) (সহীহ মুসলিম)

ফেরেশতারা রবের সামনে সুশৃংখলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা আল্লাহর অন্যতম বিশাল সৃষ্টি। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহর যে সকল ফেরেশতা আরশ বহন করেন, তাঁদের একজনের বিবরণ দেয়ার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে। তার কানের লতি হতে কাঁধ পর্যন্ত স্থানের দুরত্ব হল**

(১) ১৩ ই সফর, ১৪২০ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

সাত'শ বছরের দূরত্বের সমান।)) (সুনানে আবু দাউদ)

ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জিবরাঈল (আঃ)। তাঁর ছয়শত ডানা রয়েছে, প্রত্যেক দু'ডানার মাঝে দূরত্ব তেমন যেমন পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দূরত্ব। নবী সাঃ বলেছেন: ((আমি জিবরাঈলকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে দেখেছি। তার ছয়শতটি ডানা ছিল। তার পালক থেকে মণি-মুক্তার শোভা ছড়াচ্ছিল।)) (মুসনাদে আহমাদ।) মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ﴾

অর্থ : [প্রচন্ড শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন।] সূরা আন-নাজম : ৫-৬।

তিনি উত্তম চরিত্র, উজ্জলতা ও চমকের অধিকারী। অতি শক্তিশালী ও যুদ্ধে বিরত্বের অধিকারী। আল্লাহর নিকট তিনি উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। তিনি রাসূলদের নিকট সত্য সংবাদ ও ইনসাফপূর্ণ বিধি-বিধান নিয়ে নাযিল হতেন। বদর ও খন্দকের যুদ্ধে নবী সাঃ-এর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং মেরাজের সময় তাঁর সাথে ছিলেন। মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলেন: ((আমি অমুককে ভালবাসি। কাজেই তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈলও তাকে ভালবাসেন। তারপর তিনি আসমানে ঘোষণা দেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসে। এরপর তার জন্য দুনিয়ায় গ্রহণযোগ্যতা দেয়া হয়।)) (বুখারী ও মুসলিম)

যারা বিভিন্ন রকমের ইবাদতে রত রয়েছেন। কেউ সার্বক্ষণিক আল্লাহর জন্য কিয়ামরত আছেন, কেউ রুকুরত, কেউ সিজদারত, আবার কেউ অন্যান্য ইবাদতে মশগুল রয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে আপনার রবই সবকিছু অবগত রয়েছেন।

﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾

অর্থ : [আর আমাদের প্রত্যেকের জন্যই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে।] সূরা আস-সাফফাত : ১৬৪। রাসূল সাঃ বলেন: ((আসমান কটকট্ শব্দ করছে, আর এরূপ শব্দ করা সঙ্গত। কেননা তাতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা খালি নেই যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহর জন্য অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে।)) (মুসনাদে আহমাদ।)

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুরক্ষা, সম্মান ও নিরাপত্তা দান করেছেন। আর তিনি এ দায়িত্বটি অর্পণ করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে। তাঁরা হচ্ছেন ফেরেশতাগণ যারা তার কাছে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। মানুষের হেফাযতের জন্য রয়েছে রাতের প্রহরী ফেরেশতা, রয়েছে দিনের প্রহরী। তারা তাকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর কোন কোন নির্দেশ (বিপদ) থেকে হেফাযত করেন। আবার কিছু ফেরেশতা পর্যায়ক্রমে আসে তার আমলসমূহ সংরক্ষণের জন্য। ফলে সে যে কথাই বলে তার উপর নজরদারি বা লিখে রাখার জন্য কেউ না কেউ আছেই। একটি কথা বা একটি অক্ষরও ছাড়ে না, বরং সব লিখে রাখেন। বান্দা দিনের বেলা চারজন এবং রাতে চারজন ফেরেশতার তত্ত্বাবধানে থাকে। একজন ফেরেশতা গর্ভের শুক্রাণুর জন্য নিযুক্ত রয়েছেন, আরেকজন সঙ্গীস্বরূপ তাকে হেদায়াত ও নির্দেশনা দেয়ার জন্য, আর মালাকুল মাউত তার রূহ ছিনিয়ে নেয়ার কাজে। তারা আল্লাহর সাহায্যে মানুষের ঘাড়ে অবস্থিত শিরা অপেক্ষাও অধিক নিকটতর থাকে।

ফেরেশতাদের সংখ্যা: এদের সংখ্যা অগণিত। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া তাদের সংখ্যা কেউ বলতে পারবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

অর্থ : [আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।] সূরা আল-মুদ্দাসসির : ৩১। সপ্ত আকাশে অবস্থিত বাইতুল মা'মুর সম্পর্কে নবী সাঃ বলেন: ((**এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না, এটাই তাদের শেষ প্রবেশ।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর আরশ বহনের জন্য চয়ন করেছেন, কিছু ফেরেশতা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত, কিছু সাত আসমানে নিযুক্ত রয়েছেন যারা সর্বদা ইবাদত পালনে রত আছেন। এদের মধ্যে অধিক মর্যাবান তারা, যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

হে মুসলিমগণ!

ফেরেশতারা নেককার বান্দা ও তাদের নেক আমলকে পছন্দ করে। মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষকদের জন্য এবং প্রথম কাতারে সালাত আদায়কারীদের জন্য দোয়া-ইস্তিগফার করেন। তারা বান্দাদেরকে

কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। রাসূল (সা.) বলেন, ((**প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন।**))(বুখারী ও মুসলিম) তারা মুমিনদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করতে থাকেন। এমনকি আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং তাদের আশপাশে যারা রয়েছে তারা বিশেষভাবে তওবাকারী মুমিন বান্দার জন্য ইস্তিগফার করেন এবং তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি, জান্নাতে প্রবেশ ও পাপাচার থেকে হেফাযতের দোয়া করেন। মুমিন বান্দা মুমিন ভাইয়ের জন্য তার অগোচরে দোয়া করলে তারা 'আমীন' বলেন এবং তার জন্য বলেন: ((**তোমার জন্যও এরূপ হোক।**)) (মুসলিম)

বরকত ও রহমত নাযিলের সাথে সাথে ফেরেশতারা অবতরণ করেন। তারা লাইলাতুল কদরে অবতরণ করেন। কুরআন তেলাওয়াতের সময়ও অবতরণ করেন। যিকিরের মজলিশকে বেষ্টন করে রাখেন এবং তাদের পাখা দ্বারা দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে সুরক্ষা দিতে থাকে। তারা ইল্‌ম অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাদের পালক বিছিয়ে দেয়।

ফেরেশতারা আমাদের নিকটবর্তী হওয়াতে রয়েছে কল্যাণ ও মর্যাদা। রাসূল সাঃ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর রমযানে জিবরাঈল আঃ যখন তার সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো বেশি দানশীল হতেন। নেককার বান্দাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ তাদেরকে (হকের উপর) অবিচল রাখেন, জান্নাতের সুসংবাদ দেন, নম্রতার সাথে তাদের রূহ কবজ করেন এবং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আগমণ করে জান্নাতে প্রবেশের জন্য অভ্যর্থনা জানাতে থাকেন। তাদেরকে ফেরেশতাগণ সালাম ও সুসংবাদ প্রদান করতে করতে তাদের নিকট আসবেন- তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নৈকট্য, নেয়ামতরাজি ও নবী-রাসূলদের কাছাকাছি স্থায়ী শান্তির আবাসে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছেন সেজন্য।

ফেরেশতারা যেমন নেককারদেরকে ভালবাসেন, তেমনি অবাধ্য-পাপী মানুষকে ঘৃণা করেন ও পাপকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা এমন বাড়িতে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর থাকে, ছবি বা মূর্তি থাকে। দুর্গন্ধ থেকে মানুষ যেমন কষ্ট পায় তেমনি তারাও কষ্ট পায়। ফেরেশতারা কাফেরদের উপর লা'নত করে

থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ﴾

অর্থ : [নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিশাপ।] সূরা আল-বাকারাহ : ১৬১। যখন কাফেরদের মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন তাদেরকে আযাব, শাস্তি, জাহান্নাম ও আগুনের দুঃসংবাদ দেয়। ফলে তাদের দেহের অভ্যন্তরে তাদের রূহ অস্থির হয়ে পড়ে ও বের হতে চায় না। তখন ফেরেশতারা তাদেরকে তাদের সামনে ও পিছন দিক থেকে প্রহার করে আর বলতে থাকে:

﴿أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ﴾

অর্থ : [তোমরা তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহংকার করতে।] সূরা আল-আন'আম : ৯৩।

হে মুসলিমগণ!

ফেরেশতাগণ সম্মানিত বান্দা। তারা সুউচ্চ মর্যাদা ও উন্নত স্তরের অধিকারী। তারা কথা ও কাজে তাদের রবের প্রতি সবোর্চ্চ পর্যায়ের আনুগত্য প্রকাশ করে;

﴿لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ﴾

অর্থ : [ফেরেশাতারা আল্লাহর আগ বেড়ে কোন কথা বলেন না। তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকেন।] সূরা আল-আম্বিয়া : ২৪। তারা কোন বিষয়ে তাঁর সামনে অগ্রগামী হয় না এবং তাঁর কোন আদেশ অমান্য করেন না। তারা ইবাদত পালনে অহংকার করেন না এবং পরিশ্রান্তও হন না। আল্লাহ বলেন:

﴿يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ﴾

অর্থ : [তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না।] সূরা আল-আম্বিয়া : ২০। তারা রাত-দিন দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত এবং স্বেচ্ছায় ও কর্ম পালনে আনুগত্যকারী। আর ((**যখন আল্লাহ তায়ালা আকাশে**

কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর কথা শোনার জন্য অতিব বিনয়ের সাথে নিজ নিজ পালক ঝাড়তে থাকে, মসৃণ পাথরের উপর শিকলের আওয়াজের ন্যায়।)) অনুরূপভাবে ((যখন আল্লাহ তায়ালা ওহীর বিষয়ে কোন কথা বলেন তখন আল্লাহর ভয়ে আসমানসমূহ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয় -অথবা তিনি বলেছেন: বিদ্যুত চমকায়- এবং আসমানের অধিবাসীরা এটা শ্রবণ করে চমকে উঠে ও আল্লাহর সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর সর্বপ্রথম জিবরাঈল আঃ মাথা উঠান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার সাথে ওহীর বিষয়ে যা ইচ্ছে বলেন।)) মহান আল্লাহ তাদের কথা উল্লেখ করে বলেন:

﴿ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٞ مَّعۡلُومٞ * وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلصَّآفُّونَ * وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡمُسَبِّحُونَ ﴾

অর্থ : [আর আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে। আমরা তো সাড়িবদ্ধভাবে দন্ডায়মান, এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।] সূরা আস-সাফফাত : ১৬৪-১৬৬।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

ফেরেশতারা আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সামনে বাধ্যগত বান্দা হওয়ার গন্ডির বাইরে নয়। আল্লাহর রাজত্বে তারা মোটেও কোন অংশীদার নয়। জগতে তাদের নিজস্ব কোন হস্তক্ষেপ নেই। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেকে ইলাহ দাবী করলে তাকে আল্লাহ জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّيٓ إِلَٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থ : [আর তাদের মধ্যে যে বলবে, 'তিনি ছাড়া আমিই ইলাহ', তাকে আমি প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাম দিব, এভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।] সূরা আল-আম্বিয়া : ২৯।

ফেরেশতাদের বিশাল শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কালাম শ্রবণ করে তাঁর ভয় ও আতঙ্কে কম্পিত ও চকিত হয়। তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কীভাবে তাদেরকে ডাকা হয়?! তাহলে ক্ষমতাহীন মৃত ও মূর্তিসমূহ ইত্যাদি যাদেরকে মানুষ ডেকে থাকে তা আরো অনুচিত। কেননা পৃথিবীর সবকিছু একক সত্তা, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর হাতে। আর তিনি ছাড়া সবাই সৃষ্টিজীব ও প্রতিপালিত। তারা না কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে সক্ষম।

এতদসত্ত্বেও কিছু মানুষ অনুধাবন করতে পারে না আল্লাহ তাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? নিজের উপযুক্ত মূল্য বুঝে না। লক্ষ্য করে না যে আল্লাহ তার নিরাপত্তা, রিযিকের যোগান ও সহযোগিতা করার জন্য সৃষ্টির সেরাদেরকে চয়ন করে তাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। অথচ সে কুফরী, ফাসেকী ও অবজ্ঞার মাধ্যমে এগুলোর মোকাবেলায় করছে! সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত পালনে অহমিকা প্রদর্শন করে ও অস্বীকার করে, এবং তাঁর সাথে শির্ক করে ও অবাধ্যতা করে, সে জেনে রাখুক যে, যারা (ফেরেশতারা) আপনার রবের নিকটে রয়েছে তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে

এবং তারা এতে মোটেও ক্লান্ত হয় না। আল্লাহ জগতবাসীর প্রতি অমুখাপেক্ষী। আনুগত্যকারীর আনুগত্য তাঁর কোন উপকারে আসে না, আর পাপীর অবাধ্যতা তাঁর কোন ক্ষতিও করে না।

কাজেই হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের রবের ইবাদত পালনে সাধনা করুন এবং ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান রাখুন। স্মরণ রাখুন যে, কিছু ফেরেশতা আপনাদের হেফাযতে নিয়োজিত রয়েছে, আপনাদের কথা ও কাজকে তারা সংরক্ষণ করছে এবং আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে রাখছে যা আপনাদেরকে কেয়ামতের দিনে ফেরত দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا *

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ * فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا * وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾

অর্থ : [অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডানহাতে দেয়া হবে। তার হিসেব-নিকেশ সহজেই নেয়া হবে। সে তার স্বজনদের কাছে প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে, এবং জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে।] সূরা আল-ইনশিকাক : ৭-১২।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

কিতাবের প্রতি ঈমান

মহাগ্রন্থ আল কুরআন[১]

الحمد لله مُعِزِّ مَنْ أَطَاعَه واتَّقَاه، ومُذِلِّ مَنْ أَضَاعَ أَمْرَه وعَصَاه، أَحْمَدُهُ حَمْداً كثيراً طيّباً مباركاً كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريك له، لا ربَّ لنا سواه، ولا نعبد إلَّا إياه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، أصدقُ داعٍ إلى الله، وأَنْصَحُ خلقَ الله لعِبَادِ الله، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ سَلَكَ سبيلَه واتَّبع هداه.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন, প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর প্রতি একাগ্র হোন, আপনাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জনে অগ্রগামী হোন এবং আপনাদের এ মাসের ফজিলতকে মূল্যায়ন করুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে সুস্পষ্ট আরবী ভাষার কুরআনসহ প্রেরণ করেছেন। যা আরবের বিশুদ্ধভাষীদেরকে চমকে দিয়েছে এবং তাদের উপর হুজ্জত কায়েম করেছে। ফলে তারা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বক্তব্যের সৌন্দর্য্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলেন: ((আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এতে রয়েছে মিষ্টতা, এতে রয়েছে কোমলতা। উপর দিক থেকে সমৃদ্ধ এবং নীচের দিক থেকে মহিমান্বিত। এটা কোন মানুষের বক্তব্য হতে পারে না।))

আল্লাহ তায়ালা এ মহাগ্রন্থকে গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকবর্তিকা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এতে রয়েছে একের পর এক নিদর্শনাবলী। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ ﴾

অর্থ: [যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।] সূরা আল-মায়েদাহ: ১৬।

অন্তরের চিকিৎসায়, অবস্থাসমূহ সুদৃঢ়করণে ও হৃদয়কে সজাগ করতে এটা পাথেয় জমা করে, অতঃপর সংরক্ষিত রাখে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর সুদৃঢ় রশি

(১) ১৬ ই রমযান, ১৪২০ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

ও সুস্পষ্ট জ্যোতি। যে এটাকে আকড়ে ধরে তার জন্য রক্ষাকবচ, যে তার অনুসরণ করে তার জন্য নাজাতের মাধ্যম হবে। যে এর সুরে কথা বলবে সে সত্য বলবে, যে এটার বিধান অনুযায়ী বিচার করবে সে ন্যায়বিচারই করবে। যে ব্যক্তি এর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে, তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। জিন জাতিও কুরআনের বিস্ময়ে বিমোহিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا ۞ يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦۖ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدٗا﴾

অর্থ: [বলুন, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগের সাথে কুরআন শুনেছে অতঃপর বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সত্যের দিকে হেদায়াত করে, তাই আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।] সূরা আল-জিন: ১-২।

হে মুসলিমগণ!

কুরআন তেলাওয়াত ও সে অনুযায়ী আমল করার ফলে মর্যাদা উন্নীত হয় ও সম্মান উজ্জ্বল হয়। আবু যার রাঃ বলেন: ((আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: **কুরআন তেলাওয়াত করবে ও আল্লাহর যিকির করবে, কেননা এটা দুনিয়ায় তোমার জন্য নূর স্বরূপ এবং আখেরাতে সঞ্চিত পাথেয় স্বরূপ।**)) (সহীহ ইবনে হিব্বান।) মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে। আব্দুর রহমান আস-সুলামী কল্যাণের প্রত্যাশায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা দিয়েছেন।

এ কিতাবের অধ্যয়ন ও তেলাওয়াতের ফলে প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তেলাওয়াতকারীকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতাগণ তাকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। এর উপর দক্ষতা অর্জনকারী মহাসম্মানিত ও নেককার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। এ কিতাব তেলাওয়াত করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত, প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একটি নেকী যা বহুগুণ পায়। দুনিয়ায় একজন মানুষ তারতীলসহ সর্বশেষ যে আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেছিল, আখেরাতে তাকে জান্নাতে তত উঁচু স্তর প্রদান করা হবে। ধন-সম্পদ ও দুনিয়াবী তুচ্ছ জিনিস সঞ্চয় করার চেয়ে কুরআন শিক্ষা অধিক উত্তম। নবী সাঃ বলেছেন:

((তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, প্রতিদিন বুতহান বা আক্বীকের বাজারে যাবে এবং সেখান থেকে অপরাধে লিপ্ত না হয়ে বা কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করেই বড় কুঁজবিশিষ্ট দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সবাই তা চাই। তিনি বললেনঃ তাহলে কি তোমরা কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত শিক্ষা দিবে না কিংবা পাঠ করবে না? এটা তার জন্য ঐ রকম দুটি উটনী পাওয়ার চেয়েও উত্তম। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটনীর চেয়েও উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটনীর চেয়ে তত সংখ্যক আয়াত উত্তম।)) (সহীহ মুসলিম।)

হে মুসলিমগণ!

আল কুরআন ভাষার অলঙ্কার ও বিশুদ্ধতায় সর্বোচ্চ স্তরের । তা থেকে ভাষালংকারবীদগণ বিমোহিত। সাধারণ ও সহজ-সরল সবাই তা বুঝেন। এমন কোন কিতাব পৃথিবীতে আছে কি যা কালক্রমে মানুষের অনুভূতি, স্থান, ভাষা ও পরিভাষার ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের সকলের বুঝকে আয়ত্ব করতে পারে? উকবা বিন রাবিয়া যখন তা শ্রবণ করেছিল তখন সে বলেছিলঃ ((আমি কখনো এর মত অপরূপ বাক্য শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা কোন কবিতা নয় এবং কোন যাদুমন্ত্রও নয়।)) যখন মুশরিকরা রাসূল সাঃ-এর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিযা -নদী-নালা প্রবাহিত করা ও আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে নিচে ফেলা ইত্যাদি যা- দাবী করেছিল, তখন তাদের নিকটে খবর এল যেঃ

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾

অর্থঃ [এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়?] সূরা আল-আনকাবূতঃ ৫১। এ গ্রন্থটি অতি সহজ-সরল। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾

অর্থঃ [আর অবশ্যই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?] সূরা আল-কামারঃ ১৭। এতদ্বসত্ত্বেও যদি এটা পর্বতমালার উপর নাযিল হত তাহলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো অথবা যদি জমিনের উপর নাযিল হত তাহলে তা টুকরা টুকরা হয়ে যেতো।

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রবৃত্তির লালসা থেকে বাঁচার উপায় আছে। রয়েছে প্রবৃত্তি ও সংশয় থেকে অন্তরকে সুরক্ষার উপায়। এমনকি এতে শারীরিক রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদেরও সমাধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

অর্থ: [আর আমি নাযিল করি কুরআন, য তে আছে মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।] সূরা সূরা বনী-ইসরাঈল: ৮২।

হে মুসলিমগণ!

নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হল আল্লাহর কিতাব। যার হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালা এটা দ্বারা সুশোভিত করেছেন সে-ই তো সফলকাম হয়েছে। ফুযাইল বিন ইয়ায রহঃ বলেন: ((কুরআন ধারণকারী মূলত ইসলামের পতাকা বহনকারী। কাজেই খেল-তামাশাকারীর সাথে তার তামাশা করা চলে না, অনর্থক কাজে জড়িতের সাথে তারও অনর্থক কাজে জড়িয়ে পড়া বাঞ্চনীয় নয় এবং ভুলকারীর সাথে তারও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়।)) কুরআন তেলাওয়াতকারীর উচিত সততা ও ইখলাছের গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং তার বক্ষে যা আছে সে বিষয়ে দ্বীনদারিতা ও আমানতদারিতার সাথে রাত্রি জাগরণ করা।

আপনি কখনো সফলতার স্বাদ লাভ করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি আপনার রবের আনুগত্যে থাকবেন এবং নিয়মিত তাঁর কিতাব তেলাওয়াত করবেন। কাজেই তওবা করার মাধ্যমে বিরোধিতার ব্যাধি এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে উদাসীনতার চিকিৎসা করুন। কঠিন মুহূর্তেও কুরআনের রশিকে আকড়ে থাকুন, কেননা এটা ব্যতীত সকল রশি হালকা। ঘরে প্রতিদিন তেলাওয়াতের জন্য কুরআনের একটা অংশ নির্ধারণ করুন। নবী সাঃ বলেছেন: **((যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না- এ দু'য়ের মাঝে উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।))** (সহীহ মুসলিম।)

কাজেই কুরআন তেলাওয়াত ও এর মর্ম অনুধাবণের মাধ্যমে নিজের জিহ্বাকে সুবাসিত করুন, এর নির্দেশনা ও হুকুম-আহকামগুলো মেনে চলুন। তবেই দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ পেয়ে বিজয়ী হবেন।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴾

অর্থ: [এক বরকতময় কিতাব, এটা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে

বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।] সূরা সোয়াদ: ২৯।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

নিশ্চয় আল্লাহর কিতাব আল কুরআন বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠিকে শান্তির ধর্ম ইসলাম ও বিশুদ্ধ আক্বীদার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে। ঈমানী বন্ধন ও দ্বীনি রশি দ্বারা তাদের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করে এবং সমন্বিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ দল ও একতাবদ্ধতার আলোকে তাদেরকে একই জাতিতে পরিণত করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ ﴾

অর্থ: [মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।] সূরা আল-হুজরাত: ১০।

যখন থেকে মুসলিমগণ তাদের রবের কিতাব অনুযায়ী আমলে শিথিলতা প্রদর্শন করল, তখন থেকেই তারা দুর্বল হয়ে পড়ল, লাঞ্ছনায় পতিত হল, তাদেরকে ফেতনা ঘিরে ধরল এবং তারা তাদের শত্রুদের মরীচিকাময় রাস্তায় চলতে লাগল। তারা 'ওয়ালা ও বারা' তথা 'বন্ধুত্ব ও শত্রুতা' পোষণের ইসলামী নীতিতে ত্রুটি করল, কাল্পনিক বিষয় ও গণকদের বিশ্বাস করতে লাগল, যারা ইলমে গায়েব, যুগের বিবর্তনে যেসব দুর্যোগ ও বলা-মসিবত আসে তা সামাধানের দাবী করে তাদের কথায় তারা কর্ণপাত করতে লাগল। তারা কেবল বিভিন্ন সাবাব বা মাধ্যম গ্রহণের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করল, আর এ বিশ্বাসকে ভুলে গেল যে, একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, তাঁর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছু ঘটে না। তাই একজন মুসলিমের উচিৎ তার দ্বীন নিয়ে গর্ববোধ করা, তার রবের কিতাবকে আঁকড়ে ধরা এবং আল্লাহর দ্বীনের কোন বিষয়ে কারো সাথে তোষামোদী না করা। কাফেরদের ধর্মীয় উৎসব ও নানা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের দিকে নজর না দেয়া। কেননা তারা বাতিল ধর্মের অনুসারী এবং সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। তারা যেগুলোকে তাদের আনন্দ উৎসব গণ্য করে সেগুলোকে মুখে ও অন্তরে ঘৃণা করা মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য।

বিধর্মীদের উৎসবে খুশি প্রকাশ বা তাতে মনযোগ দেয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কেননা কাফেরদের ধর্মীয় অনাচারগুলো দেখলেও আক্বীদায় ত্রুটি ও

হৃদয়ে বক্রতা প্রবেশ করে এবং অন্তরকে নানা সংশয়ের দিকে ধাবিত করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾

অর্থ: [ইহূদী-খৃষ্টানদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ।] সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯।

সুতরাং হে মুসলিম! ইসলামের নেয়ামত পেয়ে আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন। কেননা পরিমাণে এ নেয়ামতটি বিশাল এবং ফলাফলে চূড়ান্ত। আপনার ঈমানকে খাঁটি করুন যা আপনার জীবনের সকল ক্ষেত্রে আলো দিবে। দ্বীনের বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না, আর শত্রুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন না। রাসূল সাঃ বলেছেন, ((**আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি এ দুটোকে তোমরা আকড়ে ধর তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।**)) (মুয়াত্তা মালেক)

মুসলমানদের নিকট মহান রবের কিতাব রয়েছে যা সবধরণের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত। এটা ইহ-পরকালীন উভজগতের কল্যাণকে সমন্বয়কারী। এতে রয়েছে নূর ও হেদায়াত। রয়েছে দুঃখ-কষ্ট ও ফেতনা ফাসাদ থেকে উত্তরণের নির্দেশনা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

অর্থ: [এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে তো অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।] সূরা আল-আনকাবূত: ৫১।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাঃ এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ...।

কুরআনের মহত্ত্ব[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও নির্জনে তাকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলিমগণ!

আমাদের মহামহিম রব তাঁর সত্তা, নাম ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। তাঁর কোন সমকক্ষ বা উপমা নেই। তাঁর গুণাবলী পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। তাঁর একটি গুণ হল, (الكلام) কথা বলা। তিনি যখন চান, যেভাবে চান ও যা চান কথা বলেন। তাঁর কালাম বা বাণীর শেষ নেই। তিনি বলেন:

﴿قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا﴾

অর্থ: [বলুন, 'আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে- আমি এর সাহায্যের জন্য এর মত আরো সাগর আনলেও।] সূরা আল-কাহ্‌ফ: ১০৯। তাঁর বাণী সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বাণীর মর্যাদা সৃষ্টিকুলের কথার উপর তেমনি যেমন সৃষ্টজীবের উপর মহান স্রষ্টার মর্যাদা। বান্দাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতরাজি অসংখ্য।

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর একটি হিকমত ও রহমত হল: তিনি তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন রাসূলদেরকে ও নাযিল করেছেন কিতাব। মূসা (আ.)এর উপর তাওরাত, দাউদ (আ.) এর উপর যাবুর এবং ইবরাহীম (আ.)এর উপর সহীফা নাযিল করেছেন। কিতাব নাযিলের এ ধারা পরিসমাপ্তি করেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিলের মাধ্যমে, যা মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মুল্যবান। আল্লাহ নিজেই কুরআন নাযিলের কারণে নিজের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন:

---

(১) ১৪ ই রবিউল আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ ﴾

অর্থ: [যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি।] সূরা আল-কাহ্ফ: ১।

এটা নাযিল করে তিনি নিজের মর্যাদাপূর্ণ সত্তাকে মহান করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴾

অর্থ: [কত বরকতময় তিনি! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য সতর্ককারী হওয়ার জন্য।] সূরা আল-ফুরকান: ১।

তিনি এ কিতাবের শপথ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿يسٓ * وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ﴾

অর্থ: [ইয়াসীন, শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের।] সূরা ইয়াসীন: ১-২। এর উপর তিনি কসম করেছেন:

﴿ فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ * وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ﴾

অর্থ: [অতঃপর আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, আর নিশ্চয় এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে-- নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কুরআন।] সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ৭৫-৭৭।

এটা পূর্বের কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী, সেগুলোর তদারককারী, রহিতকারী ও আমানতের সাথে সেগুলোকে সংরক্ষণকারী।

এটা নাযিল হওয়ার আগেই নবীগণ এর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন:

﴿ وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴾

অর্থ: [আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে।] সূরা আশ-শু'আরা: ১৯৬।

ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((নবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত পূর্ববতীদের কিতাবসমূহে এই কুরআন ও এর উচ্চ প্রশংসার কথা উল্লেখ রয়েছে।)) ইবরাহীম ও ইসমাঈল আঃ এটা পাঠ করা ও শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহর কাছে একজন নবী প্রেরণের দোয়া করেছিলেন। তারা বলেছিলেন:

﴿ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন।] সূরা আল-বাকারাহ: ১২৯।

কুরআন হল বিশ্বপ্রভুর কালাম বা বাণী। তিনি বাস্তবিকভাবেই এর অক্ষর ও শব্দসহ কথা বলেছেন যা শ্রবণযোগ্য। তাঁর নিকট থেকেই এর সূচনা এবং তাঁর কাছেই শেষ যামানায় প্রত্যাবর্তন করবে। সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাঈল আঃ আল্লাহর কাছ থেকে এটা শ্রবণ করেছেন এবং এটা নিয়ে শ্রেষ্ঠ রাসূলের হৃদয়ে নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ۞ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ﴾

অর্থ: [বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল) তা নিয়ে নাযিল হয়েছেন। আপনার হৃদয়ে।] সূরা আশ-শু'আরা: ১৯৩-১৯৪। শ্রেষ্ঠ স্থান ও সর্বোত্তম মাসের শ্রেষ্ঠতম রাত্রিতে তথা লাইলাতুল কদরে সর্বোত্তম জাতির নিকটে সেরা ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় নাযিল হয়।

এটা এমন কিতাব যার সমকক্ষ কোন কিতাব হতে পারে না। আল্লাহ বলেন:

﴿أَوَلَمۡ يَكۡفِهِمۡ أَنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ﴾

অর্থ: [এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়?] সূরা আল-আনকাবূত: ৫১। এটা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা এ জাতির উপর অনুগ্রহ করেছেন; তিনি বলেন:

﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ
يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ﴾

অর্থ: [অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা প্রদান করেন।] সূরা আলে ইমরান: ১৬৪। এটা যেমন নবী সাঃ-এর জন্য সম্মানের তেমনি তার উম্মতের জন্যও মর্যাদাবান। আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنَّهُۥ لَذِكۡرٞ لَّكَ وَلِقَوۡمِكَ﴾

অর্থ: [আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার জন্য ও আপনার উম্মতের জন্য

যিক্‌র স্বরূপ।] সূরা আয-যুখরুফ: ৪৪। এটা উম্মতের জন্য আত্মার ন্যায়, যেহেতু প্রকৃত জীবন এর উপরই নির্ভর করে। বান্দা যদি এ থেকে দূরে থাকে তাহলে সে প্রাণহীন দেহের ন্যায় হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَا ﴾

অর্থ: [আর এভাবে আমি আপনার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রূহকে অহী করেছি।] সূরা আশ-শুরা: ৫২। যদি আল্লাহ এটাকে পর্বতমালার উপর নাযিল করতেন তাহলে এগুলো আল্লাহর সামনে অবনত ও অনুগত হয়ে ভয়ে আতঙ্কিত ও টুকরা টুকরা হয়ে যেত।

এর উপর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করা ছাড়া কোন বান্দার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ﴾

অর্থ: [হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন।] সূরা আন-নিসা: ১৩৬। এটা আসমানে সুরক্ষিত।

﴿ فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ * مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۭ * بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ ﴾

অর্থ: [এটা আছে মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে যা উন্নত, পবিত্র, লেখক বা দূতদের হাতে।] সূরা আবাসা: ১৩-১৫। তারা হল ফেরেশতামন্ডলী:

﴿ كِرَامِۭ بَرَرَةٖ ﴾

অর্থ: [তারা মহাসম্মানিত ও নেককার।] সূরা আবাসা: ১৬। নাযিল করার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা এটাকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ * فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ ﴾

অর্থ: [বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।] সূরা আল-বুরূজ: ২১-২২। এটাকে নাযিল করার সময় শয়তানদের হাত থেকে তাকে হেফাযত করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ * وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيعُونَ ﴾

অর্থ: [আর শয়তানরা এটাসহ নাযিল হয়নি। আর তারা এ কাজের যোগ্যও নয় এবং সমর্থ্যও রাখে না।] সূরা আশ-শু'আরা: ২১০-২১১। নাযিল হওয়ার

পরও এটাকে হেফাযত করার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি অবশ্যই তার সংরক্ষক।] সূরা আল-হিজর: ৯।

আল্লাহ তাঁর অনেক নেয়ামতের উপর এর আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

অর্থ: [পরম দয়াময়, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।] সূরা আর-রহমান: ১-২। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার তেলাওয়াত, আমল ও মুখস্ত করাকে সহজ করে দিয়েছেন। তাই আরব-অনারব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ এবং ধনী-গরিব সবাই মুখস্ত করতে পারে।

এর নাম অনেক, গুণাবলীও প্রচুর। এটাকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও উপদেশ স্বরূপ করেছেন। আমাদের নবী সাঃ-এর রেসালতের ন্যায় এটাও সমগ্র মানবজাতির জন্য। কাজেই এটা বিশেষ কোন জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়। এর একাংশ অপরাংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সমর্থক। আল্লাহ বলেন:

﴿ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ ﴾

অর্থ: [একটি কিতাব যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।] সূরা আয-যুমার: ২৩। এটা সরল-সঠিক, আল্লাহ তায়ালা এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি। এতে নেই কোন পরস্পর বিরোধ ও বৈপরিত্য। তাই আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴾

অর্থ: [যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি দেখতে পত।] সূরা আন-নিসা: ৮২। এই বাণী সর্বোত্তম ও ফজিলতপূর্ণ । আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম বাণী।] সূরা আয-যুমার: ২৩। ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে

নাযিলকৃত ও অনাযিলকৃত সকল বাণীর চেয়ে এ বাণীই সর্বোত্তম।))

আল্লাহ এটাকে সুমহান আখ্যা দিয়ে বলেছেন:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾

অর্থ: [আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন।] সূরা আল-হিজর: ৮৭। সত্তাগতভাবে ও মর্যাদার দিক থেকে এটা সুউচ্চ হিসেবে আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

﴿ وَإِنَّهُۥ فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴾

অর্থ: [আর নিশ্চয় তা আমার কাছে উম্মুল কিতাবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হিকমতপূর্ণ।] সূরা আয-যুখরুফ: ৪।

এটার শব্দ ও অর্থ সুস্পষ্ট এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ প্রদানকারী। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থ: [এগুলো মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।] সূরা আলে ইমরান: ১৩৮। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((তিনি আমাদের জন্য এ কুরআনে সকল জ্ঞান ও সমস্ত বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন।))

প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি কিতাব। এর ভিতরে যেমন রয়েছে প্রজ্ঞা, এখান থেকে সঞ্চারিত হয়ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় । আল্লাহ বলেন:

﴿ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

অর্থ: [এগুলো হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।] সূরা লুকমান: ২। এটা আল্লাহর নিকট সম্মানিত, এর মধ্যে রয়েছে মহৎ গুণাবলী। এর মাধ্যমেই বান্দাকে আল্লাহ ও সৃষ্টিকুলের সামনে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কুরআন।] সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ৭৭। এতে রয়েছে সৃষ্টিকুলের জন্য হেদায়াত। হেদায়াতের পাশাপাশি রয়েছে রহমত। আল্লাহ বলেন:

﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

অর্থ: [যা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ।] সূরা আল-আ'রাফ: ৫২। যে ব্যক্তি এটাকে আঁকড়ে ধরে তার জন্য এটা ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষাকবচ। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা আকড়ে ধরার পর আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে: আল্লাহর কিতাব।**)) (সহীহ মুসলিম)

এটা মর্যাদাপূর্ণ কিতাব। সর্ব্বোচ্চ স্তরের সম্মানিত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ﴾

অর্থ: [ক্বাফ্, শপথ সম্মানিত কুরআনের।] সূরা ক্বাফ্: ১। এটা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বে এর সমকক্ষ কিছু নেই। যে এর নিকটে থাকে সেও মর্যাদা লাভ করে।

﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ﴾

অর্থ: [আর অবশ্যই এটা এক সম্মানিত কিতাব।] সূরা ফুসসিলাত: ৪১। এটা সুউচ্চ কিতাব যার ধারে কাছে অন্য কিছু নেই, অনেক উপকারী ও কল্যাণময়। এতে রয়েছে বরকতের অনেক দিক। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ﴾

অর্থ: [আর এ কিতাব যা আমি নাযিল করেছি তা বরকতময়] সূরা আল-আন'আম: ১৫৫। যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে, এ অনুযায়ী আমল করবে ও সর্বত্র প্রচার করবে, সে সম্মানিত হবে এবং নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জন করবে। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((উসমান রাঃ-এর খেলাফতকালে পৃথিবীর পূর্ব ও প্রাচ্যে ইসলামী ভুখন্ড সম্প্রসারিত হয়। আর এটা সম্ভব হয়েছিল কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়নের বরকতের কারণে এবং উম্মতকে কুরআন সংরক্ষণের বিষয়ে একত্রিত করার ফলে।))

আল্লাহর কিতাব হচ্ছে জীবনের আলো, দুনিয়া ও আখেরাতের আলোকবর্তিকা প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ﴾

অর্থ: [অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি আলোকবর্তিকা ও স্পষ্ট কিতাব।] সূরা আল-মায়েদাহ: ১৫। এর মাধ্যমে আত্মাসমূহ পূনর্জীবন লাভ করে। যে এর আহ্বানে সাড়া দেয় তার জন্যই

রয়েছে প্রকৃত জীবন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ﴾

অর্থ: [রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিক ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও।] সূরা আল-আনফাল: ২৪। পাশাপাশি এতে রয়েছে শরীরের রোগ-ব্যাধির আরোগ্য। হাদিসে এসেছে: ((রাসূল সাঃ-এর যুগে জনৈক ব্যক্তিকে বিচ্ছু দংশন করলে তার উপর সূরা ফাতেহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করা হয়, ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠে।)) (বুখারী ও মুসলিম।) এটা নানাবিধ ফেতনা, মসিবত ও দুর্যোগের সময় উপদেশ ও অন্তরের অবিচলতা স্বরূপ। আল্লাহ বলেন:

﴿كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ﴾

অর্থ: [এভাবেই আমি নাযিল করেছি (এই কিতাবকে) আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য।] সূরা আল-ফুরকান: ৩২।

কুরআনের মাধ্যমে উম্মতের একতা তৈরি হয় এবং তাদের মতানৈক্য দূর হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾

অর্থ: [আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।] সূরা আলে ইমরান: ১০৩। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((এটা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় অর্থেই পরিপূর্ণ।)) শব্দগতভাবে কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, অর্থগতভাবে বিশদ বিবৃত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

অর্থ: [এ কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার কাছ থেকে।] সূরা হুদ: ১।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন সকলকে এ কুরআনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে আল্লাহ বলেন:

﴿قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا﴾

অর্থ: [বলুন, যদি কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব নিয়ে আসার জন্য

মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।] সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮। বিবেকবান যে কেউ শুনেছে সেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এটা সত্য। জিনেরা শ্রবণ করে একে অপরকে বলেছে: তোমরা মনোযোগ দিয়ে চুপ করে এটা শোন। তারপর তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে বলেছে,

﴿ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبًا ﴾

অর্থ: [আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।] সূরা আল-জিন: ১।

এ কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও ফজিলতপূর্ণ যিকির। তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ

وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنًا ﴾

অর্থ: [মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।] সূরা আল-আনফাল: ২। এর আয়াতসমূহ মহান ব্যক্তিদেরকেও কাঁদায়। হাদিসে এসেছে: ((ইবনে মাসউদ রাঃ সূরা নিসার কিছু অংশ রাসূল সাঃ-কে পড়ে শুনাচ্ছিলেন। তিনি যখন এ পর্যন্ত পৌঁছলেন:

﴿ فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا ﴾

অর্থ: [অতঃপর যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে?] সূরা আন-নিসা: ৪১। তখন রাসূল সাঃ বললেন, **যথেষ্ট হয়েছে।** তিনি বললেন: তারপর তাঁর দিকে ফিরে দেখি, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়ছে।)) (বুখারী ও মুসলিম) ((আবু বকর রাঃ কুরআন পাঠ করার সময় ক্রন্দনের কারণে এমন হত যে, যেন তার পিছনের কেউ তেলাওয়াত শুনতে পেত না।)) ((জাফর আল তাইয়ার রাঃ বাদশা নাজ্জাশীর সামনে সূরা মারইয়ামের প্রথম অংশ তেলাওয়াত করলেন, তারপর তিনি কেঁদে দিলেন, এমনকি তার দাঁড়ি ভিজে গেল। তার সাথের লোকজনও শ্রবণ করে কেঁদে উঠল, তাদের মুসহাফও ভিজে গেল।))

কাফেরদের মধ্যে যারা আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা

আশ্রয় দিতে আদেশ দিয়েছেন, যাতে তারা কুরআন শ্রবণ করতে পারে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।] সূরা আত-তাওবা: ৬।

এ কিতাব সব ধরণের উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধারণ করে আছে। এ কিতাবের ধারক প্রকৃত আলেমগণ তার অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ﴾

অর্থ: [বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।] সূরা আল-আনকাবূত: ৪৯। কুরআনের শিক্ষা দাতা ও শিক্ষা গ্রহণকারী উভয়ই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।**)) (সহীহ বুখারী)

এতে রয়েছে অধিক সত্য খবরা-খবর, অধিক সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ, সর্বোত্তম কিস্‌সা, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা এবং সবচেয়ে সুন্দর অলংকারপূর্ণ স্পষ্ট কথা। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((কুরআনের বিন্যাস ও বাচনভঙ্গি বিস্ময়কর, অনন্য। সাধারণ পরিচিত বাচনভঙ্গির মত নয়। এমন পদ্ধতীর মত কিছু নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। কেননা এটা কোন কবিতা, ছন্দ, বক্তৃতা বা বার্তা নয় এবং আরব-অনারব কোন মানুষের কথার ছন্দমালার বিন্যাসও নয়। বরং এর শব্দের মধ্যে যে অলৌকিকতা রয়েছে তার চেয়ে এর অর্থের মধ্যে আরো বেশি রয়েছে বিস্ময়।))

আল্লাহর কিতাবের বিধি-বিধান সার্বজনিন, এর ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ এবং তার আদেশ-নিষেধ প্রজ্ঞাপূর্ণ। এতে রয়েছে গাম্ভির্যতা ও মর্যাদা। রয়েছে শক্তি, প্রভাব ও সৌন্দর্য্য। ছোট ছোট বাক্যেও রয়েছে মুজিযা। এর নির্দেশনাবলী সহজ ও হেদায়াতের দিশারী। কুরআন সুউজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট মুজিযা। যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করে সে প্রতিদান পায়। যে এর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে সে ইনসাফ করে। যে এটাকে আঁকড়ে ধরে সে সুরক্ষা লাভ করে

এবং যে এটার অনুসরণ করে সে অনুগ্রহ লাভ করে,

﴿ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴾

অর্থ: [কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।] সূরা আল-আন'আম: ১৫৫।

কুরআন সবচেয়ে উপকারী ও অর্থবহ যিকির। যে ব্যক্তি এ কিতাবের তেলাওয়াত করে আল্লাহ তার প্রশংসা করেছেন, আমলকারীর তারিফ করেছেন এবং তাকে পরিপূর্ণ ও আরো বেশি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ

يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦٓ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং সালাত কায়েম কারে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসার, যার ক্ষয় নেই। যাতে আল্লাহ তাদের কাজের প্রতিফল পরিপূর্ণভাবে দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী প্রদান করেন।] সূরা ফাতির: ২৯-৩০।

এটা বহুগুণ বর্ধিত লাভজনক ব্যবসা। যে ব্যক্তি একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে। আর একটি নেকীকে দশগুণে বৃদ্ধি করা হয়। কুরআন শিক্ষা করা পার্থিব ধন-সম্পদের চেয়েও উত্তম। নবী সাঃ বলেছেন: **((তবে কি তোমরা কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত শিক্ষা নিবে না কিংবা পাঠ করবে না? এটা তার জন্য দুটি উটনী লাভ করার চেয়েও উত্তম হবে। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটনীর চেয়েও উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটনীর চেয়ে তত সংখ্যক আয়াত উত্তম।))** (সহীহ মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন: **((কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্মানিত নেককার লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে।))** (বুখারী ও মুসলিম)

কুরআনের মজলিস ও শিক্ষাগারগুলো তেলাওয়াতকারীদের জন্য শান্তি ও রহমত নাযিলের স্থান। রাসূল সাঃ বলেছেন: **((যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পরে মিলে তা অধ্যয়ন করে, তখন তাদের উপর নাযিল হয় শান্তিধারা, রহমত তাদেরকে**

আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।)) (সহীহ মুসলিম) কুরআন শ্রবণ করলে রহমত লাভ হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

অর্থ: [আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।] সূরা আল-আ'রাফ: ২০৪।

উম্মতের প্রতি নবী সাঃ-এর অসিয়ত হচ্ছে, কুরআন আকড়ে ধরো, কুরআন তেলাওয়াত করো। আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাঃ-কে রাসূল সাঃ-এর অসিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, ((তিনি আল্লাহর কিতাবের অসিয়ত করেছেন।)) (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে হাজার রহঃ বলেন: ((আল্লাহর কিতাবের অসিয়ত এর অর্থ হল: এটাকে শব্দ ও অর্থগত উভয়দিক থেকে কুরআনকে সংরক্ষণ করা। ফলে কুরআনকে সম্মান করা, সংরক্ষণ করা, তার অনুসরণ করা, নিয়মিত তেলাওয়াত করা এবং এটার শিক্ষা নেয়া ও শিক্ষা দেয়া এই অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত।))

কুরআনের ধারক সম্মানিত হয় দুনিয়ার জীবনে ও মৃত্যুর পরে। ((**উপস্থিত লোকদের মধ্যে যে আল্লাহর কিতাবকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করতে সক্ষম, সে তাদের ইমামতি করবে।**)) (সহীহ মুসলিম) মৃতুর পর: ((নবী সাঃ উহুদ যুদ্ধে নিহতদের দু'জনকে একই কাপড়ে একসাথে দাফনের ব্যবস্থা করে বললেন: **এদের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত?** যখন এদের একজন সম্পর্কে তাকে ইশারা করে বলা হত, তখন তিনি তাকে প্রথম কবরে রাখতেন।)) (সহীহ বুখারী) কুরআনের ধারকরাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। ((উমর রাঃ-এর মজলিশে শুরার লোকজন ও তার পরামর্শদাতা ছিলেন ক্বারীগণ)) (সহীহ বুখারী।)

বিচার দিবসে কুরআন হুজ্জত হবে এবং বিশ্বপ্রভুর নিকট শাফায়াতকারী হবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা কেয়ামতের দিন কুরআন শাফায়াতকারী হিসেবে আসবে।**)) (সহীহ মুসলিম) কুরআন অধ্যয়নকারী জান্নাতের সর্ব্বোচ্চ স্তরে থাকবে। হাদিসে এসেছে: ((**কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে: কুরআন পাঠ করতে করতে জান্নাতের উপরের স্তরে**

উঠতে থাক। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ কর। কেননা তোমার তেলাওয়াত যেখানে শেষ হবে, সেখানেই হবে তোমার স্থান।)) (সুনানে আবু দাউদ)

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

মহাগ্রন্থ আল কুরআন পেয়ে আনন্দিত হওয়া ও তা শিক্ষা প্রদান করা ঈমানের অন্যতম বড় সম্মানজনক কাজ। আল্লাহর কিতাবের অপরিহার্যতা থেকে দূরে থাকা কারো জন্য সমিচিন নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ ছিলেন সর্বাধিক পরিপূর্ণ বিবেকের অধিকারী মানুষ। কিন্তু পূর্ণ বিবেক তাঁকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারেনি, বরং তার হেদায়াত লাভ হয়েছে কুরআন দ্বারা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلۡ إِنۡ ضَلَلۡتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفۡسِيۖ وَإِنِ ٱهۡتَدَيۡتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّيٓ ﴾

অর্থ: [বলুন, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই। আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্যে যে, আমার রব আমার প্রতি অহী পাঠান।] সূরা সাবা: ৫০।

সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ তারাই যারা আল্লাহর কিতাবের অধিক নিকটবর্তী। এটা মুসলমানদের সম্মান ও নেতৃত্বের মাধ্যম, প্রজন্মের উন্নতি ও গৌরবের বিষয়। এতে রয়েছে সমাজের নিরাপত্তা ও বরকত। বন্ধুত্ব, সম্মান ও বিশ্বপ্রভুর সন্তুষ্টিও এতে বিদ্যমান রয়েছে।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ
وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

অর্থ: [হে লোকসকল! তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে তোমাদের নিকট উপদেশ ও অন্তরসমূহে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।] সূরা ইউনুস: ৫৭।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ করে সে হেদায়াত পায়, আর যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসস্তুপে পতিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ۞

وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾

অর্থ: [কাজেই যে আমার প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। আর যে আমার যিকির (কুরআন) থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়।] সূরা ত্বা-হা: ১২৩-১২৪। এটা ব্যতীত হেদায়াতের আর কোন পথ নেই।

কুরআন থেকে উপকৃত না হয়ে যার অন্তর আড়ালে রয়েছে, সে কখনো অন্য কিছু দ্বারা হেদায়াত লাভ করবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ﴾

অর্থ: [কাজেই আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরে তারা আর কোন বাণীতে ঈমান আনবে?] সূরা আল-জাসিয়াহ: ৬। কুরআন যেমন তার অনুসারীকে সম্মানিত করে, তেমনি এর বিরুদ্ধাচারণকারীকে অপদস্ত করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**এ কিতাব দ্বারা আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে মর্যাদাসম্পন্ন করেন, আবার এর দ্বারা অন্যদেরকে অপদস্ত করেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর কালাম সম্মানিত ও সুমহান। যে ব্যক্তি এর একটি হরফও অস্বীকার করবে বা তা নিয়ে ঠাট্টা করবে, সে কুফুরী করবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ۞

لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

অর্থ: [বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।] সূরা আত-তাওবাহ: ৬৫-৬৬। যদি কেউ আল্লাহর কিতাব অথবা তার অধ্যয়নকারী বা শিক্ষা প্রদানকারীকে বিদ্রুপ করে, তবে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। কাজেই মুসলিম ব্যক্তির উচিত পালনকর্তার কিতাবকে সমর্থন করা ও এ নিয়ে গর্ববোধ করা, যাতে সে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

রাসূলদের প্রতি ঈমান

নবী ও রাসূলগণ[১]

الحمد لله المتوَحِّدِ بالعَظَمَةِ والجَلَال، المُتَّصِفِ بصفاتِ الكمال، المُنزَّهِ عن الأَشْبَاهِ والأَمْثَال، أَحْمَدُه سبحانه وأَشْكُرُه شُكْراً يَزِيدُ النِّعَم ويَحْفَظُهَا من الزَّوال.

وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، الكبيرُ المُتَعال، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه كريمُ المزايا وشريفُ الخِصال، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبِه خيرِ صَحْبٍ وآل، ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ المآل.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। যে তার রবের তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তাকে রক্ষা করেন। যে তাঁর অভিমুখে অগ্রসর হয় তাকে তিনি সহযোগিতা করেন ও হেদায়াত দান করেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর শুকরিয়া আদায় করে, তাকে তিনি আরো বাড়িয়ে দেন ও খুশি করেন।

হে মুসলিমগণ!

যখন মানুষ ভ্রান্ত মতবাদ ও বাতিল কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করতে লাগল, তখনই আল্লাহ তায়ালা রাসূলদেরকে প্রেরণ করলেন। তাদের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত দান করলেন। সঠিক পথের বিবরণ করে দিলেন। কাজেই তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত সৌভাগ্য ও বিজয়ের কোন পথ নেই। তাঁদের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কোন উপায় নেই।

ঈমানের একটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে, নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান। তাই আমরা তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বাস রাখি, তেমনি বিস্তারিত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ঈমান পোষণ করি।

তারা ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের পাল্লাকে বহন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে মোট পঁচিশ জন নবী ও রাসূলের কথা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আবু যার রাঃ বলেন: ((আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কতজন রাসূল প্রেরিত হয়েছেন? তিনি বললেন: **তিনশত তের জনের একটি বড় দল।**)) (মুসনাদে আহমাদ।)

তাঁরা হেদায়াত ও নূরের ধারাবাহিক কাফেলা। একজন পরের জনের

(১) ১৭ ই রবিউস সানী, ১৪২০ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

সুসংবাদ প্রদান করেন এবং পরের জন আগের জনকে সত্যায়ন করেন। তাঁরা বিশুদ্ধ ভাষী ছিলেন, উন্নত বাচনভঙ্গিও ছিলেন। নিজ উম্মতের প্রতি পরিপূর্ণ দয়া, কোমলতা ও রহমত প্রদর্শনের গুণে সুসজ্জিত ছিলেন। তাঁরা সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন বংশের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে চূড়ান্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ তাঁর রেসালাত কোথায় অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন।] সূরা আল-আন'আম: ১২৪।

হে মুসলিমগণ!

ইবাদত কবুলের মূল রহস্য হচ্ছে, আমলকে একমাত্র আল্লাহর জন্য করা ও নিয়তকে একনিষ্ঠ রাখা এবং নিয়তকে ত্রুটিমুক্ত রাখা। প্রেরিত রাসূলগণ ছিলেন মাবুদের জন্য তাদের ইখলাছ বাস্তবায়নের অধিক প্রচেষ্টাকারী।

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।] সূরা আল-বাকারাহ: ১২৭।

দ্বীনের দায়ীদের হালাল মাল উপার্জন করা এবং সেগুলোকে সংশয় ও হারাম থেকে দূরে রাখা কবুলিয়্যাতের অধিক হকদার এবং অন্তরে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী। তাই নবীগণ পবিত্র উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। দাউদ আঃ নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন, যাকারিয়া আঃ কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন এবং সকল নবীই বকরী চরানোর কাজ করতেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًا ﴾

অর্থ: [হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকাজ করুন।] সূরা আল-মুমিনুন: ৫১।

হে মুসলিমগণ!

ভাল কথা, কাজ ও আচরণ ছিল নবী-রাসূলদের হেদায়াত। তারা যা প্রণয়ন করেছেন তা-ই আখলাক ও আমল পরিমাপের পাল্লা। তারাই সবচেয়ে স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ ছিলেন, ছিলেন অধিক বুঝদার ও ব্যাপক সহনশীলতার অধিকারী। তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশংসনীয়, আচরণ ছিল সর্বোন্নত। তাঁরা ছিলেন পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আল্লাহ তায়ালা

ইয়াহয়া আঃ সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾

অর্থ: [আর তিনি ছিলেন পিতামাতার প্রতি সদাচারী এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য।] সূরা মারইয়াম: ১৪। ইসমাঈল ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যবাদী:

﴿ وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ﴾

অর্থ: [আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।] সূরা মারইয়াম: ৫৪।

ইবরাহীম আ: ছিলেন ধৈর্যশীল ও ধীরস্থিরতা অবলম্বনকারী:

﴿ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٞ مُّنِيبٞ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, কোমল হৃদয়, সর্বদা আল্লাহ অভিমুখী।] সূরা হুদ: ৭৫।

তাঁদের এ গুণাবলী বদান্যতা ও দানশীলতায় ছিল সমৃদ্ধ। ইবরাহীম আঃ চুপিসারে পরিবারের কাছে গিয়ে একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর ভুনা করে তিনজন মেহমানের সামনে পরিবেশন করলেন। জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাঃ-এর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী এক পাল ছাগল দান করলেন।

তাঁরা নিষ্কলুষ চরিত্র ও সততার অধিকারী ছিলেন:

﴿ وَلَقَدۡ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَ ﴾

অর্থ: [আমি (মিসরের রাণী) তো তার (ইউসুফ) থেকে অসৎকাজ কামনা করেছি, কিন্তু তিনি নিজেকে পবিত্র রেখেছেন।] সূরা ইউসুফ: ৩২। তাঁরা ভাল কাজের সংরক্ষণকারী ও অন্যের সৎকাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদানকারী ছিলেন:

﴿مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَ﴾

অর্থ: [আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন।] সূরা ইউসুফ: ২৩।

তাঁরা ভুলকারীকে মার্জনা করতেন এবং অন্যায়কারীকেও ক্ষমা করে

দিতেন:

﴿ لَا تَثۡرِيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَۖ يَغۡفِرُ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾

অর্থ: [আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ভর্ৎসনা নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।] সূরা ইউসুফ: ৯২।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সাঃ কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বললেন: ((**যাও, তোমরা মুক্ত।**)) পরিপূর্ণ বিবেক, বুঝ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে অনন্য করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا ﴾

অর্থ: [অতঃপর আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৭৯।

তাঁরা সবচেয়ে বিনয়ী ছিলেন। শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাঃ নিজ হাতে বকরীর দুধ দু'হাতেন, নিজের কাজ নিজেই করতেন ও নিজের জুতা মেরামত করতেন।

হে মুসলিমগণ!

ধৈর্য ব্যতীত জান্নাত অর্জন করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾

অর্থ: [আর এটি শুধু তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যশীল।] সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: ৩৫।

একের পর এক বিপদ ও কঠিন মুহূর্তের সময়ই মানুষের বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয় ও তার ঈমান পরিস্কার হয়। নবীগণ বিরোধীদের দ্বারা অনেক জ্বালাতন ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁদেরকে অপদস্ত করেছে, হুমকি দিয়েছে, আঘাত করেছে এবং সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে।

প্রায় সাড়ে নয়শত পঞ্চাশ বছর দীর্ঘ সময় ধরে নূহ আঃ ও তার জাতির মাঝে (দ্বীন নিয়ে) কলহ-বিবাদ লেগে ছিল। লূত আঃ-কে এমন জাতির কাছে প্রেরণ করা হয় যারা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল, সঙ্গীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত, আড্ডাখানায় পাপকর্ম করত এবং সঙ্গীদের সামনে কোন প্রকার লজ্জাবোধ করত না। ধৈর্য্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন, আইয়ূব আঃ। তিনি শারীরিকভাবে বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁর ব্যাধি দীর্ঘ হয় এমন সঙ্গীরা

তাকে ছেড়ে চলে যায়, স্বজনরা দুর্ব্যবহার কওে, তখন তিনি আরো বেশি ধৈর্য ধারণ করেন, আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করেন এবং তাঁর কাছে উত্তম প্রতিদানের আশায় থাকেন।

আমাদের নবী সাঃ-কে তারা উহুদের যুদ্ধে কাফেররা রক্তাক্ত করেছিল, তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল। জীবদ্দশাতেই রাসূল সাঃ-এর ছয়জন সন্তান মারা যান। ফলে তাঁর হৃদয় চিন্তিত ও ব্যথিত হয়েছে এবং দু'চোখ অশ্রু ঝড়িয়েছে। নবী-রাসূলদের মধ্যে কেউ কেউ কাফেরদের দ্বারা শহীদও হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾

অর্থ: [আর তারা অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত।] সূরা আলে ইমরান: ১১২।

নবীগণ সবচেয়ে বেশি বলা-মসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁরাই সবচেয়ে বেশী ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। নবী সাঃ বলেন: ((**মানব জাতির মধ্যে নবীগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তারপর ঈমানের দিক দিয়ে তাঁদের নিকটবর্তীগণ।**)) (সুনানে নাসায়ী)

হে মুসলিমগণ!

বান্দা যখন যথার্থভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করবে ও বিষয়টি তাঁর উপর ন্যস্ত করবে এবং উপায় অবলম্বনে ত্রুটি করবে না, তখন আসমান থেকে সমাধান চলে আসবে। ইবরাহীম খলীল আঃ-কে ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লায় বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি শুধু এ কথাই বলেছিলেন,:

﴿حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ﴾

অর্থ: [আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।] সূরা আলে ইমরান: ১৭৩। তখন আগুনকে আল্লাহ তায়ালা ঠান্ডা ও আরামদায়ক করলেন।

রাসূল সাঃ-কে শত্রুদের আধিক্যতা ও তাদের একতাবদ্ধতার মাধ্যমে আতঙ্কিত করা হয়। তখন তিনিও বলেছেন: ((**আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।**)) ফলে আল্লাহ তাদের একতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং ষড়যন্ত্র বিনষ্ট করে দেন।

দোয়ার মাধ্যমে দুর্বল শক্তিশালী হয়, চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি আনন্দিত হয় ও

উত্তরণের পথ বেরিয়ে আসে। আইয়ুব আঃ পালনকর্তাকে ডেকে বললেন:

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾

অর্থ: [আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৩। ফলে রব তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন, তাঁকে রোগ থেকে মুক্ত করে তার পরিবার ফিরিয়ে দিলেন, সেই সাথে পরিবারের আরো সদস্য বৃদ্ধি করে দিলেন।

যাকারিয়া আঃ বৃদ্ধ বয়সে জীবন সায়াহ্নে এসে রবকে ডেকে বললেন:

﴿ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ﴾

অর্থ: [হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখে দিবেন না, আপনি তো শ্রেষ্ঠ ওয়ারিশ।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৯। ফলে পালনকর্তা ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাকে ইয়াহয়া আঃ নামক একজন সন্তান দান করলেন, আর এ জন্য তাঁর স্ত্রীকে উপযোগী করে দিলেন।

হে মুসলিমগণ!

সন্তানরা সৎ হলে সৌভাগ্যের পূর্ণতা অর্জন হয়। কারণ এদের মাধ্যমেই বংশ টিকে থাকবে এবং এরাই পরবর্তী প্রজন্ম। রাসূলগণ নানাবিধ যন্ত্রণা-কষ্ট সহ্য করেছেন। স্বজাতীর দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও পরিবার সংশোধনের গুরুত্ব থেকে পিছপা হননি। ইবরাহীম আঃ ছেলে ইসমাঈলকে তার সাথে বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপনের জন্য আহ্বান করেন। ইসমাঈল আঃ তার পরিবারকে সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করতেন। যাকারিয়া আঃ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আগ্রহ ও ভয়ের সাথে রবকে ডাকত এবং তাঁরা ছিলেন বিনয়ী।

আল্লাহর বান্দাগণ!

বেশি বেশি ইবাদত সততার সাথে আল্লাহর অভিমুখী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ইবরাহীম আঃ ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত। দাউদ আঃ একদিন পরপর সিয়াম পালন করতেন। আমাদের নবী সাঃ রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, এমনকি তার দু'পা ফুলে যেত।

অতএব মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে, তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করা, তাঁদের মত ধৈর্য ধারণ করা এবং তাঁদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে গুণান্বিত করা, যাতে সে তাদের কাফেলায় যুক্ত হতে পারে। আল্লাহ বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ﴾

অর্থ: [এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন। কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন।] সূরা আল-আন'আম: ৯০।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم

مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ﴾

অর্থ: [আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তাঁরা সঙ্গী হিসেব কতই না উত্তম!] সূরা আন-নিসা: ৬৯।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريك له، له الحمدُ في الآخرة والأُولى، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، المبعوثُ بالرَّحْمةِ والهدى، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحبه ومَنْ سار على هديهِم واقتفى.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

আসমানী রেসালাতের মূলকথা হল, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করা যার কোন শরীক নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য যাদের উপাসনা করা হয় তা পরিত্যাগ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴾

অর্থ: [আর আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।] সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫।

নবীগণকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদার উপরে উঠানো যাবে না এবং তাঁদের প্রকৃত মর্যাদার নীচেও নামানো যাবে না। তাঁরা আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বান্দা। তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না এবং তাঁদের কোন রকম উপাসনা করা যাবে না। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁদেরকে ডাকা যাবে না, তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না, তাঁদের নামে নযর-মানত বা পশু জবাই করা যাবে না, তাঁদের নামে শপথ করা যাবে না এবং তাঁদের কাছে রোগমুক্তি কামনা করা যাবে না।

মানুষ যেমন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়, তারা তেমন সম্মুখীন হন। মেহমানগণ যখন আহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকল তখন ইবরাহীম আঃ ভয় পেলেন। আর ((**একদা একজন নবী একটি গাছের নীচে উপস্থিত হলে, একটি পিঁপড়া তাঁকে দংশন করে।**)) (বুখারী ও মুসলিম।) সালাতে নবী সাঃএর ভুল হয়েছিল, তিনি বললেন, ((**আমিও একজন মানুষ, ভুলে যাই যেমনভাবে তোমরা ভুলে যাও। আমি যখন ভুলে যাব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।**)) (বুখারী ও মুসলিম।) তাঁরা পানাহার করেন, ক্ষুধার্ত হন, চিন্তিত হন, কাঁদেন, অসুস্থ হন ও মৃত্যু বরণ করেন। নবীদের পিতা আঃ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ * وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ * وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ ﴾

অর্থ: [আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান। রোগাক্রান্ত হলে

তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন।] সূরা আশ-শুআ'রা: ৭৯-৮১।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ তার কন্যাকে বলেন: ((**হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর পাকড়াও থেকে আমি তোমার কোন উপকারে আসব না।**)) (সহীহ বুখারী)

সুতরাং কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সকল বিষয় শুধু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি দেন ও বঞ্চিত করেন, জীবন ও মৃত্যু দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ
يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহ যদি আপনাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি আল্লাহ আপনার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই। বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার কাছে সেটা পৌঁছান। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিব দয়ালু।] সূরা ইউনুস: ১০৭।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

নবী সাঃ এর অধিকার[১]

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলুন। সঠিক পথের অনুসরণে রয়েছে সুখ-সমৃদ্ধি, আর প্রবৃত্তির অনুসরণে রয়েছে দুর্ভাগ্য।

হে মুসলিমগণ!

বান্দাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজি বিশাল। অন্যতম বড় নেয়ামত হচ্ছে, তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর পরিচয় বর্ণনাকারী এবং তাঁর একত্বের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে। তারাই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর ও বান্দাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী এবং তাঁর ও বান্দাদের মাঝে দূত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ﴾

অর্থ: [আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।] সূরা আন-নাহল: ৩৬।

নবী-রাসূল ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভের কোন পন্থা নেই। ভাল ও মন্দ বিস্তারিতভাবে জানার কোন পথ নেই। তাদের পথ ছাড়া কোনভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((বান্দাদের জন্য রেসালাত অতীব জরুরী বিষয়। তাদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অন্য যেকোন জিনিসের চেয়ে বেশী। রেসালাত হল জগতের আত্মা, পৃথিবীর আলোকবর্তিকা ও বিশ্ব জাহানের প্রাণ। রাসূলগণের কর্ম-প্রভাব যতদিন জগতবাসীর মাঝে বিদ্যমান থাকবে ততদিন জগতবাসী বিদ্যমান থাকবে। কাজেই যখনই তাদের প্রভাব পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে

(১) ৩ রা রবিউস সানী, ১৪৩৬ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

যাবে বা মুছে যাবে, তখনই আল্লাহ তায়ালা ঊর্ধ্ব জগত ও অধঃজগতকে ধ্বংস করে কেয়ামত সংঘটিত করবেন।))

সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ। তাঁর কারণেই এ উম্মতের এত সম্মান ও মর্যাদা। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((এই উম্মত কল্যাণের পথে অগ্রগামীতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর কারণে।)) তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই অন্যান্য নবীদের সাহাবীদের তুলনায় তাঁর সাহাবীগণ সেরা এবং তাঁর যুগটিও সেরা। তার উম্মতের এত ফজিলত, এমনকি আল্লাহর অনুগ্রহে কেয়ামতের দিনে রাসূলদের মধ্যে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশেষভাবে চয়ন করেছেন, তিনি আদম সন্তানদের সর্দার। সৃষ্টিকুলের উপর আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন, তিনিই তাদের মধ্যে সেরা। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাঈলের বংশ হতে কিনানাহ গোত্রকে বাছাই করেছেন, আর কিনানাহ গোত্র হতে কুরাইশকে বাছাই করেছেন, আবার কুরাইশদের মধ্য হতে বনী হাশিমকে বাছাই করেছেন, আর বনী হাশেম থেকে আমাকে চয়ন করেছেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তাঁকে করেছেন মর্যাদাসম্পন্ন, তাই শপথ করেছেন তাঁর বয়সের । তিনি কুরআনে অন্যান্য নবীদেরকে যেভাবে নামধরে ডেকেছেন, সেভাবে নবী মুহাম্মাদকে তাঁর নাম ধরে না ডেকে হে নবী বা হে রাসূল বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তাঁর বক্ষকে প্রসারিত করেছেন, তাঁর ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন, তাঁর স্মরণকে করেছেন সমুন্নত। নবীদের নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۚ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ﴾

অর্থ: [আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের নিকট থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি, তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার সাথে তোমরা কি অংগীকার করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম।] সূরা

আলে ইমরান: ৮১।

ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((তিনিই ইমামে আ'জম/মহান নেতা, তিনি যে যুগেই প্রকাশ পাবেন, তাঁর অনুসরণ করা আবশ্যক। তিনি সকল নবীর সামনে অগ্রগামী থাকবেন। তাই তো তিনি মেরাজের রজনীতে তাঁদের ইমাম ছিলেন, যখন তাঁরা বাইতুল মাকদাসে একত্রিত হয়েছিলেন।))

তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবুওয়ত ও রেসালাতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾

অর্থ: [মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।] সূরা আল-আহযাব: ৪০। তাঁর দ্বারা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾

অর্থ: [আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।] সূরা আল-মায়েদাহ: ৩।

তাঁকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নিদর্শন দিয়ে সাহায্য করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাযিল করেছেন, তার দ্বীনকে সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁকে মহব্বত করা ও স্বীকৃতি দেয়া দ্বীনের একটি মূলনীতি। আল্লাহর একত্বের শাহাদাতের সাথে তাঁর রেসালাতের শাহাদাত বা সাক্ষ্য দেয়াকে আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তাঁকে আরব-অনারব, মানুষ-জিন সকলের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

অর্থ: [বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৮।

আল্লাহ তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, ফলে তারা তার রেসালাতের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি হচ্ছেন মুমিনদের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ﴾

অর্থ: [আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তিনি তাদের জন্য রহমত স্বরূপ।] সূরা আত-তাওবাহ: ৬১। তিনি এমন কোন কল্যাণ নেই যার নির্দেশনা তিনি উম্মতকে দেননি। এমন কোন অকল্যাণ নেই যা থেকে তিনি তাদেরকে সতর্ক করেননি। রাসূল সাঃ বলেন: ((**আমার নিকট কোন কল্যাণ থাকলে তোমাদেরকে না দিয়ে কখনো তা জমা রাখি না।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

যে ব্যক্তি নবী সাঃ এর উপর ঈমান আনে না ও তাঁকে অনুসরণ করে না, তাকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَعِيرًا﴾

অর্থ: [আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, তবে নিশ্চয় আমি কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।] সূরা আল-ফাত্হ: ১৩।

আহলে কিতাবদের উপরও ওয়াজিব হল তাঁর উপর ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করা। নবী সাঃ বলেন: ((**শপথ ঐ সত্ত্বার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এই উম্মতের যে কেউ -ইহুদী হোক বা খ্রিষ্টান- আমার কথা শুনবে, অতঃপর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনেই মৃত্যু বরণ করবে, তাহলে সে জাহান্নামবাসী হবে।**)) (সহীহ মুসলিম)

নবী সাঃ-এর উপর ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করা সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য। সর্বত্র ও সর্বকালে, রাতে ও দিনে, সফরে ও গৃহে, প্রকাশ্যে ও গোপনে, জামাতবদ্ধভাবে ও একাকী সর্বক্ষেত্রে তাঁকে মেনে চলতে হবে। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((পানাহারের চেয়েও তাঁর আনুগত্য জরুরী, বরং শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়েও অধিক জরুরী। কেননা যখনই তারা আনুগত্য থেকে দূরে যাবে, তখনই জাহান্নাম হবে ঐ লোকের ঠিকানা যে রাসূল সাঃ-কে অস্বীকার করবে ও তাঁর অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।))

নবী সাঃ-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন। যা আমরা জানতাম না তা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾

অর্থ: [তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।] সূরা আল-জুমু'আহ: ২। ইমাম শাফেয়ী রহঃ বলেন: ((আমাদেরকে প্রকাশ বা গোপন যে নেয়ামতই স্পর্শ করেছে যা দ্বারা আমরা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন করেছি অথবা দ্বীন ও দুনিয়ার উভয়টি থেকে বা কোন একটি থেকে অকল্যাণকে দূর করা হয়েছে- তার কারণ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাঃ, তিনি এই কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী এবং সঠিক পথের নির্দেশক।))

নবী সাঃ-এর অনুসরণ ব্যতীত তাঁর প্রতি বান্দার ঈমান সুনিশ্চিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾

অর্থ: যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করবে।] সূরা আন-নিসা: ৮০।

মহান আল্লাহ কুরআনের তিরিশ এর অধিক জায়গায় তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যকে একত্রিত করেছেন, তাঁর অবাধ্যতার সাথে রাসূলের অবাধ্যতাকে একত্রিত করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করে সে-ই বিজয় লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

অর্থ: [আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।] সূরা আল-আহযাব: ৭১।

তাকওয়ার সবচেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল, ইবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা এবং আনুগত্যে রাসূল সাঃ-কে একক সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾

অর্থ: [রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।] সূরা আল-হাশর: ৭। আর এতেই ব্যক্তির জীবন ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ ﴾

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও।] সূরা আল-আনফাল: ২৪। তাঁর বিরোধিতা করলে ফেতনায় নিপতিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

অর্থ: [কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, ফেতনা বা বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।] সূরা আন-নূর: ৬৩।

যে ব্যক্তি রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা অপদস্ত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡأَذَلِّينَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা আল-মুজাদালাহ: ২০। যে ব্যক্তি তাঁর সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার থেকে নবী সাঃ মুক্ত মর্মে হুমকি দিয়েছেন। রাসূল সাঃ বলেন: ((**যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

রাসূল সাঃ-এর অধিকার হচ্ছে, তাঁর অনুমোদিত পন্থা ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত না করা, মনগড়া ও বিদআতী পন্থায় নয় অথবা রাসূলের সুন্নাতের সাথে অন্যের মতের সংমিশ্রন করেও নয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তাহলে তা পরিত্যাজ্য হবে।**)) (সহীহ মুসলিম)

তাঁকে ভালবাসা দ্বীনের ওয়াজিব বিষয়। শুধু সাধারণ ভালবাসাই যথেষ্ট নয়, বরং সৃষ্টির সকলের চেয়ে এমনকি নিজের নফসের চেয়েও অধিক মহব্বত থাকা আবশ্যক। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।**)) (বুখারী ও মুসলিম।) এই ভালোবাসা ব্যতীত বান্দা ঈমানের স্বাদ পাবে না। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে, যার কাছে অন্যদের চেয়ে**

কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক প্রিয় হবে। কাউকে ভালবাসলে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে এবং কুফুরী থেকে আল্লাহ তাকে মুক্ত করার পর আবার সেই কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে সে এমনভাবে অপছন্দ করে যেমন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করাকে সে অপছন্দ করে।)) (বুখারী ও মুসলিম)

প্রকৃত সত্য ভালোবাসা প্রকাশ পায় আনুগত্যের মাঝে, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

অর্থ: [বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।] সূরা আলে ইমরান: ৩১। তাঁর প্রতি প্রকৃত মহব্বতকারী মানুষ পরকালে তাঁর সাথে অবস্থান করবে। হাদিসে এসেছে: জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাঃ-এর কাছে এসে বলল: ((হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মত কী যে কাউকে তার সাক্ষাত না পেয়েও ভালবাসে? তখন রাসূল সাঃ বললেন: **ব্যক্তি তার সাথে থাকবে যাকে সে ভালবাসে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁকে মহব্বত করার আলামত হচ্ছে, তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্যে অবিচল থাকা, সুন্নাতকে গ্রহণ করা, তাঁর শিক্ষা প্রচার করা, তাঁর আদেশকে সম্মান করা, তাঁর বন্ধুদেরকে ভালবাসা ও শত্রুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**দ্বীন মানেই কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের জন্য।**)) (সহীহ মুসলিম)

তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করা দ্বীনের অন্যতম ভিত্তি এবং তাঁকে প্রেরণের গুরুত্বপূর্ণ হিকমত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমি আপনাকে পেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।] সূরা আল-ফাত্হ: ৮-৯। ইমাম হুলাইমী রহঃ বলেন:

((রাসূল সাঃ-এর হক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বড় ও সম্মানজনক এবং আমাদের উপর অত্যাবশ্যক। প্রজাদের উপর রাজা এবং সন্তানের উপর বাবা-মায়ের অধিকারের চেয়ে আমাদের উপর তার অধিকার বেশি। কেননা পরকালে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং এ দুনিয়ায় তার কারণে তিনি আমাদের জান, মাল, দেহ, সম্মান, পরিবার ও সন্তানাদির সুরক্ষা দিয়েছেন। ফলে তিনি আমাদেরকে এমন আনুগত্যের দিকে আহবান করেছেন- আমরা যদি তা পালন করি তবে আমাদেরকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে নিয়ে যাবে।))

তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন: সাহাবাগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। উরওয়া বিন মাসউদ রাঃ বলেন, ((আল্লাহর কসম! অনেক রাজা-বাদশার দরবারে গিয়েছি। কাইসার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! কোন রাজাকে দেখিনি তার প্রজারা তাকে এতটা সমীহ করে, যতটা সমীহ করে মুহাম্মাদ সাঃ-এর সাহাবীরা মুহাম্মাদকে। তিনি যখন কথা বলেন, তারা একদম নিরব হয়ে যায়, এমনকি তাঁর সম্মানে তারা তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকায়ও না।)) (সহীহ বুখারী।)

সাহাবীগণ হচ্ছেন রাসূলের প্রতি সবচেয়ে অধিক ভালোবাসা পোষণকারী। আমর ইবনুল আস রাঃ বলেন: ((রাসূল সাঃ-এর চেয়ে কেউ আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন না এবং আমার চোখে তাঁর চেয়ে কেউ অধিক সম্মানিত ছিলেন না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আমাকে যদি তাঁর আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কেননা চোখ ভরে কখনই আমি তাঁর দিকে তাকাতে পারিনি।)) (সহীহ মুসলিম)

ন্যায়পরায়ণ কোন মানুষ যদি রাসূলের জীবন চরিত ও তার সুন্নাতকে জানবে অথবা শুনবে, তাহলে তাকে সম্মান না করে থাকতে পারবে না। খ্রিষ্টান রাজা-বাদশারা তাঁর কথা শুনে তাঁকে সম্মান করেছে। বাদশা হিরাক্লিয়াস বলেছিল: ((আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে আমি নিজ হাতে তাঁর পা দু'টি ধুয়ে দিতাম।)) (বুখারী ও মুসলিম।) ইবনে হাজার রহঃ বলেন: ((শুধুমাত্র তার দু'পা ধোয়ার কথা উল্লেখ করায় এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, তিনি যদি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতেন তবে তাঁর কাছে নিরাপত্তা, ক্ষমতা বা পদ-পদবী কিছুই চাইতেন না, বরং তাঁর নিকটে তা-ই কামনা করবেন যাতে রয়েছে বরকত।))

রাসূল সাঃ-এর প্রতি সর্বোচ্চ শিষ্টাচার হল: পরিপূর্ণরূপে তাঁর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা, তাঁর আদেশ মেনে নেয়া এবং তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন তা কবুল করা ও সত্যিকারভাবে গ্রহণ করা।

অনুরূপভাবে অন্যতম শিষ্টাচারিতা হচ্ছে: তাঁর কথার উপর আপত্তি না করা; বরং তাঁর কথার উপর মতামত প্রদানে আপত্তি করা, যুক্তি দিয়ে তাঁর কথার বিরোধিতা না করা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো মানার ক্ষেত্রে কারো অনুমোদনের অপেক্ষা না করা। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((অহীর সাথে যুক্তির তুলনা তেমনি, যেমন বিজ্ঞ আলেম মুফতীর সাথে অজ্ঞ মুকাল্লিদের তুলনা; বরং এর চেয়ে অনেক নিম্ন স্তরের।))

তাঁর অন্যতম বড় অধিকার হল: দাসত্ব ও রেসালাতের যে মর্যাদা পালনকর্তা তাঁকে দিয়েছেন, সে মর্যাদাই তাঁকে অধিষ্ঠিত রাখা। কাজেই তাঁকে উপাস্যের স্তরে উন্নীত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর ইবাদত যাবে না। অনুরূপভাবে তার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানে শিথীলতা করা যাবে না এবং তাঁর আনুগত্যও পরিত্যাগ করা যাবে না।

পরিশেষে হে মুসলিমগণ!

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর সত্য রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভালবাসেন এবং আমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে ভালবাসতে। রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে তাঁকে সত্যায়ন করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তাঁকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর শরীয়ত আকড়ে থাকতে আদেশ করেছেন। তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করতে আদেশ করেছেন। কোন ব্যক্তি কখনই তাঁর প্রতি ঈমান না এনে ও তাঁর আদর্শ না মেনে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতিব দয়ালু।] সূরা আত-তাওবাহ: ১২৮।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

বান্দার ইহ ও পরকালীন জীবনকে সংশোধনের জন্য রেসালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রেসালাতের অনুসরণ ব্যতীত যেমন পরকালে কল্যাণ নেই, তেমনি রেসালাতের অনুসরণ ব্যতীত দুনিয়ার জীবনেও কোন কল্যাণ নেই। কাজেই আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর অনুসরণেই রয়েছে সম্মান। ব্যক্তি যত বেশি নবী সাঃ-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী হবে, তার মর্যাদা ততই উন্নীত হবে।

যে ব্যক্তি নবী সাঃ এর প্রতি বা তাঁর আদর্শের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অপদস্ত করবেন ও লাঞ্ছিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।] সূরা আল-কাউসার: ৩। প্রত্যেক উম্মতই তাদের নবী ও নবীর সঙ্গীদেরকে সম্মান করে। আর এ উম্মতের বড় সম্মান হচ্ছে, নবীজী ও সাহাবীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা। এর মাধ্যমেই রয়েছে অন্যান্য উম্মতের উপর এ উম্মতের সমৃদ্ধি, সুখ ও অগ্রগতি নিহিত।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া প্রদান[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা সর্বোত্তম পাথেয় তা-ই যাতে তাকওয়া থাকে, আর সর্বোত্তম আমল তা যা মাওলার জন্য ইখলাসের সাথে করা হয়।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য এবং নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর আদেশসমূহ পালন করার জন্য। সৌভাগ্য লিখে রেখেছেন তাঁর আনুগত্যকারীদের জন্যই। তাঁর ইবাদত হল সুরক্ষিত একটি দূর্গের ন্যায়, যাতে কেউ প্রবেশ করলে নিরাপদে থাকবে। যে ইবাদত আদায় করবে সে নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইবাদত পুরাটাই কল্যাণময়, নেই তাতে কোন অকল্যাণ। মহান আল্লহ বলেন:

﴿ وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾

অর্থ: [তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হত?] সূরা আন-নিসা: ৩৯।

জগতের সকল কল্যাণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাঝেই নিহিত। যেসব ক্ষতি, বেদনা ও দুশ্চিন্তা বান্দাকে জর্জরিত করে, তা রাসূল সাঃ-এর বিরুদ্ধাচারণ করার কারণেই। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি পৃথিবীর মাঝে সংঘটিত অকল্যাণ সমূহ নিয়ে গবেষণা করবে, সে জানতে পারবে যে, পৃথিবীর প্রতিটি অকল্যাণের পিছনে কারণ হচ্ছে রাসূল সাঃ-এর বিরুদ্ধাচারণ ও তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া।))

বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম রহমত হচ্ছে, তিনি তাদেরকে তাঁর

(১) ২৪শে রবিউল আউয়াল, ১৪৩৫ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

আহ্বানে সাড়া প্রদান করতে আদেশ করেছেন, যেন তারা কল্যাণ লাভ করতে পারে। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিন আসার আগে, যা অপ্রতিরোধ্য।] সূরা আশ-শুরা: ৪৭। ফলে সফলকাম হয়েছেন মুমিনগণ যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴾

অর্থ: [যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।] সূরা আন-নূর: ৫১। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে উজ্জীবিত করেছেন ও সমুন্নত করেছেন তাদের মর্যাদা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ ﴾

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও।] সূরা আল-আনফাল: ২৪।

যে ব্যক্তি তার রবের আনুগত্যের উদ্যোগ নেয়, তিনি তার হেদায়াতকে বৃদ্ধি করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ ﴾

অর্থ: [আর যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হেদায়াত আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাকওয়া প্রদান করেন।] সূরা মুহাম্মাদ: ১৭।

শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((ব্যক্তি যত বেশি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী হবে, সে তত বেশি আল্লাহর একত্ববাদী ও তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ হবে। আর যখন সে তাঁর অনুসরণ থেকে দূরে থাকবে,

তখন এর আনুপাতিক হিসাবে তার দ্বীনদারিতায় ঘাটতি আসবে।))

যে ব্যক্তি পালনকর্তার ডাকে সাড়া দেয়, তার দোয়া কবুল হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَيَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضۡلِهِۦۚ ﴾

অর্থ: [আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন।] সূরা আশ-শুরা: ২৬। অর্থাৎ তার দোয়া কবুল করেন, তাকে আল্লাহ ভালবাসেন, দয়া করেন ও জান্নাতে দাখিল করবেন। আল্লাহ বলেন:

﴿لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلۡحُسۡنَىٰۖ﴾

অর্থ: [যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।] সূরা আর-রাদ: ১৮। অর্থাৎ: জান্নাত।

আর রাসূলগণ (আ.)ও আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারে অগ্রগামী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম আঃ-কে বললেন:

﴿أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থ: [পালনকর্তা তাঁকে বললেন, আত্মসমর্পণ করুন, তিনি বলেছিলেন, আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৩১। আল্লাহ তাঁকে আদেশ করলেন একমাত্র সন্তানকে নিজ হাতে কুরবানী করতে, তিনি যখন তাকে একপাশে শুয়ালেন, তখন সন্তান ইসামাঈল আঃ বললেন:

﴿قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾

অর্থ: [হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।] সূরা আস-সাফফাত: ১০২। আর মুসা আঃ রবকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন:

﴿ وَعَجِلۡتُ إِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضَىٰ ﴾

অর্থ: [আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চলে আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এ জন্য।] সূরা ত্বা-হা: ৮৪।

আল্লাহ তায়ালা সকল নবীদের থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, যদি তাদের মাঝে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা

সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁকে সমর্থন করবে। তখন তারা বলেছিলেন: [আমরা স্বীকার করলাম।]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে বললেন:

﴿ قُمۡ فَأَنذِرۡ ﴾

অর্থ: [উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন।] সূরা আল-মুদ্দাসসির: ২। তারপর তিনি মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি তাকে আরো বললেন:

﴿ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴾

অর্থ: [তুমি রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া।] সূরা আল-মুযযাম্মিল: ২। তারপর তিনি রাত জেগে সালাত আদায় করতেন, এমনকি তাঁর দু'পা ফুলে যেত।

ঈসা আঃ-এর সহচরগণও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ঈসা আঃ বললেন:

﴿ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।] সূরা আলে ইমরান: ৫২।

জিন জাতিও পরস্পরকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে উৎসাহিত করে বলেছিল:

﴿ يَٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُجِرۡكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি তোমরা সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন, তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।] সূরা আল-আহকাফ: ৩১।

সাহাবায়ে কেরাম সহচর্য, ইখলাছ এবং আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ায় অগ্রগামী হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। ফলে আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাদেরকে কা'বামুখী হওয়ার আদেশ করা হলে সালাতরত অবস্থায় তা শুনতে পান, তখনি তারা সাথে সাথে তাদের চেহারাকে

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বামুখী করে নেন। এ আদেশ পালনে তারা পরবর্তী সালাত পর্যন্ত বিলম্ব করেননি।

নবী সাঃ দান-সদকা করতে আহ্বান করলে সাথে সাথে তারা শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করেন। তখন উমার বিন খাত্তাব রাঃ তার সম্পদের অর্ধেক দান করেন। আর আবু বকর সিদ্দীক রাঃ তার সমুদয় সম্পদ দান করে দেন। একদিন রাসূল সাঃ বললেন: ((**যে ব্যক্তি তাবুকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। তখন উসমান রাঃ তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।**)) (সহীহ বুখারী।)

আল্লাহ তায়ালার এ বাণী যখন নাযিল হল:

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

অর্থ: [তোমাদের ভালবাসার বস্তু (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না।] সূরা আলে ইমরান: ৯২। তখন আবু তালহা রাঃ নবী সাঃ-এর কাছে এসে বললেন: ((হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদের মধ্যে বায়রুহা নামক স্থানের বাগানটি সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকা করে দিলাম।)) (সহীহ বুখারী।)

তরুণ সাহাবীদের নিকটে কিয়ামুল্লাইলের ফজিলতের বিষয়ে রাসূল সাঃ-এর ইশারাতেই তারা রাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। তরুণ আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ-কে রাসূল সাঃ বললেন: ((**আব্দুল্লাহ লোকটি কতই না ভাল, যদি সে রাতে সালাত আদায় করত!**তখন থেকে তিনি রাতে অল্প সময় ছাড়া ঘুমাতেন না।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সাহাবীগণ জান-মাল নিয়ে নবী সাঃ-এর খেদমতে হাজির হত। (বদরের যুদ্ধে) মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাঃ নবী সাঃ-এর নিকটে আগমণ করলেন, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন। মিকদাদ বলেন: ((মুসা আঃ-এর সম্প্রদায় যেমন বলেছিল আমরা তেমনটি বলব না: মুসার সম্প্রদায় বলেছিল:

﴿فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ﴾

[তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকব।]সূরা আল-মায়েদা: ২৪। বরং আমরা আপনার ডানে ও বামে, সামনে ও পেছনে থেকে যুদ্ধ করব। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: তারপর আমি দেখলাম

নবী সাঃ-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে এবং তার কথায় তিনি খুশি হয়েছেন)) (বুখারী ও মুসলিম।)

নবী সাঃ সাহাবীদেরকে কোন কথা বা কাজ বারণ করলে তারা সংযত হয়ে যেতেন। তারা তাঁকে সম্মান করে কখনো ঐ রকম কর্মে পুনরায় লিপ্ত হতেন না। জাহেলী যুগে তারা বাপ-দাদার নামে শপথ করত এবং এতে অভ্যস্ত ছিল। তখন নবী সাঃ বললেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন।** উমর রাঃ বলেন: আল্লাহর কসম! নবী সাঃ-কে যখন থেকে নিষেধ করতে শুনেছি, তখন থেকে আর এসব নামে আমি শপথ করিনি, মনে থাকা অবস্থায়ও না, অন্যের কথা উদ্ধৃত করেও না অর্থাৎ: অন্যের কথা থেকে এ শব্দটি নকল করেও না।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা একবার খাবার রান্না করলেন, কিন্তু কেবলমাত্র নবী সাঃ-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে ঐ খাদ্য বর্জন করলেন। খায়বারের যুদ্ধের দিনে গৃহপালিত গাধার মাংস বৈধ ছিল, তাই তারা সেটা রান্না করেন। ঠিক এমন সময় রাসূল সাঃ-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসল, ((**নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার মাংস খেতে বারণ করেছেন, কেননা এটা অপবিত্র - শয়তানের কাজ-**। আনাস রাঃ বলেন, তারপর পাতিলসমূহ উল্টিয়ে ফেলা হয়, অথচ তাতে মাংস টগবগ করে ফুটছিল।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

ইসলামের প্রথম যুগে মদের অনুমোদন ছিল। রাস্তায় এক ব্যক্তির মাধ্যমে তারা শুনতে পেলেন মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সাথে সাথেই তারা মদ ঢেলে ফেলে দেন। আবু নুমান রাঃ বলেন: ((আবু তালহার বাড়িতে আমি লোকজনকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখন মদ হারাম হওয়ার আদেশ নাযিল হলে একজন লোক ঘোষণা দিতে থাকেন। তখন আবু তালহা বলেন: বের হয়ে দেখ কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে? তিনি বলেন, তারপর আমি বের হয়ে দেখে এসে বললাম: এটা একজন লোক ঘোষণা দিচ্ছে যে, 'সাবধান, নিশ্চয় মদ হারাম হয়ে গেছে'। তারপর আবু তালহা আমাকে বললেন: যাও, সব মদ ঢেলে ফেলে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: তারপর মদিনার অলিগলিতে মদের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল।)) (বুখারী ও মুসলিম।) অন্য বর্ণনায় এসেছে: ((ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে সংবাদ শোনার পর তারা আর এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেননি ও জিজ্ঞেসও করেননি।)) (সহীহ মুসলিম)

পোষাকের ব্যাপারেও তাঁরা নবী সাঃ এর অনুসরণ করতেন, অথচ তিনি এ

বিষয়ে কোন কথাই বলেননি। ইবনে উমর রাঃ বলেন: ((নবী সাঃ একটি সোনার আংটি বানালেন। তিনি সেটা ব্যবহারের সময় এর মোহর হাতের তালুর দিকে ঘুরিয়ে রাখতেন। দেখাদেখি লোকেরাও আংটি বানালো। তারপর নবী সাঃ একদিন মিম্বারে বসে তা খুলে ফেলেন এবং বলেন: **আমি এ আংটিটি ব্যবহার করতাম ও এর মোহর হাতের তালুর দিকে রাখতাম।** তারপর তিনি এটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, **আল্লাহর শপথ! আর কখনো আমি এটা ব্যবহার করব না।** তা দেখে লোকেরাও নিজেদের আংটি ছুড়ে ফেলে দিল।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ যখন রাসূল সাঃ-এর এই বাণী শুনলেন: "((**কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সংগত নয় যে, তার নিকটে অসিয়ত করার মত কিছু থাকা সত্ত্বেও অসিয়ত লিখিত না রেখে দু'রাত অতিবাহিত করা।**)) তখনই তিনি অসিয়ত লিখে রাখলেন। ইবনে উমর রাঃ বলেন: রাসূল সাঃ থেকে এ কথা শোনার পর এক রাতও আমার উপর অতিক্রম হয়নি যে, আমার অসিয়ত আমার কাছে লিখিত ছিল না।" (বুখারী ও মুসলিম।)

নবী সাঃ-এর অসিয়ত পালনার্থে অসংগত বিষয় থেকে তারা নিজের জিহ্বাকে হেফাযত রাখতে অগ্রণী ছিলেন। জাবের বিন সুলাইম রাঃ বলেন: ((আমি নবী সাঃ-এর কাছে এসে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি গ্রাম্য লোক, আমার মধ্যে বেদুঈন স্বভাব আছে, কাজেই আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন: **তুমি কাউকে গালিগালাজ করবে না।** জাবের বলেন: রাসূল সাঃ-এর এ কথার পর আমি আর কাউকে কোন গালি দেইনি, এমনকি কোন বকরী বা উটকেও না।)) (মুসনাদে আহমাদ।)

তারা ব্যস্ততা বা নিরব সকল অবস্থায় নবীর সাঃ আদেশ পালন করতেন। খায়বারের যুদ্ধে নবী সাঃ আলী রাঃ-এর হাতে পতাকা তুলে দেন এবং বলেন: ((**সামনে যেতে থাক, এদিক সেদিক তাকাবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করেন।** তারপর আলী রাঃ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু কোন দিকে তাকালেন না। তারপর চিৎকার দিয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! নবী সাঃ থেকে দূরে থাকার কারণে না তাকিয়েই উচ্চ স্বরে ডাকলেন, নবী সাঃ-এর আদেশ পালনার্থে তিনি এরূপ করলেন, কোন কথার কারণে আমি

লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করব?))[১] (সহীহ মুসলিম)

তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তারা তা থেকে দূরে থাকতেন, যদিও নিষেধকৃত বিষয়ে জড়িত হওয়াতে বাহ্যত মুসলিমদের বিজয় ছিল। আহযাবের যুদ্ধের দিনে নবী সাঃ হুযাইফা রাঃ-কে বললেন: **((হে হুযাইফা! তুমি উঠে যাও এবং আমাকে শত্রুদের সংবাদ এনে দাও। তবে তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না।** অর্থাৎ: তাদেরকে আতঙ্কিত করো না, তাতে তারা তোমাকে চিনে ফেলবে এবং আমাদের দিকে অগ্রসর হবে। তারপর হুযাইফা তাদের নিকটে এসে দেখলেন, মুশরিকদের সেনাপতি আবু সুফিয়ান তার অতি সন্নিকটে, আগুন দিয়ে তার পিঠে তা দিচ্ছে। অর্থাৎ: ঠান্ডা থেকে উষ্ণতা গ্রহণ করছে। তিনি বলেন: তখন আমি ধনুকে তীর সেট করে তা নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলাম, কিন্তু তখনই রাসূল সাঃ-এর এ কথা স্মরণ করলাম: 'তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না'। সে সময় আমি যদি তীর নিক্ষেপ করতাম তবে তীর নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ করত।)) (সহীহ মুসলিম)

ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তারা নবী সাঃ এর অনুসরণ করতেন। রাফে' বিন খাদিজ রাঃ বলেন: ((বাহ্যিকভাবে উপকার আছে এমন বিষয়েও রাসূল সাঃ আমাদেরকে বিষয়ে নিষেধ করতেন। আমরা সেটা মেনে নিতাম। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের উপকারিতা অনেক বেশি।)) (সহীহ মুসলিম)

মুসলিম রমণীরাও আল্লাহর আনুগত্যে অগ্রণী ছিলেন। হাজেরা আঃ পালনকর্তার উপর ভরসা করেছেন, স্বামীর আনুগত্য করেছেন এবং এমন নির্জন উপাত্যকায় থেকে গেছেন যেখানে না ছিল গাছ-গাছালি, না ছিল পানির ব্যবস্থা। তখন মক্কায় কেউ থাকত না। ফলে এমন বাহ্যিক পরিস্থিতিতে তার ও তার সন্তানের ধ্বংসই ছিল স্বাভাবিক। তিনি স্বামী ইবরাহীম আঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ((**আল্লাহই কি আপনাকে এ আদেশ করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন হাজেরা বললেন: তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।**)) (সহীহ বুখারী)

মহিলা সাহাবীদের জন্য পর্দার বিধান যখন ফরজ করা হয়, তখন তাদের

(১) নবী (সা.) বললেন, কালেমায়ে শাহাদতের কারণে তাদের বিরূদ্ধে লড়াই করবে। তারা যদি এই কালেমা পড়ে নেয়, তাহলে তারা নিজেদের জান ও মাল হেফাযত করে নিবে।

নিকটে হিজাবের জন্য তেমন কোন কাপড় ছিল না। তারপরও তারা দ্রুত আল্লাহর আদেশ পালনার্থে নিজ নিজ জামা ছিঁড়ে তা দ্বারা চেহারা আবৃত করেন। আয়েশা রাঃ বলেন: ((আল্লাহ তায়ালা প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহম করুন। যখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন:

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾

[তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে।] সূরা নূর: ৩১ তখন তারা নিজ চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমন্ডল আবৃত করলেন।)) (সহীহ বুখারী)

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণেই শাহাদাতাইনের বাস্তবায়ন ও পূর্ণ দাসত্ব রয়েছে। আপনার কর্ণকূহরে কোন আদেশ পৌঁছলে রবের ইবাদত পালনে খুশিমনে দ্রুত অগ্রসর হোন। আর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা আসে, তবে তাতে ক্ষতি রয়েছে এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তা থেকে বিরত হোন ও দূরে থাকুন।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴾

অর্থ: [আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য।] সূরা আন-নূর: ৫২।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

মানুষের মধ্যে তার জীবন পরিপূর্ণ যে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়। যে এর কিছু অংশ মিস করেছে সে তার জীবনের কিছু অংশই মিস করেছে। আর যে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় না, সে মূলত: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ডাকে সাড়া দেয়, তখন তিনি তাকে লাঞ্ছিত করেন।

অবাধ্যতা থেকে আল্লাহ সতর্ক করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

অর্থ: [কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।] সূরা আন-নূর: ৬৩।

আবু বকর রাঃ বলেন: ((রাসূল সাঃ যা কিছু আমল করতেন তা আমিও করব, কিছুই বাদ দিব না। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, যদি তার কোন আদেশ পরিত্যাগ করি, তাহলে আমি পথচ্যুত হয়ে যাব।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

নেকীর কাজে দ্বিধান্বিত হওয়া বা গড়িমসি করা পরিপূর্ণ আনুগত্যের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি নবী সাঃ-এর কথার উপর অন্যের কথাকে প্রাধান্য দেয় সে তার ডাকে সাড়া প্রদানকারী নয় । পরকালে মুহাম্মাদ সাঃ-এর উম্মত সকলেই ((**জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে জান্নাতে যেতে আস্বীকার করে সে ব্যতীত।** তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন: **যে আমার আনুগত্য করে সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করবে সে-ই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে।**)) (সহীহ বুখারী)

সত্যবিমুখ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করার জন্য পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে এবং দুনিয়া পরিপূর্ণ ও তার সমপরিমাণ সম্পদ বিনিময় হিসেবে দেয়ার আশা করবে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦٓ ﴾

অর্থ: [আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, যদি তারা পৃথিবীর সকল সম্পদ ও এর সমপরিমাণ আরো সম্পদের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তারা তা মুক্তিপণ স্বরূপ অবশ্যই দিয়ে দিত।] সূরা আর-রাদ: ১৮।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

আখেরাতের প্রতি ঈমান

কেয়ামতের আলামত[১]

الحمد لله مُعزِّ مَنْ أَطَاعَه واتَّقاه، ومُذِلِّ مَنْ أَضَاعَ أَمْرَه وعَصَاه، أَحْمَدُه على جزيلِ كَرَمِه وما أَوْلَاه، وأَشْكُرُه على آلائِهِ الجَسِيمَةِ وما أَسْدَاه.

وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، لا ربَّ لنا سواه ولا نعبد إلَّا إياه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه خيرُ عبدٍ اجتباه، وأفضلُ رسولٍ اصطفاه، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ كان هواه تبعاً لِهُداه.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং সুদৃঢ় রশির মাধ্যমে ইসলামকে আকড়ে ধরুন। জেনে রাখুন, আপনাদের পা জাহান্নামের আগুনের উপর স্থির থাকতে সক্ষম হবে না।

হে মুসলিমগণ!

আখেরাতের প্রতি এবং তাতে যে শান্তি ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনা ইসলামের একটি রূকন ও বিশাল ভিত্তি। কেয়ামাতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা কিছু আলামত প্রকাশ করবেন, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأۡتِيَهُم بَغۡتَةٗۖ فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ فَأَنَّىٰ لَهُمۡ إِذَا جَآءَتۡهُمۡ ذِكۡرَىٰهُمۡ ﴾

অর্থ: [সুতরাং তারা কি শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে, কেয়ামত তাদের কাছে এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! অতঃপর কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?] সূরা মুহাম্মাদ: ১৮।

রাসূল সাঃ কেয়ামতের বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিতেন। তিনি যখন কিয়ামতের কথা স্মরণ করতেন তখন তার দুই গাল লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর বেড়ে যেত এবং তার রাগ বেড়ে যেত। তিনি এমন ভাব প্রকাশ করে আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতেন।

সাহাবীগণ কেয়ামতের বিষয়টি পরস্পর পর্যালোচনা করতেন। হুযায়ফা

(১) ৩ রা যিলক্বদ, ১৪১৯ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

রাঃ বলেন: ((নবী সাঃ আমাদেরকে দেখলেন যে, আমরা আলাপ-আলোচনা করছি। তা দেখে তিনি বললেন: **তোমরা কী আলোচনা করছ?** তারা বললেন: আমরা কেয়ামতের কথা আলোচনা করছি।)) (সহীহ মুসলিম।) যখন নবী সাঃ বেশি বেশি কিয়ামতের কথা উল্লেখ করতেন এবং এটা ঘনিয়ে আসার বিভিন্ন আলামতের কথা উল্লেখ করতেন, তখন সাহাবীগণ তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করতেন।

কেয়ামতের বহু আলামত ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং নবী সাঃ যে ভবিষ্যতবাণী করেছেন তার অনেক কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতি দিনই এ বিষয়ে মুমিনদের ঈমান ও স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ ও তার সত্যতার আলামতসমূহ প্রকাশ পাচ্ছে যা মুসলিমদেরকে এই একনিষ্ঠ দ্বীনকে আঁকড়ে থাকাকে আবশ্যক করে- যাতে তারা মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত থাকে। কেয়ামত অতি সন্নিকটে, তার বহু আলামত ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ﴾

অর্থ: [কেয়ামত কাছাকাছি হয়েছে, আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।] সূরা আল-কামার: ১।

যখন কেয়ামতের বড় বড় আলামত প্রকাশ পাবে, তখন মালার সুতা ছিঁড়ে পুঁতিদানাগুলো যেমন একের পর এক বেরিয়ে আসে, তেমনি তা একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَآ أَمۡرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمۡحِ ٱلۡبَصَرِ أَوۡ هُوَ أَقۡرَبُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴾

অর্থ: [আর আসমানসমূহ ও জমিনের গায়েবী বিষয় আল্লাহরই অধিনে। আর কেয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়, অথবা তার থেকেও অধিক নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।] সূরা আন-নাহল: ৭৭।

নবী সাঃ বলেন: ((**দু'টি আলামতের একটি প্রকাশ পেলে, পরক্ষণেই অপরটিও দ্রুত প্রকাশ পাবে।**)) (সহীহ মুসলিম) মুসনাদে আহমাদে এসেছে: ((**আলামতসমূহ সুতায় সাঁরিবদ্ধভাবে বাঁধা পুঁথিদানার ন্যায়। যদি সুতাকে কেটে দেয়া হয় তখন সেগুলো একের পর এক বেরিয়ে পড়বে।**))

হে মুসলিমগণ!

কেয়ামতের একটি আলামত হল: মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাঃ-এর আগমণ। কেননা রাসূল সাঃ থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন: ((‘আমি ও কেয়ামত’ একসাথে প্রেরিত হয়েছি। অবস্থা এমন যে, যেন কেয়ামত আমার আগেই প্রকাশ পেয়ে যাবে।)) (মুসনাদে আহমাদ।)

আরেকটি আলামত হল, মুহাম্মাদ সাঃ-এর মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে সাহাবীদের চোখে দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কেয়ামতের অন্যতম আলামত হল, বড় বড় এমন কিছু ফেতনার আবির্ভাব হবে যখন হক ও বাতিল চেনা মুশকিল হয়ে যাবে। ঈমান দুদুল্যমান থাকবে, মানুষ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার উপর গড়াগড়ি করবে - অবস্থার পরিবর্তন ও শরীয়ত বিকৃতির কারণে- এবং বলবে: হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থানে থাকতাম! ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((অচিরেই তোমাদের উপর এমন সময় আসবে যখন তোমাদের কেউ যদি দেখে যে, ‘মৃত্যু’কে বিক্রি করা হচ্ছে; তখন সে তা-ই ক্রয় করবে।)) নবী সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চয় কেয়ামতের পূর্বে আঁধার রাতের ন্যায় অনেক ফেতনার আগমণ ঘটবে, তখন মানুষ মুমিন অবস্থায় সকালে উপনীত হবে, আর সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে। সে মুমিন অবস্থায় সন্ধ্যায় উপনীত হবে, আর সকালে কাফের হয়ে যাবে।**)) (মুসনাদে আহমাদ।)

এ উম্মতের শেষের দিকের লোকেরা নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের এ উম্মতের প্রথমাংশে তার কল্যাণ নিহিত এবং এর শেষ অংশে অচিরেই নানাবিধ বালা-মসিবত ও এমন সব বিষয়ের সম্মুখীন হবে, যা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। একের পর এক এমন এমন ফেতনা আসবে যে, একটি অপরটিকে হালকা প্রতিপন্ন করবে। ফেতনা এসে গেলে মুমিন বান্দা বলবে, এটাই আমার ধ্বংসের কারণ হবে। তারপর সেটা দূর হয়ে অপর ফেতনা আসলে মুমিন ব্যক্তিটি বলবে: এটাই তো সেটা** -যা আমাকে ধ্বংস করবে-। **অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে, তার নিকট মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে।**)) (সহীহ মুসলিম।)

হে মুসলিমগণ!

কেয়ামতের অন্যতম আলামত হল, বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া এবং পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে ভূমিধস, পশ্চিমপ্রান্তে ভূমিধস ও আরব উপদ্বীপে ভূমিধস হওয়া। হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, মানুষের হাতের লাঠির অগ্রভাগ ও জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে, তার অগোচরে তার পরিবার কী করেছে তা তার উরু তাকে জানিয়ে দিবে। আর পূর্বাহ্নে একটি প্রাণী বের হয়ে মানুষের সাথে এই কথা বলবে যে, নিশ্চয় মানুষ তাদের রবের নিদর্শনসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস করত না।

সময় খুব কাছাকাছি চলে আসবে। ফলে বছর হবে মাসের ন্যায়, মাস হবে সপ্তাহের ন্যায়, আর সপ্তাহ একদিনের ন্যায়, দিন এক ঘন্টার ন্যায়, আর ঘন্টা হবে একটি শুকনো খেজুর পাতা পুড়ানোর সময়ের মত। নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও পুরুষের সংখ্যা কমবে, এমনকি পঞ্চাশ জন নারীর বিপরীতে একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকবে। ইয়াজুজ ও মা'জুজের আবির্ভাব ঘটবে। যায়নাব বিনতে জাহশ রাঃ হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল সাঃ তার নিকটে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করলেন ও বলতে লাগলেন: ((**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা অতি সন্নিকটে। আজ ইয়াজুজ ও মা'জুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে, এ কথা বলে তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সাথে শাহাদাত আঙ্গুলের অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকার করে দেখান।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা-দিক্ষা/জ্ঞান হ্রাস পাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, এমনকি মানুষ ইসলামের ফরজ বিষয়ও জানবে না। নবী সাঃ বলেছেন: ((**ইসলাম মিটে যেতে থাকবে যেমনভ কাপড়ের উপর থেকে নকশা উঠে যায়। অবশেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না যে রোযা কী, নামাজ কী, কুরবানী কী। এক রাতে পৃথিবী থেকে আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। আর মানুষের মধ্যে একদল -বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা- অবশিষ্ট থাকবে, তারা বলবে: আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই" এ কালেমার অনুসারী পেয়েছি, কাজেই আমরাও তা বলতে থাকবো।**)) (মুস্তাদরাক হাকেম)

হারামকে তাচ্ছিল্য করা হবে, নিষিদ্ধ বস্তুকে হালকা মনে করা হবে। ফলে মদ পান করা হবে, যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, অন্তরে লোভ-লালসা ঢেলে দেয়া হবে এবং হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাবে। ((**এমনকি মানুষের উপর এমন দিনও**

আসবে যে, হত্যাকারী জানবে না কিসের জন্য সে হত্যা করছে। আর নিহিত ব্যক্তিও জানবে যে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে। **প্রশ্ন হলো: এটা কিভাবে হবে? তিনি বললেন:** ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামে যাবে।)) (সহীহ মুসলিম)

দুনিয়ার প্রতি মানুষ গ্রীবা প্রসারিত করে তাকাবে। তারা সুদীর্ঘ অট্টালিকা তৈরি করবে ও আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হবে। এই উম্মতের মাঝে শির্কী কর্মকান্ড চালু হবে এবং বহু গোত্র মুশরিকদের সাথে আঁতাত করবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার উম্মতের কিছু গোত্রের মানুষ মূর্তি পূজায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।)) (মুসনাদে আহমাদ)

যখন এ উম্মত দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে, ধর্মকে হারিয়ে ফেলবে এবং শরীয়তকে পরিত্যাগ করবে, তখনি তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং অহির পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে হেদায়াত খুঁজবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ব যুগের লোকদের রীতি-নীতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করবে।)) (সহীহ বুখারী)

ধোকা ও মিথ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। প্রায় ত্রিশ জনের মত মিথ্যাবাদী ভন্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে, তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নবী দাবী করবে।

মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলী ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন মানুষের আমানত যথাস্থানে পৌঁছানো হবে না। ((তখন বলা হবে: অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্থ লোক আছে। বলা হবে: লোকটি কতই না বিবেকবান, ভদ্র ও দৃঢ়চেতা মানুষ! অথচ তার অন্তরে সরষে দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে না।)) (বুখারী ও মুসলিম) আমানত বিনষ্ট হওয়ার আলামত হল: অযোগ্যদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা।

অনুরূপভাবে ((কেয়ামত হবে না যতক্ষণ মদিনা মুনাওয়ারা থেকে নিকৃষ্ট ময়লা (খারাপ লোকদেরকে) বিতাড়িত না করা হবে, যেভাবে হাপর দ্বারা লোহার মরিচা দূর করা হয়।)) আর মদিনা ছেড়ে মানুষ অন্যস্থানে চলে যাবে, অথচ তা উর্বর ((কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও। তখন কেবল হিংস্র পশু-পাখি সেখানে বসবাস করবে। অতঃপর মুযাইনাহ গোত্রের দু'জন রাখাল মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে উচ্চস্বরে নিজেদের মেষপাল হাঁকিয়ে। তারা এ স্থানকে -অর্থাৎ মদিনাকে- নির্জন দেখতে পাবে -অর্থাৎ সেখানে কাউকে পাবে না-।

অবশেষে তারা সানিয়্যাতুল বিদা নামক স্থানে পৌঁছে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।)) (বুখারী ও মুসলিম)

হে মুসলিমগণ!

আদম সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত অবধি দাজ্জালের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট ও বড় ফেতনাময় সৃষ্টি নেই। এমন কোন নবী নেই যিনি তার উম্মতকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেননি। নবী সাঃ প্রত্যেক সালাতে তার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। রাসূল সাঃ দাজ্জালের ব্যাপারে সাহাবীদের কাছে অনেক বেশি আলোচনা করতেন। নাওয়াস বিন সামআন রাঃ বলেন: ((এমনকি আমাদের ধারণা হল যে, সে হয়ত খেজুর বাগানের ঐপাশেই বিদ্যমান। একবার আমরা তাঁর নিকট গেলাম, তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জাল ভীতির প্রভাব লক্ষ্য করতে পেরে বললেন, **তোমাদের কী হয়েছে?** আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, আমাদের ধারণা হচ্ছিল সে হয়তো খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বললেন: **দাজ্জাল নয়, বরং তোমাদের ব্যাপারে অন্য কিছুর অধিক ভয় করছি। দাজ্জাল যদি আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে আসে, তাহলে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিপক্ষ হব। আমার অবর্তমানে যদি তার আগমণ ঘটে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার প্রতিপক্ষ হবে। আল্লাহই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে সহায়ক হবেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

দ্বীনের দৈন্যতা ও ইসলামী জ্ঞানের বিলুপ্তির সময় পূর্বদিক হতে পথভ্রষ্ট মসীহ দাজ্জাল বের হবে। তখন মানুষ ভয়ে পাহাড়ে পলায়ন করবে। সে পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকবে, কোন এলাকা বাদ রাখবে না, সবখানেই প্রবেশ করবেই। তবে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করা তার জন্য আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন। সে যখনই এ দুটোতে প্রবেশ করতে চাইবে, কোষমুক্ত তরবারী দ্বারা ফেরেশতা তাকে প্রতিহত করবে। তাছাড়া মক্কা ও মদিনার প্রত্যেক প্রবেশমুখে বহু ফেরেশতা পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে। মদিনা তিনবার প্রকম্পিত হবে, তখন এর ভিতরের সকল কাফের ও মুনাফেক বেরিয়ে যাবে। তারপর সে (মদিনার নিকটবর্তী) বালুময় লোনা ভূমিতে উপস্থিত করবে। নারীরা অধিকহারে তার কাছে হাযির হবে, এমনকি দাজ্জালের নিকট চলে যাবে এই ভয়ে মানুষ তার প্রিয়তমা স্ত্রী, মা, মেয়ে, বোন ও চাচীর নিকট গিয়ে

তাদেরকে বেঁধে রাখবে।

হে মুসলিমগণ!

নিশ্চয় দাজ্জালের ফেতনা হবে বিশাল বড়। তার সাথে থাকবে দুটি প্রবাহমান নহর। একটি দৃশ্যত ধবধবে সাদা পানির মত, আর অন্যটি দৃশ্যত লেলিহান আগুনের ন্যায়। নবী সাঃ বলেন: ((**যদি কেউ সুযোগ পায় তাহলে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত অগ্নি মনে হবে এবং সে যেন চুক্ষ বন্ধ করে রাখে, তারপর মাথা নত করে তা থেকে পানি পান করে, কেননা সেটাই ঠান্ডা পানি।**)) (সহীহ মুসলিম।) আর যেটাকে মানুষ পানি মনে করবে, মূলত সেটাই হবে প্রজ্জ্বলিত আগুন।

এই দাজ্জালের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন। দাজ্জালের পাশাপাশি তিনি ঐ সময়ে অলৌকিক দৃশ্যমান কিছু সৃষ্টি করবেন, দাজ্জালকে তিনি অনেক কিছুর উপর নিজস্ব কিছু ক্ষমতা প্রদান করবেন। যেমন কাউকে হত্যা করে তাকে জীবিত করা, জমিনের সৌন্দর্য্য উর্বরতার সাথে বিকশিত হওয়া। তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং দুটি নহর। মাটির নীচের গুপ্তধন তার পিছে পিছে চলবে। তার নির্দেশে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হবে। তার নির্দেশে ভূমি থেকে শষ্য উৎপাদন হবে। যে মানুষ তার ডাকে সাড়া দিবে না ও তার আদেশ প্রত্যাখ্যান করবে তাকে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও অভাবে জর্জরিত করে দিবে, তার গবাদি পশুর মৃত্যু, জান-মাল ও ফসল-ফলাদির ক্ষয়ক্ষতি হবে। এসবই আল্লাহর ক্ষমতাবলে ও তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হবে। তারপর আল্লাহ দাজ্জালকে অক্ষম করে দিবেন। ফলে ঐ ব্যক্তিকে আর হত্যা করতে পারবে না, যাকে সে হত্যা করে জীবিত করেছিল এবং অন্য কাউকেও হত্যা করতে পারবে না।

শেষ যামানায় তার দ্বারা মহান রব বান্দাদেরকে এভাবে পরীক্ষায় ফেলবেন। ফলে অনেকেই পথভ্রষ্ট হবে, আবার অনেকেই হেদায়াত লাভ করবে। সংশয়বাদীরা কুফরী করবে আর এতে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়ায় দাজ্জালের স্থায়িত্বকাল হবে চল্লিশ দিন। একটি দিন হবে এক বছরের সমান, আরেকটি দিন হবে এক মাসের সমান, আরেকটি দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে স্বাভাবিক দিনগুলোর মতই। ঝড়ের প্রবাহে মেঘমালার গতিতে সে পৃথিবী বিচরণ করবে।

দাজ্জালের গঠনগত বর্ণনা: সে লালবর্ণের মোটাতাজা একজন যুবক। তার

প্রশস্থ ললাট, চওড়া গলা যা একটু নোয়ানো থাকবে। ঘন কুঁকড়ানো চুল, চোখ টেঁরা, চোখ দেখতে ফুলে উঠা আঙ্গুরের মত। তার কোন সন্তান থাকবে না। তামিম দারী রাঃ তার বর্ণনা দিয়ে বলেন: ((এমন বিশালাকৃতি ও মজবুত গড়নের মানুষ আমি কখনো দিখিনি।)) রাসূল সাঃ তার বর্ণনা দিয়ে বলেন: ((**তার দু'চোখের উপর লেখা থাকবে 'কাফের' যা শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে।**)) (সহীহ মুসলিম।)

ইমাম ছাফ্ফারিনী রহঃ বলেন: ((প্রত্যেক আলেমের উচিত দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিসগুলো নারী, পুরুষ ও সন্তানদের কাছে প্রচার করা। বিশেষ করে এ যামানায় যখন নানাবিধ ফেতনা জেগে উঠেছে ও বিভিন্ন দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন এসব আলোচনা বেশী করা উচিত।

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় হল, ইসলামকে আঁকড়ে ধরা ও ঈমানের অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া, কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে আল্লাহর নাম ও সুন্দর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

মসীহ দাজ্জাল একজন মানুষ, সে পানাহার করবে। অথচ মহান আল্লাহ পানাহার করেন না। দাজ্জাল হবে টেঁরা, আর আমাদের রব এমন নন। মৃত্যুর আগে কেউ আল্লাহকে দেখতে পাবে না, পক্ষান্তরে মুমিন-কাফের সব মানুষই দাজ্জালকে দেখতে পাবে।

কাজেই আপনারা দাজ্জালের ফেতনা থেকে বেশি বেশি পানাহ/আশ্রয় কামনা করুন। কেউ দাজ্জালের সাক্ষাত পেলে সে যেন সূরা আল-কাহ্ফের প্রথমাংশ পাঠ করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে।**)) (সহীহ মুসলিম) অন্য বর্ণনায় এসেছে: ((**সূরা আল-কাহ্ফের শেষাংশ।**)) (সুনানে আবু দাউদ) দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনলে তার থেকে দূরে থাকবেন, কৌতুহল বশত: তার কাছে আসবেন না। কেননা এমনও হবে যে, কোন ব্যক্তি তার নিকট গমন করবে আর নিজেকে সে মুমিন মনে করবে, অথচ দাজ্জাল যেসব সংশয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে সে তার অনুসারী হয়ে পড়বে।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ ﴾

অর্থ: [মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।] সূরা আল-আম্বিয়া: ১।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله الذي يَذْكُرُ مَنْ ذَكَرَه، ويَزِيدُ مَنْ شَكَرَه، ويَتُوبُ على مَنْ تَابَ إليه واسْتَغْفَرَه، ويعذِّبُ مَنْ جَحَدَه وكَفَرَه، أَحْمَدُه على سَابغِ نِعَمَهُ، وأسْأَلُه المزيدَ مِنْ فَضْلِه.

وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له، أَمَرَ المؤمنين بِتَقْوَاه.

وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه أفضلُ الذَّاكرين وقُدْوَةُ الشَّاكِرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتَّابعين.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

শেষ যামানায় যখন দাজ্জালের অবির্ভাব ঘটবে তখন তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ফেতনা বেড়ে যাবে। অল্প সংখ্যক মুমিন এ সকল ফেতনা বান্দা নাজাত পাবে। ঐ সময় ঈসা বিন মারইয়াম আঃ দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সাদা বর্ণের একটি মিনারার উপর অবতরণ করবেন। মুমিন বান্দারা তার চারপাশে জড়ো হবেন। তারপর তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে পথভ্রষ্ট দাজ্জালের সন্ধানে বের হবেন। ঈসা আঃ এর আগমণের প্রক্কালে দাজ্জাল বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা দিবে। তখন ঈসা আঃ ফিলিস্তিনের বাবে লূদ নামক স্থানে গিয়ে তার নাগাল পেয়ে যাবেন। তাকে দেখে দাজ্জাল পানিতে লবণ যেমন গলে যায় তেমনি বিগলিত হতে থাকবে। তাকে উদ্দেশ্য করে ঈসা আঃ বলবেন: তোর উপর আমার একটি আঘাত আছে যা থেকে তোর বাঁচার উপায় নেই। তারপর ঈসা আঃ তাকে পাকড়াও করে বর্শা দিয়ে হত্যা করবেন। তার অনুসারীরা পরাজিত হবে এবং তার নিহত হবার মধ্য দিয়ে এই মহা ফেতনার অবসান ঘটবে। বস্তুত পূর্বের ও পরের সব ফয়সালা কেবল আল্লাহর হাতেই।

আল্লাহর বান্দাগণ!

দাজ্জাল নিহত হবার পর ঈসা আঃ এর যুগ হবে শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সুখময় জীবন যাপনের যুগ। আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা থেকে কোন কাঁচা পাকা ঘর বাদ যাবে না। তখন জমিনকে বলা হবে: তোমরা ফসল-ফলাদি উৎপন্ন কর, তোমরা বরকত বের কর। সেদিন একদল মানুষ মিলে বিশাল সাইজের একটি ডালিম ফল খাবে, এর খোসার নিচে তারা ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। গৃহপালিত পশুর ওলানের দুধে বরকত প্রদান করা হবে। ফলে

একটি বকরীর ওলানের দুধ একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। পৃথিবী জুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে। সিংহ ও উট, বাঘ ও গরু, নেকড়ে ও ছাগল একত্রে চড়ে বেড়াবে, এমনকি শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না।

ঈসা আঃ পৃথিবীতে সাত বছর থাকবেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক হতে ঠান্ডা বায়ূ প্রেরণ করবেন, সে সময় যার হৃদয়ে অণু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান রয়েছে, তাদের কেউ আর দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকবে না, সবাই মৃত্যু বরণ করবে।

কেয়ামত সংঘটিত হবে, তখন দুনিয়ায় আল্লাহকে ডাকার মত কেউ বেঁচে থাকবে না। সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয় হবে। এভাবে উদয় হতে দেখে মানুষজন সকলেই ঈমান আনবে। ((**আর এটাই হবে সেই সময়**

﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ﴾

[যেদিন কারো ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি। আনআম: ১৫৮)) আর প্রত্যেকের অন্তরে যা রয়েছে, দতার উপরই মোহর মেরে দেয়া হবে।

কেয়ামতের সর্বশেষ বড় আলামত এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রথম নিদর্শন হল: ইয়ামান থেকে বিশাল অগ্নিকুন্ড বের হওয়া, যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে অবস্থান ও রাত্রি যাপন করবে সেও সেখানে অবস্থান করবে ও রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল ও সন্ধ্যা করবে, এ অগ্নিও সেখানেই তাদের সাথে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হবে।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর অঙ্গিকার সত্য। কেয়ামত অবশ্যম্ভাবি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার সংবাদ দিচ্ছে। পৃথিবী শিঘ্রই বিদায় নিবে। কেয়ামত অতি নিকটবর্তী। কাজেই যে ব্যক্তি উদাসীন তার সময় তো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, পরিণামে তার আফসোস প্রবল হবে। সকল আশা-আকাঙ্খা গুটিয়ে ফেলা হবে, জীবনের আয়ু ফুরিয়ে যাবে। যার আকাঙ্খা দীর্ঘ হয় সে নেক আমল ভুলে থাকে, মৃত্যুর ব্যাপাওে বেখেয়াল থাকে। প্রত্যেক দিন প্রভাতের কিরণ আপনাকে আহবান করছে। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে পরকালের পাথেয় প্রস্তুত রাখে ও চির প্রস্থানের জন্য তৈরি থাকে। জনৈক মনীষী

বলেছেন: ((আমি অবাক হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে তার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে চিন্তিত হয়, অথচ নিজের আয়ু কমে যাওয়ার বিষয়ে দুশ্চিন্তা করে না।))

কাজেই ইবাদতে সাধনা করুন, ভুল-ত্রুটির জন্য কান্না করুন এবং শাস্তি থেকে পলায়ন করুন। বস্তুত তাওফীকপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি, যে তার কামনাকে চিরস্থায়ী ঠিকানা পরকালের দিকে ধাবিত করে এবং ক্ষণাস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। মুহাম্মাদ বিন সিরীন রহঃ এর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন। বলা হল: কী কারণে কাঁদছেন? তিনি বললেন: আমি কাঁদছি- বিগত দিনগুলোতে আমার উদাসীনতার জন্য, আর সুউচ্চ জান্নাতের জন্য আমার অল্প আমলের কারণে।))

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

মাসীহ দাজ্জাল[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। আর যে তাঁর কাছে আশ্রয় নেয় তাকে তিনি হেফাযত করেন ও রক্ষা করেন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে সর্বশেষ উম্মত হিসেবে পাঠিয়েছেন। এদের মাঝেই কেয়ামতের আলামতসমূহ প্রকাশ পাবে ও কেয়ামত সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহ কেয়ামত সন্নিকটে মর্মে সংবাদ জানিয়ে বলেন:

﴿ ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ﴾

অর্থ: [কেয়ামত কাছাকাছি হয়েছে, আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।] সূরা আল-কামার: ১। ((নবী সাঃ যখন কেয়ামতের কথা উল্লেখ করতেন তখন তার দু'চোখ লালবর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর উঁচু হত এবং ক্রোধ বেড়ে যেত। এমনকি মনে হত যেন তিনি শত্রু বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন: তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে।)) (সহীহ মুসলিম) মুশরিকরা রাসূল সাঃ-কে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বারবার জিজ্ঞেস করার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ বললেন:

﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَاۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّيۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَ ﴾

অর্থ: [তারা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে 'তা কখন ঘটবে?' বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবের নিকট। শুধু তিনিই যথাসময়ে তার প্রকাশ ঘটাবেন।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৭।

বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহর অন্যতম অনুগ্রহ হল: তিনি কেয়ামত

(১) ১২ই মহররম, ১৪৩৫ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

সংঘটিত হওয়ার কিছু আলামত সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ পালনকর্তার পথে ফিরে আসে। স্বয়ং আল্লাহই কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত সম্পর্কে বলেন:

﴿ فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأۡتِيَهُم بَغۡتَةٗۖ فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَا﴾

অর্থ: [সুতরাং তারা কি শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে, কেয়ামত তাদের কাছে এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে!] সূরা মুহাম্মাদ: ১৮। কেয়ামতের একটি বড় আলামত প্রকাশ পেলে অন্যটিও কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পাবে।

কেয়ামতের অন্যতম ভয়ানক আলামত হচ্ছে, দাজ্জাল। সকল নবীই তাঁদের উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। নবী সাঃ বলেন: ((**এমন কোন নবী নেই যে তার উম্মতকে সতর্ক করেননি। নূহ আঃ তার জাতিকে সতর্ক করেছেন এবং তার পরে আগত সকল নবীও**)) (সহীহ বুখারী) এ ব্যাপারে নবী মুহম্মাদ সাঃ উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন: ((**আমিও তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করছি।**)) (সহীহ বুখারী) রাসূল সাঃ নামাজের মাধ্যে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন এবং তার সাহাবীদেরকে আশ্রয় চাওয়া শিখাতেন, যেভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিখাতেন। তিনি তার সাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন ও ঐ বিষয়টি অচিরেই প্রকাশ পাবে মর্মে তাদেরকে খবর দিতেন। নাওয়াস বিন সাম'আন রাঃ বলেন: ((এমনকি আমাদের মনে হত যেন নিকটবর্তী খেজুর বাগানের পাশেই দাজ্জাল এসে হাযির হয়েছে।)) (সহীহ মুসলিম)

সালাফগণও বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে সচেতন করতে নির্দেশ দিতেন। ইমাম ছাফ্ফারিনী রহঃ বলেন: ((প্রত্যেক আলেমের উচিত দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিসগুলো নারী, পুরুষ ও সন্তানদের কাছে প্রচার করা। বিশেষ করে এ যামানায় যখন নানাবিধ ফেতনা জেগে উঠেছে ও বিভিন্ন দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সুন্নতের বহু নিদর্শন লোপ পাচ্ছে, তখন এ সম্পর্কে আলোচনা করা অধিক সংগত।))

বর্তমানে দাজ্জাল সমুদ্র তীরবর্তী কোন দ্বীপে জীবিত রয়েছে। মজবুতভাবে বাঁধা অবস্থায় আছে। দুই হাঁটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে লোহার শেকল দিয়ে মিলানো রয়েছে। তার আবির্ভাব আসন্ন, সে নিজের সম্পর্কে বলেছে: ((অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।))

(সহীহ মুসলিম)

তার আবির্ভাবের আলামত হল: হাওরান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী বাইসান নামক একটি এলাকার খেজুর বাগানে এক সময় ফল ধরবে না, অথচ তাতে খেজুর ধরত। ইয়াকুত আল হামাবী বলেন: ((আমি কয়েকবার বাগানটি দেখেছি, তবে সেখানে ফলবিহীন অনুর্বর দুটি খেজুর গাছ ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি।))

দাজ্জাল বের হওয়ার আরেকটি আলামত হল: তাবারিয়া নামক ছোট্ট জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যাওয়া। বর্তমানে এর পানি হ্রাস পেয়েছে এবং তা কম হতেই আছে।

আরেকটি আলামত হচ্ছে, শাম (সিরিয়ার) একটি এলাকা 'যাগার' নামক ঝর্ণার পানি শুকিয়ে যাওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের ঐ ঝর্ণার পানি ফসলের ক্ষেতে ব্যবহার করতে না পারা।

প্রথমে সে খোরাসানের ইস্পাহান নামক শহরের 'ইয়াহুদিয়া' নামক এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তার সাথে থাকবে সেখানকার প্রায় সত্তর হাজার ইহুদী এবং থাকবে অনেক প্রহরী ও বাহিনী ।

সে দেখতে হবে লালবর্ণের মোটাসোটা বিশাল দেহী এক যুবক। তার ললাল হবে প্রশস্থ, দেহ একটু নোয়ানো থাকবে। মাথার চুল ঘন কুঁকড়ানো, তার চোখ যেন ফুলে উঠা আঙ্গুরের মত, সুস্পষ্ট টেঁরা চোখ। তামিম দারী রাঃ তাকে দেখেছেন, তিনি বলেন: ((এমন বিশাল দেহী মানুষ আমি কখনো দেখিনি।)) সে হচ্ছে এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৃষ্টিজীব। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আদম সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত অবধি দাজ্জালের চেয়ে বড় কোন সৃষ্টি নেই।**)) (সহীহ মুসলিম)

নবী সাঃ তার বৈশিষ্টের বিবরণ দিয়েছেন, যেন তার আবির্ভাব ঘটলে মানুষ তাকে চিনতে পারে। সে দাজ্জাল, সে বিশ্বপ্রভু নয় যেমনটি সে দাবী করবে। তাছাড়া সে এই উম্মতের মধ্যে থেকেই বের হবে। নবী সাঃ তার এমন একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কোন নবী বলেননি। নবী সাঃ বলেন: ((**তার ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে এমন একটি তথ্য দিচ্ছি, যা পূর্ববতী কোন নবী তার জাতিকে দেয়নি। তোমরা জেনে রাখ, সে হবে এক চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু আল্লাহ এক চক্ষু বিশিষ্ট নন।**)) (সহীহ বুখারী)

দ্বীনের দৈন্যতা ও ইল্‌ম উঠের যাওয়ার সময় তার আগমণ ঘটবে, যাতে

কাফের থেকে মুমিন বান্দা আলাদা হয়ে যায় এবং সংশয়বাদী থেকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী মুসলিম সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে নিজেকে বিশ্ব জাহানের প্রভু বলে দাবী করবে এবং তাকে যেসব অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন তার মাধ্যমে মানুষকে ফেতনায় ফেলবে।

তার অন্যতম ফেতনা হচ্ছে: সে আল্লাহর অনুমতিক্রমে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তাকে আবার জীবিত করবে। আরেকজনকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে দ্বি-খন্ডিত করে ফেলবে। তারপর নিহত লোকটিকে তার নাম ধরে ডাকবে, তখন লোকটি হাসিমুখে তার কাছে হাযির হবে। একজন লোককে তার মাথার মাঝখানে করাত রেখে তাকে দু'পায়ের মাঝ বরাবর চিরে দু'টুকরো করে ফেলবে। তারপর দাজ্জাল এ দুই টুকরার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে তারপর তাকে ডাক দিয়ে বলবে, দাঁড়িয়ে যাও, তাৎক্ষণাৎ সে দাঁড়িয়ে যাবে। সে একজনকে তার দু'হাত ও দু'পা ধরে নিজের সাথে থাকা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। ভাববে সে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে, অথচ মূলত: তাকে জান্নাতেই নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা তার জান্নাতই মূলত: জাহান্নাম, আর জাহান্নামই মূলত: জান্নাত।

তার সাথে থাকবে দু'টি প্রবাহমান নহর। একটির পানি হবে দৃশ্যত সাদা ধবধবে, অন্যটি হবে দৃশ্যত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। নবী সাঃ বলেছেন: ((**কেউ যদি সুযোগ পায়, তাহলে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত অগ্নি মনে হবে এবং সে যেন চুক্ষ বন্ধ করে তারপর মাথা নত করে সেখান থেকে পানি পান করে। কেননা সেটা মূলত: ঠান্ডা পানি।**)) (সহীহ মুসলিম)

দাজ্জাল আকাশকে আদেশ করবে বৃষ্টি বর্ষেণের, ফলে আকাশ বৃষ্টিপাত করবে। জমিনকে নির্দেশ দিবে উদ্ভিদ উৎপাদনের, তখন তা ফসল উৎপাদন করবে। সে এক অনাবাদি জমি অতিক্রমকালে সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, তোমার ধন-ভান্ডার বের করে দাও। তখন জমিনের ধন-ভান্ডার বের হয়ে তার চারপাশে একত্রিত হতে থাকবে। ইবনুল আ'রাবী রহঃ বলেন: ((এগুলো সবই ভয়ানক ব্যাপার।))

সে দ্রুতবেগে পৃথিবী ভ্রমণ করবে। নবী সাঃ বলেন: ((**মেঘমালাকে বায়ূ যেমন হাঁকিয়ে নিয়ে যায়,** সেভাবে দ্রুত গতিতে সে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবে।)) (সহীহ মুসলিম।)

দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। একদিন হবে এক বছরের

সমান, আরেক দিন হবে এক মাসের সমান, অন্য দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং বাকি দিনগুলো হবে সাধারণ দিনের মতই। মক্কা ও মদিনা ব্যতীত কোন জনপদই সে ভ্রমণ করতে ছাড়বে না। কেননা মক্কা-মদীনার প্রবেশ দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছেন ফেরেশতাগণ। প্রবেশ করতে চাইলে, খোলা তরবারি হাতে নিয়ে ফেরেশতাগণ তাকে প্রতিহত করবে।

সকল জনপদই দাজ্জালের আতঙ্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, শুধু মদিনা ব্যতীত। সেখানে দাজ্জালের ভয় ও আতঙ্ক প্রবেশ করবে না।

মক্কা ও মদিনাবাসীর উপর আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে এ দু'টোকে আবাদ করা। যেহেতু এ দুটোকে আল্লাহ বিশেষভাবে দাজ্জালের কবল থেকে হেফাযত করেছেন। সে মদিনায় প্রবেশের সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উহুদ পাহাড়ের পশ্চিম দিকে জুরুফের এক অনুর্বর জমিতে উপস্থিত হবে। সেখানে সে তার পতাকা স্থাপন করবে। তার কাছে যারা আগমন করবে তাদের অধিকাংশই হবে নারী। ঐ সময় মদিনা তিনবার কেঁপে উঠবে, তখন সকল কাফের ও মুনাফেক বের হয়ে দাজ্জালের কাছে চলে আসবে।

সকল যামানায় সকল স্থানে ভাল মানুষ রয়েছে। কেউ কোন গর্হিত কাজ হতে দেখলে যেন প্রতিহত করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

অর্থ: [তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে।] সূরা আলে ইমরান: ১১০। দাজ্জাল যখন মদিনার পাশে অবস্থান করতে থাকবে তখন এক যুবক তার নিকট গিয়ে তার প্রভুত্বের দাবী ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করবে। এ মর্মে নবী সাঃ বলেন: ((**সে হল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তখন সে বলবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার কথা আমাদের রাসূল সাঃ বর্ণনা করে গেছেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

নবী সাঃ-এর মৃত্যু মুসলিমদের বিশাল ক্ষতি। যদি তিনি জীবিত থাকতেন তবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হতেন। নবী সাঃ বলেছেন: ((**সে যদি আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে আসে, তাহলে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।**)) (সহীহ মুসলিম) নবী সাঃ-এর মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের জন্য দাজ্জালের প্রতিপক্ষ হবে। নবী

সাঃ বলেন: ((**আর আমার অবর্তমানে যদি তার আগমণ ঘটে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার প্রতিপক্ষ হবে। আল্লাহই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে সহায় হবেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হল: আল্লাহর নাম ও গুণাবলী জানার মাধ্যমে শরয়ী ইল্‌ম অর্জন করা। কেননা দাজ্জাল হল এক চক্ষু বিশিষ্ট অর্থাৎ তার এক চোখ কানা, আর আমাদের রব তো এক চক্ষু বিশিষ্ট নন। তাছাড়া আল্লাহকে দুনিয়ায় কেউ চর্মচোক্ষে দেখতে পাবে না, আর দাজ্জালকে মানুষ দেখতে পাবে। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের' যা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই পড়তে পারবে। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((মুমিনের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যা অন্যদের কাছে হয় না, বিশেষ করে ফেতনার সময়ে।))

আল্লাহর ইচ্ছায় ফেতনা থেকে সুরক্ষার উপায় হচ্ছে, তা থেকে পলায়ন করা ও দূরে থাকা। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে -অর্থাৎ পলায়ন করে-। আল্লাহর শপথ! এমনও হতে পারে যে, এক ব্যক্তি নিজেকে মুমিন মনে করে তার নিকট গমন করবে, অথচ দাজ্জাল যেসব সংশয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে সেগুলো দেখে সে তার অনুসরারী হয়ে যাবে।**)) (সুনানে আবু দাউদ)

দাজ্জালের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হচ্ছে দ্বীনকে আকড়ে ধরা। তার অনুসারীরা কেউই মুমিন নয়। তার ফেতনা থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উপায় হচ্ছে, বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করা। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যখন তোমাদের কেউ -সালাতে- তাশাহুদ পড়ে, তখন সে যেন আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে।**)) (সহীহ মুসলিম) ইমাম তাঊছ রহঃ তার ছেলেকে সালাত পুনরায় আদায় করতে আদেশ দিতেন, যদি সে সালাতে এ দোয়াটি পাঠ না করতো।

সকল ফেতনা থেকে মুক্তির প্রকৃত উপায় হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমনের কথা শুনবে আর ঐ সময় সূরা আল-কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত তার মুখস্থ থাকবে, তাহলে সে -আল্লাহর ইচ্ছায়- তার ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। কাজেই যে ব্যক্তি তাকে দেখবে, সে যেন সূরা

আল-কাহ্‌ফের প্রথমাংশ পাঠ করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে পাবে, সে যেন তার উপর সূরা আল-কাহ্‌ফের প্রথমাংশ পাঠ করে।**)) (সহীহ মুসলিম)

যখন তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও সর্বত্র তার ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে, তখন এক সময় ঈসা আঃ দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের শুভ্র একটি মিনারায় অবতরণ করবেন। তার চারপাশে আল্লাহর বান্দাগণ জড়ো হবেন। তারপর দাজ্জালের বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রক্কালে ঈসা আঃ তার সাক্ষাত পেয়ে যাবেন। ঈসা আঃ ফিলিস্তিনের বাবে লূদ নামক স্থানে গিয়ে তার নাগাল পাবেন। তাকে দেখে দাজ্জাল পানিতে লবণ যেমন গলে যায় তেমনি বিগলিত হতে থাকবে। তারপর ঈসা আঃ তাকে পাকড়াও করে বর্শা দিয়ে হত্যা করবেন।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর অঙ্গিকার সত্য। কেয়ামত অবশ্যম্ভাবি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেয়ামত দ্রুতই সংঘটিত হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**এমন সময় কেয়ামত সংঘটিত হবে যখন কেউ উটের দুধ দহন করবে, কিন্তু পান করার জন্য দুধের পাত্র মুখের কাছে নেয়ার আগেই কেয়ামত চলে আসবে! দুজন ব্যক্তির মাঝে কাপড় কেনা-বেচা সম্পন্ন হওয়ার আগেই তা সংঘটিত হয়ে যাবে! এক ব্যক্তি কুয়া থেকে পানি তোলার বালতি কিছুটা নামিয়েছে, কিন্তু তা উঠানোর আগেই কেয়ামত এসে যাবে।**)) (সহীহ মুসলিম)

প্রতিটি স্থানে ও সময়ে মুসলিম সৎকাজের প্রতি ধাবিত হবে। বিশেষ করে ধর্ম পালনে মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়ার সময় ও নানাবিধ ফেতনার সময়ে সে সৎকাজে অনেক বেশি অনুগামী থাকবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই সৎ আমলের দিকে ধাবিত হও। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া অথবা ধোঁয়া বা দাজ্জাল বা অদ্ভুত জন্তুর আত্মপ্রকাশ বা খাস বিষয় অথবা আম বিষয়** অর্থাৎ **সার্বজনিন বিপদ বা কেয়ামত।**)) (সহীহ মুসলিম)

সুখে ও দুঃখে সর্বাবস্থায় নবী সাঃ-এর অনুসরণেই রয়েছে বান্দার নিরাপত্তা। তামিম দারী রাঃ ও তার সঙ্গীরা যখন দাজ্জালকে দেখেছিলেন, তখন দাজ্জাল আমাদের নবী সাঃ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল: ((তিনি কী করছেন?' তারা বললেন: তিনি মক্কা হতে বের হয়ে ইয়াছরিব তথা মদিনায় অবস্থান

করছেন। সে বলল: আরবের মানুষ কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? তারা বললেন: হ্যাঁ, করেছে। সে বলল: তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তারপর তারা তাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি আরবের পাশ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সে তাদেরকে বলল: এমনটি হয়ে গেছে? তারা বললেন: হ্যাঁ। সে বলল: তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াতেই রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ।)) (সহীহ মুসলিম)

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ ﴾

অর্থ: [মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।] সূরা আল-আম্বিয়া: ১।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

দাজ্জালের ব্যাপারটি যদিও গুরুতর, তারপরও সৎ আমলে রিয়ার অনুপ্রবেশ নবী সাঃ-এর নিকট উম্মতের জন্য দাজ্জাল অপেক্ষা বেশি ভয়ঙ্কর। এ মর্মে রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে অবহিত করব না যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহ্ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: রিয়া বা গুপ্ত শির্ক। মানুষ নামায পড়তে দাঁড়ায়, তারপর মানুষের দৃষ্টিকে নিজের প্রতি আকর্ষণের জন্য নামাযকে সুন্দরভাবে আদায় করা।**)) (মুসনাদে আহমাদ।) 'তাইসীরুল আযিযিল হামীদ' গ্রন্থের লেখক বলেন: ((রিয়ার বিষয়টি দাজ্জালের চেয়ে ভয়ানক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এটা গোপন থাকে, রিয়া প্রকাশ করার কারণও শক্তিশালী থাকে, এটা থেকে বেঁচে থাকাও অনেকটা দুস্কর হয়। কেননা শয়তান ও কুমন্ত্রণা দাতা আত্মা মানুষের অন্তরে এই রিয়াকে সুশোভিত করে তুলে।)) মুমিন বান্দা 'নবী সাঃ-এর অনুসরণ এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য নিয়তকে পরিশুদ্ধতার সমন্বয়ে আমলে করে থাকে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

পরকাল: বিচার দিবস[১]

الحمدُ للهِ الَّذي بِنِعْمَتِه اهْتَدَى المُهْتَدُون، وبعَدْلِه ضلَّ الضَّالون، لا يُسْأَلُ عمَّا يفعلُ وهُمْ يُسْأَلُون، أَحْمَدُه سبحانه حمدَ عبدٍ نزَّه ربه عمَّا يقول الظَّالِمُون، وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريك له، شهادةً ارْتَضَاهَا الصَّالحون، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه الصَّادقُ المأمون، صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بِهَدْيِه مستمسكون، وعلى نَهْجِهِ سَائرون.

অতঃপর:

আমি আপনাদেরকে ও আমাকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের অসিয়ত করছি। কেননা এতেই রয়েছে আগামী দিনের মুক্তি ও চিরস্থায়ী সুখ।

হে মুসলিমগণ!

ঈমানের একটি মূল ভিত্তি হচ্ছে পরকালকে বিশ্বাস করা। রাসূলগণ এ বিশ্বাসের প্রতি উম্মতকে আহ্বান করেছেন। প্রতিশ্রুত দিন সম্পর্কে নবীগণ সবাইকে গুরুত্বের সাথে অবহিত করেছেন। জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন ও জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহর কিতাবে মুত্তাকীদের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হল, গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ * ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ ﴾

অর্থ: [এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে।] সূরা আল-বাকারা: ২-৩।

আদম আঃ-কে যখন পৃথিবীতে অবতরণ করানো হল, আল্লাহ তাকে বলে দিলেন:

﴿ فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ ﴾

অর্থ: [সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে। আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে (পুনরুত্থানের দিন) বের করা হবে।] সূরা আল-আ'রাফ: ২৫। আর নূহ আঃ জাতিকে প্রতিদান দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন, যা উক্ত দিবস সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেছেন:

---

(১) ২১ শে মহররম, ১৪২০ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

﴿ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا * ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ﴾

অর্থ: [আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। তারপর তার মধ্যেই তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবেন এবং সেখান থেকে নিশ্চিতভাবে বের করে নিবেন।] সূরা নূহ: ১৭-১৮। শুয়াইব আঃ নিজ জাতিকে বলেছেন:

﴿ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْ ٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾

অর্থ: [তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিনের আশা করা। জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।] সূরা আল-আনকাবূত: ৩৬। মানুষের জীবনের সময়সীমা খুবই সংক্ষিপ্ত। এ নশ্বর জগতের দিনগুলো সীমিত; অথচ জাগতিক চাহিদাগুলো শেষ হয় না, আশা-আকাঙ্খগুলো বিস্তৃত হতেই থাকে। সে ইন্তেকাল করবে; অথচ তার প্রয়োজন বাকি থাকবে। যে জগত সে ত্যাগ করছে সেখানে অনেক আশা-স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যাবে। এমন একটি দিন আসন্ন যখন সমস্ত আত্মা ও প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥ﴾

অর্থ: [আল্লাহর সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।] সূরা আল-কাসাস: ৮৮।

তারপর এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন। তাদেরকে সামনে দাঁড় করাবেন এবং তাদের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। বান্দারা সেদিন এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যা থেকে কেবল তারাই রক্ষা পাবে যারা ঐ দিনের জন্য সম্বল -ঈমান ও সৎআমল- প্রস্তুত করেছিল। এ পর্ব শেষ হবার পর বান্দাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে স্থায়ী আবাসের দিকে: জান্নাত, অথবা জাহান্নাম।

এটাই হল কেয়ামতের দিন। এমন একটি দিন যা হৃদয়সমূহকে আঘাত করবে ও কর্ণ কুহরে বাজাবে ভয়ানক আওয়াজ, কান বধির হওয়ার উপক্রম হবে। দিনটি হবে আচ্ছন্নকারী যা সব ধরণের আতঙ্কে ছেয়ে নিবে এবং মানুষকে ভয় গ্রাস করবে। আল্লাহ বলেন:

﴿ هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ ﴾

অর্থ: [আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কেয়ামতের) সংবাদ এসেছে?] সূরা আল-গাশিয়াহ: ১। সে সময় বান্দারা আফসোস ও অনুশোচনায় ভুগবে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

অর্থ: [তাদেরকে পরিতাপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন। যখন সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ তারা নিমজ্জিত রয়েছে গাফলতিতে এবং তারা ঈমান আনছে না।] সূরা মারইয়াম: ৩৯। তখন কেউ কেউ বলবে:

﴿ يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ﴾

অর্থ: [হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য! আর আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।] সূরা যুমার: ৫৬। কাফেরদের অনুশোচনা সেদিন চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে যখন নেতা ও অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের থকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ
كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

অর্থ: [আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একবার আমাদেরকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আজ আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্যাবলী দেখাবেন, তখন তা হবে তাদের জন্য আক্ষেপ স্বরূপ। আর তারা কখনো আগুন থেকে বের হতে পারবে না।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৭।

সেদিন অনেক বেশি ডাকাডাকি হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিসাব প্রদান ও প্রতিদান গ্রহণের জন্য তার নাম ধরে ডাকা হবে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে ডাকবে, আবার জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডাকবে। আ'রাফবাসীরা এদেরকেও ডাকবে এবং ওদেরকেও ডাকবে।

﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾

অর্থ: [সেটা এমন এক দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে। আর সেটা এমন এক দিন যেদিন সবাইকে উপস্থিত করা হবে।] সূরা হুদ: ১০৩।

এ দিনটি হচ্ছে লাভ-লোকসানের দিন। সেদিন জান্নাতীরা জাহান্নামীদের উপর বিজয়ী হবে। যেহেতু তারা জান্নাতে প্রবেশ করে যা আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন তা তারা গ্রহণ করবে এবং জান্নাতের কাফেরদের অংশেরও তারা ওয়ারিশ হবে। সেদিন ওয়াদা ও শাস্তি সুনিশ্চিত বাস্তবায়ন

হবে, সব বিষয় খোলাসা হবে এবং অন্তরের গোপন বিষয়ও প্রকাশিত হবে। সেদিন কবরসমূহ উন্মুক্ত করা হবে ও অন্তরসমূহে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। সেদিন হবে এক মহাসংকটের দিন- যা কাফেরদের জন্য মোটেই সহজ নয়। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে।

হে মুসলিমগণ!

মানুষ যখন তাদের ধন-সম্পদ ও জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, পরস্পরে ঝগড়া ও তর্ক করতে থাকবে, তখনই হঠাৎ শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তখন পৃথিবীর বুকে যারা আছে এ আওয়াজ শুনে ((**ঘাড় একদিকে কাত করবে, অন্যদিকে উত্তোলন করবে।**)) ঘাড়ের এক পাশ নিচু করবে আর অন্য পাশ উচু করবে। সে আকাশের দিক থেকে শব্দ শুনতে পাবে, কিন্তু কোন অসিয়ত লেখার বা পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ারও সুযোগ পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ * فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾

অর্থ: [তারা তো অপেক্ষায় আছে এক বিকট শব্দের, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতন্ডাকালে। তখন তারা অসিয়ত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরেও আসতে পারবে না।] সূরা ইয়াসীন: ৪৯-৫০। হাদিসে এসেছে: ((**এ শব্দটি সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শুনতে পাবে সে তখন উটের জন্য হাউয তৈরীতে ব্যস্ত থাকবে। তিনি বলেন: অতঃপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং মানুষজনও বেহুঁশ হয়ে যাবে।**)) অন্য হাদিসে এসেছে: ((**যখন দুজন মানুষ পরস্পরে কাপড় মেলে ধরবে, কিন্তু বেচাকেনা সমাপ্ত করা ও কাপড় গুটানোর আগেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। মানুষ দুধ দোহন করে বাড়ি ফিরবে, কিন্তু তা পান করার আগেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। সে হাউয তৈরীতে ব্যস্ত থাকবে আর তখনি কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, কিন্তু পানি পান করতে পারবে না। এমন সময় কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে যখন মানুষ খাবারের লোকমা মুখের কাছে তুলবে, কিন্তু সে তা খাওয়ারও সুযোগ পাবে না।**)) (সহীহ বুখারী)

আল্লাহর বান্দাগণ!

শিঙ্গা হচ্ছে এক ধরনের শিং যাতে ফুঁক দেয়া হবে। আর শিঙ্গা গ্রহণকারী ফেরেশতা সৃষ্টির শুরু থেকে ফুঁক দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, চোখের পলকেই নির্দেশ আসার আশংকায় তিনি আরশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। নবী সাঃ বলেছেন: ((আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারি, অথচ শিঙ্গাওয়ালা ফেরেশতা মুখে শিঙ্গা নিয়ে অধীর আগ্রহে কান পেতে ফুঁৎকারের নির্দেশ শোনার অপেক্ষায় আছেন। যখনই নির্দেশ প্রদান করা হবে, তাৎক্ষণিক তিনি ফুঁৎকার দিবেন? মুসলিমগণ বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে দোয়া করব? তিনি বললেন: তোমরা পাঠ কর: حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا/ অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অতি উত্তম অভিভাবক, আমরা আমাদের রব আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করি।)) (সুনানে তিরমিযি।)

হে মুসলিমগণ!

কেয়ামত সংঘটিত হবে জুমআর দিনে। তাই প্রত্যেক জুমআর দিনে মানুষ ও জিন জাতি ব্যতীত সৃষ্টির সকলেই প্রভাত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বেগে থাকে। অতঃপর আল্লাহ যখন বান্দাদেরকে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্জীবিত করার ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি ঈসরাফীল আঃ-কে নির্দেশ দিবেন, তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। তারপর রুহগুলো নিজ নিজ দেহে ফিরে যাবে এবং সকল মানুষ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾

অর্থ: [আর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।] সূরা ইয়াসীন: ৫১। সর্বপ্রথম যিনি সজ্ঞানে ফিরে আসবেন এবং যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ করা হবে, তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ।

বেহুঁশ হওয়ার এ ফুঁৎকারের পর আল্লাহ তায়ালা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বৃষ্টির পানিতে যেমন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তেমন মানুষের দেহ পুনর্জীবিত হবে। মেরুদন্ডের নিম্নাংশের হাড় ছাড়া মানব দেহের সব অংশই পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর কেয়ামতের দিন তা থেকেই মানুষকে আবার পুনর্গঠন করা হবে।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡأٓزِفَةِ إِذِ ٱلۡقُلُوبُ لَدَى ٱلۡحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَۚ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ﴾

অর্থ: [আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্ট সম্বরণরত অবস্থায় তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।] সূরা আল-মু'মিন: ১৮।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

বিচার দিবসে আল্লাহ তায়ালা সকল বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন। এ মহাসমাবেশে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই বরাবর হবে। আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾

অর্থ: [বলুন, পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা, অবশ্যই সবাইকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।] সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ৪৯-৫০। বান্দা যে অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করুক না কেন -গভীর সমুদ্রে ডুবে হোক অথবা প্রাণীর পেটে অথবা মাটির গভীরে- অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে উপস্থিত করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

অর্থ: [তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৮। আল্লাহর জ্ঞান তাদেরকে সর্বাবস্থায় বেষ্টন করে আছে, তারা যেখানেই মারা যাক ও যেখানেই ধ্বংস হোক না কেন তাদের কাউকে একত্রিত করতে ভুলবেন না। কোন মানুষই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া থেকে দূরে থাকতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

অর্থ: [আর আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।] সূরা আল-কাহ্‌ফ: ৪৭। তিনি আরো বলেন:

﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا *
لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তিনি তাদেরকে

বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন।] সূরা মারইয়াম: ৯৩-৯৪।

কাজেই আল্লাহকে ভয় করুন এবং পরকালের চিন্তাকে আপনার হৃদয়ে ঠাঁই দিন। পরকালের স্মরণ আপনার জিহ্বায় রাখুন। ঈমান ও সৎ আমলের দ্বারা এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আপনি যেভাবে ইচ্ছে জীবন-যাপন করুন, আপনাকে মরতেই হবে। যাকে ইচ্ছে ভালবাসুন, তাকে ছেড়ে আসতেই হবে। যা ইচ্চা তা-ই করুন, কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবেই। তাই তাকওয়ার সম্বল জোগাড় করুন, কেননা যাত্রাটি হবে অন্তিম। বোঝা ও ব্যস্ততা কমিয়ে ফেলুন, কেননা পথ খুবই জটিল। ইয়াহয়া বিন মুয়াজ রহঃ বলেন: ((সুসংবাদ তার জন্য যাকে দুনিয়া পরিত্যাগ করার আগেই সে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করেছে, কবরে প্রবেশ করার আগেই নিজের জন্য তা নির্মাণ করে রেখেছে এবং রবের সাথে সাক্ষাত করার আগেই তাকে সন্তুষ্ট করে রেখেছে।))

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও একান্তে তাঁকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলিমগণ!

মানুষ এই জীবনে উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে। তাদের কামনা-বাসনার অন্ত নেই। তবে অবশ্যই চূড়ান্ত গন্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নফস্‌কে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী, যেন দুনিয়ার মোকাবেলায় আখেরাতকে নির্মাণ করে। ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে মূল্যায়ন করে। পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের একটি রুকন বানিয়েছেন। আল্লাহর এ বাণীর সত্যতায় অচিরেই এমন একটি দিন আসবে যখন সৃষ্টির সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾

অর্থ: [ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর।] সূরা আর-রহমান: ২৬। তারপর এমন দিন আসবে যখন আল্লাহ বান্দাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন এবং সবাইকে কবর থেকে উত্থিত করবেন।

সর্বপ্রথম যিনি উত্থিত হবেন এবং যার কবরকে বিদীর্ণ করা হবে, তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ। বান্দাদেরকে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে। আল্লাহ বলেন:

﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ﴾.

অর্থ: [যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করব।] সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৪। তারপর বান্দাদেরকে পোশাক পরানো হবে। সর্বপ্রথম ইবরাহীম আঃ-কে পোশাক পরানো হবে।

(১) ৩০ শে রজব, ১৪২১ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

নেককার বান্দাদেরকে সম্মানজনক জামা পরানো হবে। আর পাপীষ্ঠদেরকে পরানো হবে আলকাতরার পায়জামা ও খোস-পাঁচড়াযুক্ত চাদর। সৃষ্টিকুলকে এটা ছাড়াও আরেকটি সমাবেশস্থলে জমায়েত করা হবে। আয়েশা রাঃ বলেন: ((তখন মানুষ কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: **পুলসিরাতের উপর।**)) (সহীহ মুসলিম।) অন্য বর্ণনায় এসেছে: ((**তারা পুলের সন্নিকটে অন্ধকারে অবস্থান করবে।**))

হাশরের ময়দানটি হবে ধবধবে সাদা মাটির। সেখানে কারো কোন নিদর্শন থাকবে না, হবে না কোন অবৈধ রক্তপাত, সংঘটিত হবে না কোন অপরাধ। তারা অপলক তাকিয়ে থাকবে ও একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনবে। সে দিনটি হবে ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিন। তখন কাফেররা বলবে:

﴿ هَٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٞ ﴾

[বড়ই কঠিন এ দিন।] সূরা আল-কামার: ৮। মানুষ এর মত ভয়নাক কোন দিনের সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ নিজেই এদিনকে ভারি ও কঠিন বলে বর্ণনা করেছেন। সেদিন শিশুর মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে:

﴿ فَذَٰلِكَ يَوۡمَئِذٖ يَوۡمٌ عَسِيرٌ ﴾

অর্থ: [সেদিনটি হবে ভীষণ সংকটের দিন।] সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৯। সেদিন স্তন্যদাত্রী মা তার দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাকে ভুলে যাবে। গর্ভবতী নারী ভয়ে-আতঙ্কে গর্ভপাত করে ফেলবে।

সেদিন সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবে, জ্ঞান লোপ পাবে। প্রত্যেক মানুষ প্রিয়জন -মা, বাবা, ভাই, স্ত্রী ও সন্তান- থেকে পলায়ন করবে। পাপীষ্ঠ মানুষ সেদিন নিজের নাজাতে জন্য সবচেয়ে কাছের প্রিয়জনকে তার পরিবর্তে জাহান্নামে ঠেলে দিতে চাইবে।

﴿يُبَصَّرُونَهُمۡۚ يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ * وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ *
وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـٔۡوِيهِ * وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ يُنجِيهِ﴾

অর্থ: [তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রী ও ভাইকে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। আর জমিনে যারা আছে তাদের সবাইকে (জাহান্নামে ঠেলে দিয়ে) তারপর যাতে এটা তাকে মুক্তি দেয়।] সূরা আল-

মা'আরিজ: ১১-১৪।

ভূ-কম্পন সৃষ্টি হবে এবং জমিনকে এক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। পৃথিবীকে প্রশস্ত করা হবে যেমন চামড়া টেনে প্রশস্ত করা হয়। তখন গোটা পৃথিবী এক মসৃন সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, থাকবে না তাতে কোন বক্রতা ও টিলা বা পাহাড়। আল্লাহ এটাকে তাঁর এক আঙ্গুলের কব্জায় নিবেন।

পর্বত সমূকে চালিত করা হবে, উৎপাটিত করা হবে। ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। রঙ হবে ধুণিত রঙ্গিন পশমের মত। আপাত দৃষ্টিতে কিছু একটা মনে হবে, অথচ তা মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়,

﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾

অর্থ: [আর চলমান করা হবে পর্বতসমূকে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা।] সূরা আন-নাবা': ২০। পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করা হবে এবং জমিনকে সমতল করা হবে। ফলে তাতে কোন উঁচু বা নিচু জায়গা থাকবে না। আল্লাহ বলেন:

﴿ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ﴾

অর্থ: [যাতে আপনি বাঁকা ও উঁচু দেখবেন না।] সূরা ত্বা-হা: ১০৭। সমুদ্রকে করা হবে বিস্ফোরিত ও অগ্নি-উত্তাল। প্রজ্জ্বলিত হবে সাগরের মধ্যে আগুন।

আসমানসমূহ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন তা নিতান্তই দুর্বল ও অকেজো হয়ে যাবে। আকাশ হবে বিবর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴾

অর্থ: [যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা রক্তিম গোলাপের মত লাল চামড়ার রূপ ধারণ করবে।] সূরা আর-রহমান: ৩৭। সেদিন আকাশের আবরণ খুলে দেয়া হবে, ফলে থাকবে না কোন পর্দা বা গোপনীয়তা। আকাশকে আমাদের রব তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়, তারপর এটাকে এক আঙ্গুলের কব্জায় নিবেন।

সেদিন সূর্যকে নিষ্প্রভ ও গুটিয়ে নেয়া হবে এবং তার জ্যোতি চলে যাবে। আর চন্দ্রকে করা হবে কিরণহীন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلۡبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلۡقَمَرُ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ ﴾

অর্থ: [যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে, এবং চাঁদ কিরণহীন হয়ে পড়বে, আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে।] সূরা আল-ক্বিয়ামাহ: ৭-৯।

উজ্জ্বল তারকারাজি খসে পড়বে, এগুলোর বন্ধন খুলে যাওয়ায় সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং আলোহীন অকেজো হওয়ার কারণে গোটা জগত অন্ধকারে ছেয়ে যাবে।

সেদিন দশমাসের উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে। বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে এবং সৃষ্টির সকলে একে অপরের উপর তরঙ্গমালার ন্যায় আছড়ে পড়বে। তখন যে মানুষদেরকে দেখবে, মনে হবে তারা হয়তো নেশাগ্রস্ত; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

সেদিন মানুষের দৃষ্টি স্থির হয়ে যাবে, আতঙ্কে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে আর ফেরেশতাগণ সৃষ্টিকুলের সাথে সাঁরিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে তাকিয়ে থাকবে। কেয়ামত ভয়ানক বিষয়, কঠিন আঘাতকারী। নবী সঃ বলেন: ((**আমি আল্লাহর নিকট কিয়ামত দিবসের মহাসঙ্কটময় অবস্থা হতে আশ্রয় চাই।**)) (সুনানে নাসায়ী।)

এই দিন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে আমল হাযির করেছে। তখন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ অফসোস করবে। অন্তরের সব গোপনীয়তাকে প্রকাশ করা হবে। দৃঢ়ভাবে পাকড়াও করে সবকিছু মেলে ধরা হবে। ফলে যা গোপন ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়বে, যা সুপ্ত ছিল স্পষ্ট হয়ে যাবে। পিনপতন নিরবতা বিরাজ করবে, কোন কথা হবে না, কোন ওজর পেশ করতে দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ هَٰذَا يَوۡمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَعۡتَذِرُونَ ﴾

অর্থ: [এটা এমন এক দিন যেদিন না তারা কথা বলবে, আর না তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে ওজর পেশ করার।] সূরা আল-মুরসালাত: ৩৫-৩৬।

সেদিন কিছু মানুষের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, হবে প্রফুল্লময় ও হাস্যোজ্জ্বল। আর কিছু লোকের মুখমন্ডল হবে মলিন ও বিষণ্ন। চেহারা হবে ধূলোমলিন। কালিমা আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডলকে। মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সেদিন উপস্থিত করা হবে তাদের রবের সামনে। আর অপরাধীদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে।

সেদিন সূর্য মানুষের মাথার অতি কাছাকাছি চলে আসবে। সূর্য মাত্র এক মাইল দুরত্বে অবস্থান করবে। পরম দয়াময়ের আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কারো ছায়া থাকবে না। কেউ আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে আর কেউ সূর্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হবে। সকল মানুষ প্রচন্ড ভীড় করবে, পরস্পর ঠেলাঠেলি করবে। অনেক পদচারণা ও ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থা তৈরি হবে। ফলে মাটি থেকে সত্তর হাত উঁচা ঘাম প্রবাহিত হতে থাকবে। এ কারণে জমিনে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে তা মানুষের আমলের স্তর অনুপাতে তাদের দেহকে ডুবিয়ে দিবে। কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে, কাউকে লাগামের মত বেষ্টন করবে, ফলে তাকে দুশ্চিন্তা ছেয়ে নিবে ও শ্বাস কষ্ট হতে থাকবে। ভয়ে-আতঙ্কে সকল উম্মত হাঁটু গেড়ে বসবে, সবাইকে নতজানু অবস্থায় দেখা যাবে। নবী সাঃ বলেন: **((দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করবে যে, তাদের কাছে তা অসহ্য ও অসহনীয় হয়ে উঠবে।))** (বুখারী ও মুসলিম।)

সেদিন পাপীরা অনুতপ্ত হবে ও ইবাদত-বন্দেগী ঠিকমত না করার কারণে বড় আফসোস করবে। অত্যাধিক আফসোসের কারণে তারা নিজের হাত কামড়াবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾

অর্থ: [যালিম মানুষ সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে থেকে তাঁর পথ অবলম্বন করতাম!] সূরা আল-ফুরকান: ২৭। অপরাধী রাগান্বিত হবে নিজের উপর, তার প্রিয়জন ও বন্ধুদের উপর। যে বন্ধুত্ব দ্বীনের ভিত্তিতে তৈরি হয়নি সেদিন তা শত্রুতায় পরিণত হবে। মানুষ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে বিতর্কে জড়াবে। সেদিন অহংকারীদেরকে ক্ষুদ্র পিপিলিকা সদৃশ (ক্ষুদ্রদেহ) করে একত্রিত করা হবে, তখন মানুষজন তাদেরকে ঘৃণা ভরে পায়ে পিষ্ট করবে। লুঙ্গি বা পায়জামা প্রভৃতি পোষাক ঝুলিয়ে পরিধানকারীর সাথে সেদিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না; বরং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

কেয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দার-বিশ্বাসঘাতকের পশ্চাদ দেশে পাতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, এটা অমুকের ছেলে অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও জবরদখল করবে, কেয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া

হবে। দুনিয়ার যুলুমগুলো কেয়ামতের দিন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, ((**যুলুম কেয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হবে।**)) কারো হক বিনষ্ট হবে না; বরং মযলুমের পক্ষে যালেমের কাছ থেকে বদলা নেয়া হবে। এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর পরস্পরের জুলুমের বিচার করা হবে।

সেদিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে: **((দু'মোখ তথা মুনাফেক প্রকৃতির লোকেরা, যারা মানুষের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে, আবার অন্যদের কাছে আরেক চেহারা নিয়ে আসে।))**

((যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়াবী কোন মসিবত দূর করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা বিচার দিবসে তার মসিবত দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন।))

ন্যায় বিচারকগণ সেদিন নূরের মিম্বারে মহামহিম দয়াময় প্রভুর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে অবস্থার উপর মৃত্যু বরণ করবে সে অবস্থাতেই পূনরুত্থিত হবে। যে ব্যক্তি (হজ্জ বা উমরার) ইহরাম অবস্থায় মারা গিয়েছে সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে গিয়ে জখম হবে, তার শরীরে রক্তের বর্ণ থাকবে, কিন্তু সেখান থেকে তার ঘ্রাণ বের হবে মিসকের। মুয়াজ্জিনগণ হবেন সর্বোচ্চ উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট মানুষ। তার আযানের ধ্বনি দুনিয়াতে যারা শ্রবণ করেছে তারা সবাই কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। ইসলামের পথে থেকে যার মাথার চুলে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশিত হবে, ঐ চিহ্ন তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে। আর সেদিন প্রত্যেক মানুষ তাদের মাঝে চুড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ দান-সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।

পুলসিরাত হবে পিচ্ছিল মসৃণ। কেউ নাজাত পেয়ে যাবে, কেউ ক্ষত-বিক্ষত হবে, আর কেউ জাহান্নামে উপুড় হয়ে পতিত হবে।

ন্যায় বিচারের পাল্লা স্থাপন হবে, এতে কোন ত্রুটি নেই। বিচারের দিন অণু-পরিমাণ বস্তুরও হিসাব করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ * وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ﴾

অর্থ: [কাজেই কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখতে পাবে।] সূরা আয-যিলযাল: ৭-

৮।

'আলহামদুল্লিাহ' পাঠ হিসাবের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে। 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম' পাল্লাকে অনেক বেশি ভারী করে দিবে। নবী সাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন জিনিসটি মানুষকে অধিক পরিমাণে জান্নাতে দাখিল করবে? তিনি বললেন: ((**আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

গুটিয়ে ফেলা আমলনামাগুলো সেদিন উন্মুক্ত করা হবে। কত বিপদের কথাই না ভুলে গিয়েছেন?! কত অপরাধ গোপন করে রেখেছেন?! কিন্তু সেদিন আমলনামা পাঠ করা হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলানো হবে, আর ফেরেশতামন্ডলীও উপস্থিত থাকবে; বস্তুতঃ আল্লাহই সকল কৃতকর্মের সাক্ষী। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমি তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।] সূরা ইউনুস: ৬১।

চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে চুড়ান্ত ফয়সালা করার পর আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে ফয়সালার কার্য শুরু করবেন। সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর বিষয়ে চুড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। এ উম্মতই প্রথম পুলসিরাত অতিক্রম করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আমরা (সকল উম্মতের) শেষে আগমণকারী হলেও কেয়ামতের দিন সবার আগে থাকবো।**)) (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় এসেছে: ((**সমগ্র সৃষ্টির আগে আমাদের বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হবে।**)) (সহীহ মুসলিম)

মহা সমাবেশের দিনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাঃ-কে বিশাল প্রশস্থ হাউযে কাউসার প্রদান করে সম্মানিত করবেন, যার দুরত্ব হবে এক মাসের রাস্তার সমপরিমাণ। এর পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি, মিসকের চেয়ে সুঘ্রাণ। তাতে থাকবে সোনা-রূপার নির্মিত পানপাত্র, সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির সমপরিমাণ। যে একবার তা থেকে পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। নবী (সা.)এর উম্মতের একদল লোক সেখানে উপস্থিত হবে, কিন্তু তাদেরকে বাধা দেয়া হবে। তখন রাসূল সাঃ বলবেন: ((**এরা তো আমার উম্মতের লোক। বলা হবে: আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে এরা কত বিদআত করেছে। তখন তিনি বলবেন: যারা**

আমার তিরোধানের পর দ্বীনের মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তারা দূর হও, দূর হও।)) (বুখারী ও মুসলিম)

ঐ দিনের ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে কেবল আল্লাহর রহমতেই নাজাত পাওয়া যাবে, অতঃপর সৎ আমলের বিনিময়ে। অপরাধীরা সেদিন চরমভাবে অনুতপ্ত হবে। সেদিন কোন ওজর কাজে আসবে না, ক্ষমার আশা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। জীবনটা দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক, আপনার গন্তব্য হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রবঞ্চিত না করে।] সূরা ফাতির: ৫।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

কেয়ামতের দিন 'মুফলিস' তথা নিঃস্ব হবে সেই ব্যক্তি: যে সালাত, সিয়াম ও যাকাত প্রভৃতি আমল নিয়ে হাযির হবে। অথচ সে এমন আমল নিয়েও হাযির হবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ মেরে দিয়েছে, কারো রক্ত ঝরিয়েছে, কাউকে প্রহার করেছে! ফলে পাওনাদারকে তার নেকী থেকে বদলাস্বরূপ কিছু দেয়া হবে, আরেকজনকে তার নেকী থেকে দেয়া হবে। এভাবে বদলা দিতে দিতে তার নেকী শেষ হয়ে গেলে এসব লোকদের গোনাহগুলো তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সালেহ আল-মুররী রহঃ বলেন: ((আমি একদিন দিনের মধ্যভাগে কবরস্থানে প্রবেশ করলাম। কবরগুলোকে দেখলাম সব কিছু নিস্তব্ধ। তারপর বললাম: অতি পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আপনাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন ও দীর্ঘদিন জীর্ন-শীর্ণ থাকার পর উত্থিত করবেন। তখন এক গর্ত থেকে কেউ আওয়াজ করে আমাকে বলল: হে সালেহ!

﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾

[আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে। তারপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে উঠার জন্য একবার ডাকবেন, তখন তোমরা বেরিয়ে আসবে।] সূরা আর-রূম: ২৫। তারপর আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।))

হাসান বসরী রহঃ বলেন: ((দুইটি দিন ও দুইটি রাতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সৃষ্টিকুলের কেউ কখনো কিছু শুনেনি। একটি রাত যখন কবরবাসীর সাথে যাপন করা হয়, এভাবে কেউ আগে রাত্রিযাপন করেনি। অপর রাতটি হল যার প্রভাত কেয়ামত দিবসকে উন্মোচিত করে দিবে। একটি দিন হল যখন আপনার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত বা জাহান্নামের বিষয়ে সংবাদদাতা আগমণ করবে। আর অপর দিনটি হল: যেদিন আপনার আমলনামা আপনার

ডান হাতে বা বাম হাতে প্রদান করা হবে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও তাকদীরে বিশ্বাস

আল্লাহর উপর ভরসা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। যে ব্যক্তি পালনকর্তার তাকওয়া অবলম্বন করবে সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন।

হে মুসলিমগণ!

সৃষ্টির মধ্যে সে-ই অধিক সৌভাগ্যবান যে তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর প্রতি অধিক দাসত্ব প্রকাশ করে। বান্দা যত আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হয় ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হয় সে তত বেশি তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং তাঁর নিকটে ও মানুষের কাছে অধিক সম্মানিত হয়। নিজের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূরীভূত করতে অক্ষম ব্যক্তি স্রষ্টার সহযোগিতার মুহতাজ। একমাত্র মহান আল্লাহই সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। বান্দার অপরাধ অনেক, আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা ব্যতীত এ থেকে পরিত্রাণর উপায় নেই। মানুষ অনেক সময় নিজের অজান্তেই বড় বড় গোনাহে লিপ্ত হয়, যেগুলোর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। যেমন রিয়া, অহংকার, হিংসা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল না করা ইত্যাদি, অথচ সে চেষ্টা করে অনেক প্রকাশ্য ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার, আর এসব গর্হিত বিষয়ে উদাসীন থাকে।

কেবল দুনিয়াবী উপকরণ অবলম্বনে সীমাবদ্ধ থাকলে মানুষ লক্ষ্য বাস্তবায়নে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়। এটা কখনো তার সামনে এমন দ্বার উন্মুক্ত করে যে, সে ধারণা করে এতেই তার কল্যাণ রয়েছে, অথচ তাতে শুধুই ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে পরাক্রমশালী দয়াময়ের উপর ভরসা করা। এ জন্যই আমাদের রব তাঁর উপর তাওয়াক্কুল/ভরসা/নির্ভরতার

(১) ১০ শে জুমাদা সানী, ১৪২৪ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটাকে দ্বীনের একটি স্তর বানিয়েছেন। এটাকে ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন:

﴿ فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ ﴾

অর্থ: [কাজেই আপনি তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর উপর নির্ভর করুন।] সূরা হুদ: ১২৩। তাওয়াক্কুল হচ্ছে তাঁর ভালবাসা পাওয়ার অন্যতম উপায়। তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।] সূরা আলে ইমরান: ১৫৯। তাছাড়া এটাকে তাঁর প্রতি ঈমানের জন্য শর্ত বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহর উপরই ভরসা কর ।] সূরা আল-মায়েদা: ২৩।

তাওয়াক্কুলের মর্যাদা ও প্রভাব বিশাল ও সুস্পষ্ট । এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে আবশ্যিক একটি বিষয়। এতে রয়েছে দয়াময়ের সন্তুষ্টি এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষা। এর অবস্থান ও মর্যাদা ব্যাপক। এটা আল্লাহর নিকট পৌঁছার অধিক শক্তিশালী ও প্রিয় একটি মাধ্যম। রাসূল সাঃ-কে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন:

﴿ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ﴾

অর্থ: [আর আপনি নির্ভর করুন আল্লাহর উপর। কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।] সূরা আল-আহযাব: ৩।

ভরসাকারীদের নেতা ও আদর্শ হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ। নূহ আঃ- জাতিকে যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ ﴾

অর্থ: [আমার উপস্থিতি ও আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়, তবে মনে রাখো আমি শুধু আল্লাহর উপর নির্ভর করি।] সূরা ইউনুস: ৭১। ইবরাহীম খলীল আঃ বলেছেন:

﴿ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের রব! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং ফিরে যাওয়া তো আপনারই কাছে।] সূরা আল-মুমতাহিনা: ৪। হুদ আঃ বলেছেন:

﴿إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۡۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ﴾

অর্থ: [আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর। এমন কোন জীব-জন্তু নেই যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নেই।] সূরা হুদ: ৫৬। ইয়াকুব আঃ বলেছেন:

﴿ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَعَلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ﴾

অর্থ: [হুকুমের মালিক তো আল্লাহই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। আর নির্ভরকারীরা যেন আল্লাহরই উপর নির্ভর করে।] সূরা ইউসুফ: ৬৭। শুয়াইব আঃ বলেছেন:

﴿ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ﴾

অর্থ: [আমার কার্যসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী।] সূরা হুদ: ৮৮। আল্লাহর অনেক রাসূল উম্মতকে বলেছেন:

﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدَىٰنَا سُبُلَنَاۚ ﴾

অর্থ: [আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করব না? অথচ তিনিই তো আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন।] সূরা ইবরাহীম: ১২। ফেরাউন পরিবারের মুমিন লোকটি বলেছিলেন:

﴿ وَأُفَوِّضُ أَمۡرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ﴾

অর্থ: [আমি আমার বিষয়টি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।] সূরা আল-মু'মিন: ৪৪। নবুওয়ত ও কুরআন নাযিলের সূচনা লগ্নেও তাওয়াক্কুলের নির্দেশ ছিল। তাওয়াক্কুল সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ﴾

অর্থ: [পড়ুন, আর আপনার রব তো মহিমান্বিত।] সূরা আল-আলাক: ৩।

এটাকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য করেছেন যা দ্বারা তারা অন্যদের থেকে আলাদা হন। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

অর্থ: [মুমিন তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আর নির্ভর করে তাদের রবের উপরই।] সূরা আল-আনফাল: ২। আল্লাহর উপর ভরসাকারী বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে, তাদের উপর তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই।] সূরা আন-নাহল: ৯৯।

তাওয়াক্কুল আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করে। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾

অর্থ: [বলুন, তোমরা আমাকে জানাও- যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদেরকে কে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে? বলুন, তিনিই রহমান, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।] সূরা আল-মুল্ক: ২৮-২৯। তাওয়াক্কুল জান্নাতকে আবশ্যক করে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ

نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ * ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

অর্থ: [আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সে সকল কর্মশীলদের জন্য, যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে।] সূরা

আল-আনকাবূত: ৫৮-৫৯। বরং তাওয়াক্কুলকারীগণ বিনা হিসাবে রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন নবী সাঃ তাদের ব্যাপারে বলেছেন: ((**এরা তারাই যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, (চিকিৎসার জন্য) আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, পাখি উড়িয়ে ভাল-মন্দ নির্ণয় করে না; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

নবী সাঃ ইবনে আব্বাসকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে উপদেশ দেন। জীবনের শুরুতেই যেন দৃঢ় আকীদার অধিকারী হতে পারেন, তাই বাল্য বয়সেই তাকে উপদেশ প্রদান করেন। এ মর্মে তিনি বলেন: ((**হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি; তুমি আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ করবে, তাহলে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর হক রক্ষা করে চলবে, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর যদি কোন সাহায্য কামনা কর তবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে।**)) (সুনানে তিরমিযি।) ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((তাওয়াক্কুল হল ঈমান ও ইহসানের সকল অবস্থার মূল এবং ইসলামের যাবতীয় কর্মেরও মূল। এগুলোর ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব তেমনি যেমন একটা দেহে তার মাথার গুরুত্ব।))

তাওয়াক্কুলে রয়েছে মানসিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং অনিষ্টকারীদের চক্রান্তের প্রতিকার। মানুষের অসহনীয় দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার প্রতিরোধে এটা বান্দার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। তাওয়াক্কুল দ্বারা মানুষের সম্পদের প্রতি লোভকে সংবরণ করা যায়। ইমাম আহমাদ রহঃ-কে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: ((এটা মানুষের সম্পদের প্রতি হতাশার চোখে তাকানোকে বন্ধ করে দেয়।))

আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি নির্ভর করার মধ্যে রয়েছে আত্ম-অপমান ও লাঞ্ছনা। বস্তুতঃ এক মাখলুক আরেক মাখলুকের কাছে হাত পাতার উদাহরণ হচ্ছে, এক ফকীরের আরেক ফকীরের কাছে হাত পাতার মত। নবী সাঃ বলেছেন: ((**জেনে রাখ, উম্মতের সকলে একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তারা কেবল ততটুকুই উপকার সাধন করতে পারবে, যতটুকু তোমার জন্য আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা কেবল ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু তোমার ক্ষতি আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।**)) (সুনানে তিরমিযি)

হৃদয় যখন গায়রুল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, তখন আল্লাহ তাকে সে দিকেই ন্যস্ত করে দেন, ফলে সে অপদস্ত হদয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: **((যে ব্যক্তি (কল্যাণ লাভ বা অকল্যাণ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে) শরীরে কোন কিছু লটকালো, তাকে সেই বস্তুর দিকেই সোপর্দ করা হয়।))** (সুনানে তিরমিযি) শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((বান্দা কোন মাখলূকের কাছে আশা করলে বা তার উপর তাওয়াক্কুল করলে, সে ব্যর্থ হয়। গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কিছুকে ভালোবাসলে নিশ্চিতভাবে সে তার ক্ষতি করবেই। বিভিন্ন নমুনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে জানা বিষয়।)) তবে মাখলূকের নিকট আশা না করা যেন আপনাকে মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করতে, তাদের প্রতি ইহসান না করতে ও তাদেরকে কষ্ট দিতে উদ্বুদ্ধ না করে। তাদের প্রতি ইহসান/দয়া করবেন আল্লাহর জন্যই, তাদের থেকে কিছু পাওয়ার আশায় নয়। আপনি যেমন তাদেরকে ভয় করেন না, তেমনি তাদের কাছে কিছু আশাও করবেন না। মানুষের থেকে কিছু পেতে চাইলে সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশা করুন। আল্লাহর নিকট থেকে কিছু পেতে চাইলে সে ব্যাপারে মানুষ কিছু করতে দিতে পারবে এরকম আশা রাখবেন না।

হে মুসলিমগণ!

রিযিক একমাত্র সৃষ্টিকর্তার হাতে। যেটুকু আপনার ভাগ্যে আছে তা আপনার কাছে আসবেই, আপনি অক্ষম হলেও। আর যা অন্যের ভাগ্যে আছে তা আপনি কখনই অর্জন করতে পাবেন না, যদিও আপনি শক্তিশালী হন। লোভের মাধ্যমে আল্লাহর রিযিক আপনার কাছে পৌঁছাবে না। অনুরূপভাবে কোন বাঁধা দানকারীও আপনার রিযিককে প্রতিহত করতে পারবে না।

রিযিক সবার জন্য বন্টন করা হয়েছে, চাই সে সৎ হোক বা অসৎ। মুমিন হোক বা কাফের। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا﴾

অর্থ: [আর জমিনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।] সূরা হুদ: ৬।

অনেক জীব-জন্তু দূর্বল ও রিযিক অন্বেষণে অক্ষম হওয়া সত্বেও রিযিক পৌঁছে যায় তাদের কাছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٖ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ﴾

অর্থ: [আর এমন কতক জীব-জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের রিযিক মজুদ রাখে না। আল্লাহই রিযিক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে।] সূরা আল-আনকাবুত: ৬০। এ রিযিক আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য সহজলভ্য করে দেন, আপনি উপার্জন করেন বা না করেন। তাওয়াক্কুলে ঘাটতি থাকার পরও মানুষকে রিযিক দেয়া হয়। এমনকি তারা অন্তর দিয়ে বাহ্যিক উপকরণের উপর নির্ভর করা ও তাতে প্রশান্ত থাকা সত্ত্বেও রিযিাক পেয়ে থাকে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকে বাস্তবায়ন করত, তাহলে নুন্যতম উপকরণ গ্রহণ করলেও তিনি তাদের নিকট তাদের রিযিক পৌঁছে দিতেন। যেমন তিনি পাখিদের নিকট রিযিক পৌঁছিয়ে থাকে। পাখিরা শুধু ঘর থেকে বের হয় আবার ফিরে আসে। এই বের হওয়া আর ফিরে আসাটাও এক ধরনের অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা। তবে এটা খুবই সামান্য প্রচেষ্টা। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে ফিরে আসে।**)) (মুসনাদে আহমাদ।) কাজেই রিযিকের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে দুশ্চিন্তা করে সময় নষ্ট করবেন না। আয়ূ যতদিন থাকবে রিযিকও ততদিন আসতে থাকবে। হাসান বসরী রহঃ বলেন: ((যখন বুঝতে পারলাম যে, আমার রিযিক অন্য কেউ খাবে না, তখন থেকেই আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করেছে।))

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা অনেক বিষয়ের জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এবং চুড়ান্ত ফলাফলের জন্য কিছু কারণও প্রস্তুত করেছেন। দুনিয়ার অনেক বিষয় ও তার সৌন্দর্য্য রয়েছে যা কখনো কখনো মন্থর গতির লোকেরা পায় আর অধ্যবসায়ীদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তা কখনো অক্ষম ব্যক্তি অর্জন করে কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ীরা পায় না। কেবলমাত্র উপকরণের দিকে তাকিয়ে থাকা তাওহীদের মধ্যে ঘাটতির শামিল, আবার উপকরণ গ্রহণ না করাও বিবেকের মধ্যে ঘাটতির শামিল। কাজেই শরীয়তের দৃষ্টিতে উপকরণ গ্রহণ না করা দোষনীয় কাজ। তাই বান্দার উচিত তার অন্তরকে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করা, উপকরণের উপর নয়। আমাদের নবী সাঃ ছিলেন পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলকারী, আবার তিনিও উপকরণ গ্রহণেও ত্রুটি করতেন না। উহুদের যুদ্ধে তিনি দু'টি বর্ম পরিধান করে বের হয়েছিলেন, হিজরতের সময় পথ দেখানোর জন্য

অভিজ্ঞ মানুষকে ভাড়া করেছিলেন, আহযাবের যুদ্ধের সময় বিশাল পরিখা খনন করেছিলেন।

তাওয়াক্কুল/ভরসা/নির্ভরতার আসল মর্ম হল: উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা এবং উপকরণদাতা মহান আল্লাহর প্রতি অন্তর থেকে নির্ভর করা। এ বিশ্বাস করা যে, এগুলো তাঁরই হাতে, তিনি চাইলে এর ফলাফল নাও দিতে পারেন, চাইলে তিনি এর ফলাফলকে নিয়মের উল্টো করেও দিতে পারেন, আবার চাইলে এমন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেন যা তার ফলাফলকে প্রতিহত করবে। বস্তুতঃ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী, তাঁর উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি কখনো শুধু উপকরণ গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকে না ও তার আশাও করে না। অনুরূপভাবে সে এই উপকরণকে অবহেলাও করে না। বরং উপকরণ গ্রহণ করার পাশাপাশি ফলাফলদাতা মহাসত্ত্বার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বান্দার তাওয়াক্কুল যখন শক্তিশালী হবে ও আশা বড় হবে, তখনই আল্লাহ তায়ালা সমাধান/উত্তরণের ঘোষণা দিবেন। ইবরাহীম খলীল আঃ নিজের স্ত্রী হাজেরা ও দুধের শিশু ইসমাঈলকে এমন এক উপাত্যকায় ছেড়ে যান, যেখানে ছিল না কোন গাছপালা, ছিল না মানুষজন, ছিল না আশপাশে কোন ফসল-ফলাদি ও দুগ্ধ-পশু। তিনি তাদেরকে ছেড়ে গিয়েছিলেন আল্লাহর উপর ভরসা করে ও তাঁর আদেশ পালনার্থে। ফলে আল্লাহ তায়ালা দু'জনকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেন। কেননা এ শিশুই তো একদিন নবী হবেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা করবেন সহনশীল, ধৈর্যশীল, ওয়াদা পালনকারী, সালাতের সংরক্ষণকারী ও নির্দেশদাতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত। বরকতময় যমযম পানি ইবরাহীম খলীল আঃ-এর তাওয়াক্কুলেরই একটি ফসল।

বনী ইসরাঈলের উপর যখন ঘোর বিপদ নেমে এল এবং ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করল ও ঘেরাও করে ফেলল, সামনে ছিল সমুদ্র:

﴿ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ﴾

[তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!] সূরা আশ-শুয়ারা: ৬৩। তখন আল্লাহর নবী মুসা আঃ যিনি আল্লাহর সাহায্যের বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন- বললেন:

﴿ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ﴾

অর্থ: [কখনই নয়! আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার রব, সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।] সূরা আশ-শুয়ারা: ৬২। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করার আদেশ করলেন। ফলে তা দুই ভাগ হয়ে শুকনো রাস্তায় পরিণত হল, প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল।

ইউনুস আঃ-কে অতল সমুদ্রের অন্ধকারে মাছ গিলে ফেলেছিল। তখন তিনি মাওলার দ্বারস্ত হন এবং তাঁর নিকটেই প্রয়োজন ব্যক্ত করে বলেন:

﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থ: [আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই, আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭। তারপর তাকে তৃণহীন এক প্রান্তরে অসুস্থ অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়। অথচ তিনি নির্জন প্রান্তরে সঙ্গীহীন অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাননি।

মুসা আঃ-এর মা নিজের শিশু সন্তানকে আল্লাহর উপর ভরসা করে ও তাঁর আদেশ পালনার্থে সমুদ্রে ছেড়ে দেন। সে বাচ্চাটিই হচ্ছেন নৈকট্যশীল দৃঢ় প্রত্যয়ী রাসূলগণের মধ্য হতে একজন রাসূল মুসা আঃ।

ইয়াকুব আঃ-কে বলা হল: আপনার সন্তান ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে, তখন তিনি বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলেন ও তাঁকে একান্তে ডাকতে লাগলেন। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও দুশ্চিন্তার পর সন্তানকে তার ভাইসহ ফেরত দিলেন।

মারইয়াম আঃ-এর অবস্থা যখন সংকটময়, পথ রূদ্ধ এবং কথা বন্ধ অবস্থা, তখন সুমহান ও মর্যাদসম্পন্ন সত্তার উপর তার তাওয়াক্কুল সুদৃঢ় হল, একাগ্রতা ও ভরসা ছাড়া কিছুই বাকি ছিল না। তখন তিনি কোলের বাচ্চার দিকে ইশারা করে বললেন, তোমরা এর সাথে কথা বল।

﴿ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا ﴾

অর্থ: [তারা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?] সূরা মারইয়াম: ২৬। তখন আল্লাহ শিশুকে কথা বলিয়েছেন:

﴿ قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا ﴾

অর্থ: [তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও আমাকে নবী করেছেন।] সূরা মারইয়াম: ২৭।

আমাদের নবী সাঃ সঙ্গী আবু বকরকে নিয়ে মানুষের চোখের আড়ালে

আত্মগোপণ করে এক বন্ধুর পাহাড়ের আতঙ্কময় গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন তাঁর সঙ্গী চরম আশংকায় পড়ে বলেন: ((হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ তার দু'পায়ের নিচের দিকে তাকায় তাহলেই তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি রবের উপর পূর্ণ আস্থাবান হয়ে বললেন, **হে আবু বকর! দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী, আল্লাহ তো তাদের তৃতীয় জন?**)) (বুখারী ও মুসলিম।) তারপর আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও বিজয় নাযিল করলেন এবং তাকে এমন বাহিনী দ্বারা সহযোগিতা করলেন যাদেরকে দেখা যায় না। ফলে উত্তেজনা প্রশমন হয়, নিরাপত্তা আসে এবং হিজরত সম্পন্ন হয় ও রিসালাতের কাজ চলতে থাকে।

যখন পৃথিবী অর্জনের প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন, নানাবিধ পরীক্ষার বেড়াজালে আটকে যাবেন, তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা পোষণ করবেন না। বিনয়ের সাথে দু'হাতকে উপরের দিকে তুলুন, মহাস্রষ্টার নিকটে আপনাকে নিক্ষেপ করুন, আপনার আশা-আকাঙ্খা তাঁর সাথে জুড়ে দিন এবং বিষয়টিকে দয়াময়ের কাছে সোপর্দ করুন। সৃষ্টিকুলের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করুন, সুমহান সত্ত্বাকে ডাকুন। দোয়া কবুলের সময়গুলো বেছে নিন। নামাজের সিজদায় রাতের শেষ অংশে দোয়া করুন। যখন তাওয়াক্কুল ও আশা শক্তিশালী হবে এবং অন্তর দোয়ায় নিমগ্ন হবে, তখন দোয়া ফেরত হয় না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴾

অর্থ: [নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন।] সূরা আন-নামল: ৬২। সুতরাং বিষয়টি মালিকের নিকটেই ছেড়ে দিন।

আল্লাহ তায়ালা মহাসম্মানিত। আশ্রয়প্রার্থীকে তিনি লাঞ্ছিত করেন না। তাঁর স্বরণাপন্ন হলে তিনি তাকে বর্জন করেন না। দুর্যোগের শেষ প্রান্তেই রয়েছে উত্তরণ, কষ্টের পরেই রয়েছে সমাধান। স্বাচ্ছ্যন্দের সময় আপনি রবকে চিনুন, সংকটের মুহূর্তে তিনি আপনাকে চিনবেন এবং বলুন: **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** ((**আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক।**)) ইবরাহীম আঃ ও মুহাম্মাদ সাঃ এ দুজন খলীলই বিপদের সময় এই বাক্য পাঠ করেছেন।

কোন কিছু হাসিলের জন্য আল্লাহর উপর সঠিকভাবে ভরসা করলে তা

হাসিল হবেই। যে ব্যক্তি নিজের সবকিছু তাঁর উপরই ন্যস্ত করবে, তিনি তার দুশ্চিন্তা দূর করতে যথেষ্ট হয়ে যাবেন। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, তিনি তাকে অন্যের নিকট সোপর্দ করবেন না, তিনি নিজেই তার দায়িত্ব নিবেন। আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾

অর্থ: [আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।] সূরা আত-তালাক: ৩।

রবের প্রতি সুধারণা ও আশা পোষণের পরিমাণ অনুপাতে তাঁর উপর আপনার তাওয়াক্কুল হয়ে থাকে। কাজেই আপনার রবকেই আপনার অভিযোগ দায়েরের একমাত্র ক্ষেত্র বানান। ফুযাইল রহঃ বলেছেন: ((আল্লাহর শপথ! তুমি যদি সৃষ্টি কুলের কারো কাছে কোন কিছুই কামনা না করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, তাহলে তুমি যা চাইবে মাওলা তোমাকে তা-ই দিবেন।))

মহান আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। ছোট্ট একটি দানাও তাঁর অনুমতি ছাড়া নড়ে না। কোন কিছু তাঁর ইচ্ছা ছাড়া ঘটে না। তাঁর জ্ঞানের বাইরে একটি পাতাও ঝড়ে না। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴾

অর্থ: [আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর, যিনি আপানাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান, এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসা।] সূরা আশ-শুয়ারা: ২১৭-২১৯। ইবরাহীম আল খাওয়াস রহঃ বলেন: ((এ আয়াতের নির্দেশনা পাওয়ার পর কোন বান্দার উচিত নয়, সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে ধর্ণা দিবে।))

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয় অথবা কেবল নিজের জ্ঞান, বিবেক, ঔষধ ও তাবিজ-কবজের আশ্রয় নেয় এবং নিজের শক্তি-সামর্থের উপর নির্ভর করে, তাকে আল্লাহ সেগুলোর উপরই ন্যস্ত করেন ও অপদস্ত করেন। 'তাইসিরুল আযিযিল হামীদ' গ্রন্থপ্রণেতা বলেন: ((এটা দলিল ও অভিজ্ঞতার আলোকে জানা বিষয়।))

সবচেয়ে লাভজনক উপার্জন হল: আল্লাহর সক্ষমতার প্রতি আস্থা রাখা এবং তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহর কাছে

যা আছে তা তাঁর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করেও অর্জন করা যায়, যেমনটা তাঁর আনুগত্য ও নৈকট্য লাভ করে অর্জন করা যায়, অথবা মনে করে যে, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন অন্যায়কে বর্জন করে তবে তাকে তিনি তার চেয়ে ভাল কিছু দিবেন না, অথবা মনে করে যে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কোন ভালো কাজ করলে তিনি তাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দিবেন না, অথবা মনে করে যে, সত্যনিষ্ঠভাবে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করলেও তিনি তাকে হতাশ করবেন ও যা চায় তা দিবেন না, তাহলে সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল। এই মন্দ ধারণা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে চেনে, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জানে এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসার দাবী অনুধাবন করতে পারে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((অধিকাংশ মানুষ, বরং কিছু সংখ্যক ব্যতীত প্রায় সবাই আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য মন্দ ধারণা পোষণ করে। কেননা বনী আদমের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার জন্য যা চেয়েছেন সে তার চেয়েও বেশি হকদার। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ বিষয়টি খুঁজবে এবং তার মনের গভিরে প্রবেশ করবে সে এই বিশ্বাসটাকে লুকায়িত দেখতে পাবে। কাজেই কল্যাণকামী বিচক্ষণ ব্যক্তি রবের প্রতি মন্দ ধারণা থেকে সতর্ক থাকবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার করবে। আর এজন্য নিজের প্রতিই যেন বিরূপ ধারণা পোষণ করে।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا * رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا ﴾

অর্থ: [আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তাঁর প্রতি মগ্ন হোন একনিষ্ঠভাবে। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; অতএব তাকেই আপনি গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।] সূরা আল-মুয্যাম্মিল: ৮-৯।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

যদি বান্দার তাওহীদ ঠিক না হয়, তাহলে তার তাওয়াক্কুলও ঠিক হবে না। তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস যত খাঁটি হবে, তার তাওয়াক্কুলও তত খাঁটি হবে। যখনই বান্দা গায়রুল্লাহর দিকে নজর দেয় তখনই তা তার অন্তরের কিছু অংশ দখল করে, ফলে তার তাওয়াক্কুলও হ্রাস পায় ঐ অংশের বিলুপ্তির অনুপাতে।

অভাবে পড়ে কোন মানুষ যদি সৃষ্টির দারস্থ হয়, তবে তার অভাব দূর হবে না। যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে শক্তিশালী হতে চায়, সে যেন আল্লাহর উপর নির্ভর করে। আর যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী হতে চায়, সে যেন নিজের কাছে যা আছে তার চেয়ে আল্লাহর কাছে যা আছে তার উপর অধিক আস্থাবান হয়।

সন্তুষ্টি ও তাওয়াক্কুল এ দুটি তাকদীরকে বেষ্টন করে আছে। কাজেই তাকদীরে কি আছে তা সংঘটিত হওয়ার আগেই তাওয়াক্কুল করতে হবে। আর সংঘটিত হবার পর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাওয়াক্কুলের ফল হচ্ছে সন্তুষ্টি। তাওয়াক্কুলের মূল হল: আল্লাহর নিকট নিজের সবকিছুকে সোপর্দ ও ন্যস্ত করা। দাউদ বিন সুলায়মান রহঃ বলেন: ((তিনটি বিষয় মুমিন বান্দার তাকওয়ার প্রমাণ দেয়: যা ঘটবে তার উপর সুন্দরভাবে তাওয়াক্কুল করা, যা ঘটেছে তার উপর সুন্দরভাবে সন্তুষ্ট থাকা এবং যা হাতছাড়া হয়ে গেছে তার উপর সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণ করা।))

আল্লাহ সম্পর্কে বান্দা যত বেশি জানবে, তার তাওয়াক্কুল তত বেশি শক্তিশালী হবে। তাওয়াক্কুলের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা নির্ভর করে ঈমানের দৃঢ়তা ও দুর্বলতার উপর।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, সে যেন সমাধান পেতে তাড়াহুড়া না করে। কেননা আল্লাহই তাঁর উপর ভরসাকারীর জন্য যথেষ্ট। এটা হয়তো তাওয়াক্কুলের সময় দ্রুত উত্তরণের বিষয়ে তাঁর সক্ষমতার ধারণা দিবে, কিন্তু আল্লাহ তো সবকিছুর জন্য একটা পরিমাপ ও সময় নির্ধারণ করে

রেখেছেন। তাই তাওয়াক্কুলকারী যেন তাড়াহুড়া করে এ কথা না বলে: আমি তো তাওয়াক্কুল করলাম, দোয়া করলাম কিন্তু কিছুই পেলাম না। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেনই। অবশ্যই তিনি সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা।

এখতিয়ার ও পরিচালনা এক আল্লাহর হাতেই। নিজের প্রতি বান্দার তদবীরের চেয়ে বান্দার জন্য আল্লাহর তদবীরই উত্তম। কেননা বান্দার নিজের প্রতি দয়ার চেয়ে তার প্রতি আল্লাহর অনেক বেশি।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

আল্লাহর প্রতি সুধারণা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রুজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে 'তাওহীদ' তথা তাঁর একত্বে বিশ্বাস করা। এ কারণেই আল্লাহ রাসূলদের প্রেরণ করেছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন। তাওহীদের হাকিকত হল: যাবতীয় ইবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। ইবাদত বলা হয়: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের মধ্যে যা আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তার সমষ্টির নাম। অন্তরের কিছু ইবাদত আছে যা অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত। এই ইবাদত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সংখ্যায় বেশি ও স্থায়ী। ঈমানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল প্রবেশের চেয়ে অন্তরের আমল প্রবেশ করা উত্তম। কাজেই জ্ঞান ও অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঈমানই মূল লক্ষ্য। বাহ্যিক আমলসমূহ এর পরিপূরক ও অনুগামী। বাহ্যিক আমল বিশুদ্ধ হবে না ও গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না অন্তরের আমলের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন করা হয়। কেননা এটাই ইবাদতের আত্মা ও শ্রেষ্ঠাংশ। যখন বাহ্যিক আমলগুলো অন্তরের আমল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তা আত্মাবিহীন নিথর দেহের মত হয়ে যায়। অন্তরের সুস্থতার উপর সারা দেহের সুস্থতা নির্ভর করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখ, তা হল অন্তর।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

বান্দার অন্তরে যা আছে তার কারণে তার মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে। এর

(১) ১৮ ই রবিউস সানী, ১৪৩৯ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

দ্বারা তার আমলেও পার্থক্য হয়ে থাকে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ ও বাহ্যিক আকৃতির দিকে তাকান না। বরং তিনি তাকান তোমাদের অন্তর সমূহের দিকে** ।)) (সহীহ মুসলিম)

অন্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল: 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা'। এটা ইসলামের অন্যতম ফরজ এবং তাওহীদের একটি হক ও অন্যতম ওয়াজিব বিষয়। সামগ্রিকভাবে এর অর্থ হল: আল্লাহর পরিপূর্ণ সত্তা, সকল নাম ও গুণাবলীর সাথে মানানসই প্রত্যেক ধারণা পোষণ। এটা আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও জ্ঞানের একটি শাখা। আল্লাহর বিশাল দয়া, তাঁর মর্যাদা, ইহসান, ক্ষমতা, জ্ঞান ও উত্তম চয়নের বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের উপর এর ভিত্তি। যখন এগুলোর ভিত্তিতে জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে, তখন তা অবশ্যই বান্দার মধ্যে রব সম্পর্কে সুধারণা তৈরি করবে। আল্লাহর কিছু নাম ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করণের মাধ্যমেও সুধারণা তৈরি হতে পারে।

যে ব্যক্তি হৃদয়ে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত মর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই প্রত্যেক নাম ও গুণের জন্য উপযুক্ত সুধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। কেননা প্রত্যেক নামেরই রয়েছে বিশেষ ইবাদত এবং রয়েছে নির্দিষ্ট সুধারণাও।

আল্লাহর পূর্ণতা, মর্যাদা, সৌন্দর্য্য এবং সৃষ্টির উপর অনুগ্রহ তাঁর প্রতি সুধারণাকে আবশ্যক করে। এ বিষয়েই আল্লাহ তাঁর বান্দদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿وَأَحۡسِنُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾

অর্থ: [আর তোমরা ইহসান কর, নিশ্চয় আল্লাহ মুহসীনদেরকে ভালবাসেন।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৫। সুফিয়ান সাওরী রহঃ বলেন: ((তোমরা আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ কর।)) এ বিষয়ে নবী সাঃ মৃত্যুর পূর্বে গুরুত্বারোপ করেছেন। জাবের রাঃ বলেন: ((আমি রাসূল সাঃ-কে মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি: **তোমাদের কেউ যেন মহান আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ না করে মারা না যায়।**)) (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালার প্রতি সুধারণা পোষণের জন্য বিনয়ী বান্দাদের তিনি প্রশংসা করেছেন। পার্থিব সুসংবাদ হিসেবে ইবাদত সহজ করে দিয়েছেন ও ইবাদতকে তাদের জন্য সহায়ক বানিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিশ্চয় এট্য বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় রবের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং নিশ্চয় তারা তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।] সূরা আল-বাকারাহ: ৪৫-৪৬। রাসূলগণ -আলাইহিমুস সালাম- আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁরা রবের প্রতি সুধারণা রেখে সকল বিষয় তাঁর উপর ন্যস্ত করেছেন। ইবরাহীম আঃ স্ত্রী হাজেরা ও ছেলে ইসমাঈলকে বায়তুল্লাহর কাছে রেখে চলে যান। তখন মক্কায় কোন মানুষ ও পানি ছিল না। তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন হাজেরা তার পিছু নিয়ে বললেন: ((হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমাদেরকে এই উপত্যকায় রেখে যেখানে কোন মানুষ নেই, কিছুই নেই? কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম আঃ তার দিকে ফিরে তাকলেন না। অবশেষে হাজেরা বললেন: আল্লাহই কি আপনাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন হাজেরা বললেন: তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।)) (সহীহ বুখারী) ফলে আল্লাহর প্রতি তার সুধারণার পরিণাম যা হবার তা-ই হল: বরকতময় পানির ঝর্ণা বইল, বায়তুল্লাহ আবাদ হল, তার স্মরণ চিরস্থায়ী হল, ইসমাঈল নবী হলেন এবং তাঁর বংশধর থেকেই শেষ নবী ও রাসূলদের ইমাম আগমন করলেন!!

ইয়াকুব আঃ তার দুই ছেলেকে হারিয়েও ধৈর্য ধারণ করেছেন। বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে বলেছেন:

﴿ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।] সূরা ইউসুফ: ৮৬। তারপর আল্লাহই সর্বোত্তম হেফাযতকারী এই সুধারণার উপর তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে রইল। তিনি বললেন:

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [হয়ত আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দিবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।] সূরা ইউসুফ: ৮৩। তিনি স্বীয় সন্তানদেরকেও এ

নির্দেশ দিলেন এবং বললেন:

﴿ يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾

অর্থ: [হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। কারণ কাফের সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত হতে কেউই নিরাশ হয় না।] সূরা ইউসুফ: ৮৭।

বনী ইসরাঈলগণ অসহনীয় কষ্টে আক্রান্ত হয়েছিল। বিশাল বিপদ সত্তেও আল্লাহর প্রতি সুধারণা অব্যাহত ছিল। এতেই আছে আশা ও উত্তরণের পন্থা। তাই তো মুসা আঃ তার সম্প্রদায়কে বললেন:

﴿ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ﴾

অর্থ: [তোমরা 'আল্লাহর সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর, নিশ্চয় পৃথিবী আল্লাহরই। তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার ওয়ারিশ বানান। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।] সূরা আল-আ'রাফ: ১২৮। মুসা আঃ ও তার সঙ্গীদের দুশ্চিন্তা চরমে উঠেছিল, সামনে সাগর, পেছনে ফেরাউন ও তার বাহিনী! আর তখন:

﴿ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ﴾

অর্থ: [মুসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।'] সূরা আশ-শু'আরা: ৬১। ঐ মুহূর্তে নবী মুসা কালিমুল্লাহর যে জবাব ছিল তা আল্লাহর প্রতি অগাধ ভরসা এবং সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের প্রতি তাঁর সুধারণার সাক্ষী।

﴿ قَالَ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ﴾

অর্থ: [তিনি বললেন, 'কখনই নয়! আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার রব, অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।'] সূরা আশ-শু'আরা: ৬২। তখনই অকল্পনীয় নির্দেশনা নিয়ে অহী আসল:

﴿ فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ * وَأَزۡلَفۡنَا ثَمَّ ٱلۡأٓخَرِينَ * وَأَنجَيۡنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ * ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ ﴾

অর্থ: [অতঃপর আমি মুসার প্রতি অহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত

হয়ে গেল। আর আমি সেখানে কাছে নিয়ে এলাম অন্য দলটিকে, এবং আমি উদ্ধার করলাম মুসা ও তার সঙ্গী সকলকে। তারপর নিমজ্জিত করলাম অন্য দলটিকে।] সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩-৬৬।

আল্লাহর ইবাদতে ও তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণে সৃষ্টিকুলের সেরা ব্যক্তি হলেন: আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ। জাতি তাকে কষ্ট দিয়েছে, তবুও তিনি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে রইলেন। পাহাড়ের ফেরেশতা তাকে বললেন: ((**আপনি চাইলে তাদের উপর দুই পাহাড়কে চাপিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিব। রাসূল সাঃ বললেন: বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন কাউকে নিয়ে আসবেন, যে এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।**)) (বুখারী ও মুসলিম) কঠিন চাপ ও ঘোর অমানিশাতেও আমাদের নবী সাঃ তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণে ব্যত্যয় করতেন না। হিজরতের জন্য মক্কা থেকে বের হয়ে পথিমধ্যে এক গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানেও কাফেররা তাঁর কাছাকাছি চলে আসে। তখন তিনি তার সঙ্গীকে সান্তনা দিয়ে বলেন:

﴿لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾

অর্থ: [দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।] সূরা আত-তাওবাহ: ৪০। আবু বকর রাঃ বলেন: ((আমি গুহায় থাকাবস্থায় নবী সাঃ-কে বললাম, তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলেই সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন: **হে আবু বকর! সে দুজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কী- যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

এত কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত হয়েও এবং সবদিক থেকে যুদ্ধের মুখোমুখী হয়েও তিনি এ দ্বীনকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপরে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বলতেন: ((**এ জমিনের উপর এমন কোন মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর বাকি থাকবে না, যেখানে আল্লাহ এ দ্বীন প্রবেশ করাবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন।**)) (মুসনাদে আহমাদ।) জনৈক বেদুইন নবী সাঃ-এর নিদ্রাবস্থায় তার উপর তরবারী কোষমুক্ত করে। নবী সাঃ বলেন: ((**তারপর আমি জেগে উঠি, তখন তার হাতে খোলা তরবারী।** সে বলল: কে তোমাকে রক্ষা করবে? **আমি বললাম: আল্লাহ** -তিনবার (বললাম) তারপরও তিনি তাকে শাস্তি দেননি, অথচ

সে বসে আছে।)) (বুখারী ও মুসলিম) মুসনাদে আহমাদে এসেছে: ((তারপর তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল।))

নবীদের পর সাহাবীগণই আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভাল ধারণা পোষণ করতেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ﴾

অর্থ: [তাদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।'] সূরা আলে ইমরান: ১৭৩। কুরায়শ নেতা ইবনে দাগিন্না আবু বকর রাঃ এর নিকট এসে তাকে গোপনে সালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করতে বলে অথবা তাকে তার যিম্মাদারী ফেরত দিতে বলে -অর্থাৎ তাকে সুরক্ষা দেয়ার চুক্তি ভঙ্গ করতে বলেন ও কুরাইশ কাফেরদের যা করার তা করতে অনুমোদন দিতে বলে। তখন আবু বকর রাঃ বললেন: ((আমি আপনার যিম্মাদরী ফেরত দিচ্ছি এবং মহান আল্লাহর আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট।)) (সহীহ বুখারী)

উমার রাঃ বলেছেন: ((রাসূল সাঃ আমাদেরকে দান-সদকা করতে নির্দেশ দিলেন। সেদিন আমার কাছে সম্পদও ছিল। আমি বললাম: যদি কোনদিন আমি আবু বকরের উপর আগ্রগামী হতে পারি তো আজকেই হতে পারব। কাজেই আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসূল সাঃ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: **পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ?** আমি বললাম: এর সমপরিমাণ। আর আবু বকর রাঃ তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল সাঃ তাঁকে বললেন: **পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ?** তিনি বললেন: তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।)) (সুনানে আবু দাউদ)

নারীদের সর্দারিনী খাদিজা রাঃ। অহীর সূচনা লগ্নে নবী সাঃ এসে বললেন: ((**আমি আমার জীবন নাশের আশংকাবোধ করছি।**)) তখন খাদিজা রাঃ শান্তনা দিয়ে বললেন: কখনো নয়, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ শপথ, আল্লাহ কখনই আপনাকে অপদস্ত করবেন না। আল্লাহর শপথ, আপনি

তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন।)) (বুখারী ও মুসলিম)

উম্মতের সালাফগণ এ পথেই চলেছেন। সুফিয়ান রহঃ বলেন: ((আমার হিসাব তথা আমার নেকী ও পাপের হিসাবের বিষয়টি আমার পিতার কাছে অর্পণ করাও আমি পছন্দ করিনা। পিতার চেয়ে আমার জন্য আমার রবই উত্তম।)) সাঈদ বিন জুবাইর রাঃ তার দোয়ায় বলতেন: ((হে আল্লাহ! আমি আপনার উপর সত্য তাওয়াক্কুল এবং আপনার প্রতি সুধারণা পোষণের তৌফিক কামনা করছি।))

জিনদের মধ্যেও সৎকর্মশীল রয়েছে, আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ভাল। তারা আল্লাহর শক্তিমত্তা ও বিস্তৃত জ্ঞানে বিশ্বাস করে। তাদের একটি উক্তি হল:

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعۡجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَن نُّعۡجِزَهُۥ هَرَبًا ﴾

অর্থ: [এও যে, আমরা বুঝেছি, আমরা জমিনে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না এবং পালিয়েও তাকে ব্যর্থ করতে পারব না।] সূরা আল-জিন: ১২।

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তিনি কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করার ব্যবস্থা করেন। শপথ করার কারণে নয়, বরং আল্লাহর প্রতি সুধারণার কারণে। মুমিন তো এরকম হওয়াই উচিত যে, সর্বদাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখবে। বিশেষ করে যখন সে দোয়া ও মুনাজাত করে তখন আরো বেশি। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি অতি নিকটে আছেন। তাঁর কাছে দোয়া করলেই তিনি সাড়া দিবেন ও তাঁর কাছে আশা করলেই তিনি নিরাশ করবেন না।

তওবা কবুলের উপায় হল: রবের প্রতি ভাল ধারণা রাখা। নবী সাঃ রবের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ((**আমার বান্দা যদি কোন পাপ করে ফেলে তারপর সে জানতে পারে যে, তার একজন রব রয়েছেন যিনি গোনাহ ক্ষমা করেন এবং গোনাহের জন্য পাঁকড়াও করেন। ... তাহলে এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গোনাহ মাফ করে দিব।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

কষ্ট ও বিপদের সময় মানুষের সুধারণা খাঁটি হয় এবং মন্দ ধারণা দূর হয়। উহুদ যুদ্ধের সময় ঈমানদারদের অবস্থা অবিচল/স্থিতিশীল ছিল, আর অন্যরা

(মুনাফিকরা) আল্লাহর উপর জাহেলিয়্যাতের ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। আহযাবের যুদ্ধের সময় কিছু মানুষ আল্লাহর উপর নানান রকমের ধারণা পোষণ করেছিল। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا *

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴾

অর্থ: [তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।'] সূরা আল-আহযাব: ১১-১২। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামগণ রাঃ বিশ্বাস করেছিলেন যে, এ কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মাত্র! এর পেছনেই রয়েছে বিজয় ও উত্তরণ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴾

অর্থ: [আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, বলে উঠল, 'এটা তো তাই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।] সূরা আল-আহযাব: ২২।

দুশ্চিন্তা, বিপদাপদ ও বিষণ্নতার সময় উত্তরণের পথ হল: আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা। তাবুকের যুদ্ধে যে তিন ব্যক্তি না গিয়ে অপরাধ করেছিলেন, তাদের তাওবা কবুলের দুশ্চিন্তা দূরভীত হয়েছিল আল্লাহর প্রতি সুধারণার দ্বারা। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

অর্থ: [আর তিনি তওবা কবুল করলেন অন্য তিনজনেরও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না জমিন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সেটা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল

আর তারা নিশ্চিত উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহর পাঁকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন, যাতে তারা তওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।] সূরা আত-তাওবাহ: ১১৮।

আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, ক্ষমতাবান। বান্দাদের ও অলীদের তিনি সাহায্য করলে তাদেরকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রাখা হচ্ছে ইয়াক্বীন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ وَإِن يَخۡذُلۡكُمۡ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعۡدِهِۦ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে, তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করলে, তিনি ছাড়া আর কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন?] সূরা আলে ইমরান: ১৬০।

মহান আল্লাহ পরম করুণাময়, অতিব দয়ালু। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে, সে তাঁর রহমত লাভ করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করার কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর নিকটে আরশের উপর একটি কথা লিখে দিলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধকে ছাড়িয়ে গেছে।**)) (সহীহ বুখারী।)

যার জীবন সংকীর্ণময়, তার সুধারণাতেই রয়েছে প্রশস্থতা ও উত্তরণ । নবী সাঃ বলেছেন: ((**কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে, আর তা মানুষের কাছে উপস্থাপন করে, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাবে পড়ে তা আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করে; তবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে দ্রুত বা বিলম্বে হলেও রিযিক প্রদান করেন।**)) (সুনানে তিরমিযি) যুবাইর বিন আওয়াম রাঃ তার ছেলেকে বলেন: ((বৎস! তুমি যদি এসবের কোন বিষয়ে অক্ষম হও অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করতে, তাহলে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন: আল্লাহর কসম! তিনি কাকে উদ্দেশ্য করেছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। অবশেষে আমি বললাম: হে আমার পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি বললেন: আল্লাহ। তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! তারপর আমি যখনই তার ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি: হে যুবাইরের মাওলা! তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দিন। আর তার ঋণ শোধ হয়ে যেত।)) (সহীহ বুখারী)

তিনি প্রশস্ত ক্ষমাকারী ও মহান দাতা। যে ব্যক্তির আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতা, বদান্যতা ও ক্ষমার বিষয়ে তাঁর প্রতি সুধারণা রাখে, তিনি তার চাওয়া পূরণ করেন। তিনি প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। অতঃপর বলতে থাকেন: ((**কে আছো আমার কাছে দোয়া করবে? আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছো আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে প্রদান করব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তাঁর হস্তদ্বয় ভরপুর ((**রাত ও দিনে অনবরত প্রদানেও কমে না।**))

তিনি তওবা কবুলকারী। বান্দার ক্ষমা প্রার্থনায় তিনি আনন্দিত হন। তিনি রাতে হাত প্রসারিত রাখেন দিনের পাপীর তওবা কবুল করতে, তিনি দিনেও হাত প্রসারিত রাখেন রাতের অপরাধীর তওবা কবুল করার জন্য। তাঁর মহাণ গুণ হচ্ছে, তাঁর পথে অগ্রসরমান কাউকে তিনি ফেরত দেন না। আয়ু ফুরিয়ে এলে, দুনিয়াকে বিদায় জানানোর সময় ঘনিয়ে এলে, রবের অভিমুখে যাত্রাকালে তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আরো বেশি জরুরী। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের কেউ যেন মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে, মৃত্যু বরণ না করে।**)) (সহীহ মুসলিম)

এই ইবাদতে আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর ইবাদতের বাস্তবায়ন রয়েছে। রবের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে তাঁর প্রতি ধারণা রাখে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আমি বান্দার সাথে তেমন আচরণ করি যেমন সে আমার ব্যাপারে ধারণা পোষণ করে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((বান্দা আল্লাহ সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখলে তিনি ধারণা অনুপাতে তাকে দান করেন। কেননা সকল কল্যাণ তো তাঁরই হাতে।))

বান্দা যখন তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণের রিযিকপ্রাপ্ত হয়, তখন মূলত আল্লাহ তায়ালা তার জন্য দ্বীনের মহাকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই! কোন মুমিন বান্দাকে 'আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা'র চেয়ে উত্তম কিছু দেয়া হয়নি।))

মানুষের আমলসমূহ মুল্যায়িত হয় রব সম্পর্কে ধারণানুপাতে। মুমিন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে, তাই সে ভাল আমলও করে। আর

কাফের আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে, তাই তার কর্মও মন্দ। এই ইবাদতটিতে রয়েছে ইসলামের সৌন্দর্য্য ও ঈমানের পূর্ণতা। এটা ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ। এটা অন্তরের ইবাদত যা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা তৈরি করে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((আপনার রবের প্রতি আপনার সুধারণা ও প্রত্যাশা অনুপাতে তাঁর উপর আপনার তাওয়াক্কুল হয়ে থাকে। এজন্যই অনেকে 'তাওয়াক্কুল'কে 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা'র অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাস্তবতা হল: সুধারণা তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার প্রতি আহ্বান জানায়, যেহেতু যার প্রতি আপনার ধারণা মন্দ তার উপর তাওয়াক্কুল/ভরসা করার কল্পনাই করা যায় না। অনুরূপভাবে যার কাছে আপনি কিছু আশা করেন না তার উপর তাওয়াক্কুলও করা হয় না।))

এই ইবাদতটির অন্যতম সুফল হল: অন্তরে প্রশান্তি লাভ, আল্লাহ অভিমুখী হওয়া এবং তাঁর কাছে তওবা করা। ঈমানের পর আল্লাহর প্রতি আস্থা ও তাঁর কাছে প্রত্যাশার চেয়ে বক্ষকে অধিক উন্মুক্ত ও প্রশস্থকারী কিছু নেই। এটা ব্যক্তিকে শুভ ধারণার দিকে আহ্বান করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই এবং পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ লক্ষণ বলতেও কিছু নেই। তবে আমাকে 'ফাল' তথা শুভ ধারণা বিমোহিত করে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ইমাম হালিমী রহঃ বলেন: ((التشاؤم/কুলক্ষণ হল: আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা, আর التفاؤل/শুভ ধারণা হল: আল্লাহর প্রতি সুধারণা।))

সুধারণা মানুষকে বদান্যতা ও সাহসিকতায় সহযোগিতা করে এবং তাকে শক্তি যোগায়। আবু আব্দুল্লাহ সাজী রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, সে তার শক্তিকে সঞ্চয় করল। আর এটা উত্তম পাথেয় ও সেরা অস্ত্র।)) সালামা বিন দীনার রহঃ-কে বলা হল: ((হে আবু হাযেম! আপনার কাছে কী সম্পদ আছে? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রতি ভরসা, আর মানুষের হাতে যা আছে তাতে অনাস্থা।))

যে ব্যক্তি রবের প্রতি সুধারণা রাখে, তার হৃদয় আল্লাহর এই বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে দানশীল হয়ে উঠে, তখন সে সম্পদ দান করে:

﴿ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দিবেন।] সূরা সাবা: ৩৯। সুলায়মান আদ দারানী রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি নিজের রিযিকে

আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার সচ্চরিত্রতা সমৃদ্ধ পায়, তার মাঝে সহনশীলতা আসে, দানে তার হৃদয় উদার হয় এবং সালাতে তার মধ্যে ওয়াসওয়াসা কমে যায়।))।

এটা আল্লাহর নিকট যা আছে তা লাভের প্রত্যাশাকে, তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর আস্থাকে এবং সৎকাজ সম্পাদনকে তীব্র করে, তাঁর এ বাণীতে যে অনুগ্রহ এসেছে তা অর্জনের প্রত্যাশায়:

﴿ وَمَا يَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلَن يُكۡفَرُوهُ ﴾

অর্থ: [আর তারা যে সকল উত্তম কাজ করে, তার প্রতিদান থেকে তাদেরকে কখনো বঞ্চিত করা হবে না।] সূরা আলে ইমরান: ১১৫।

আল্লাহ বান্দাদের সাথে তেমন আচরণ করেন, যেমন তারা তাঁর প্রতি ধারণা পোষণ করে। যেমন কর্ম, তেমন ফল। কাজেই যে ভাল ধারণা রাখবে, তার ফলও ভাল হবে। যে অন্য রকম ধারণা পোষণ করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**মহান আল্লাহ বলেন: আমি বান্দার সাথে তেমন আচরণ করি, যেমন সে আমার ব্যাপারে ধারনা করে। কাজেই সে আমার ব্যাপারে যেমন ইচ্ছে তেমন ধারণা করুক। যদি ভাল ধারণা করে তো তার জন্যই ভাল, আর যদি মন্দ ধারণা করে তো তাতে তারই মন্দ হবে।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

বান্দা যদি আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা রাখে, তবে অবশ্যই তিনি তাকে নিরাশ করবেন না। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রব সম্পর্কে সুন্দর ধারণা পোষণ করেছিল, সে কেয়ামতের দিন বলবে:

﴿هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ ۝ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ﴾

অর্থ: ['লও, আমার 'আমলনামা' পড়ে দেখ। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।' কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে।] সূরা আল-হাক্কাহ: ১৯-২২।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ মহাসম্মানিত, মহামহিম, সর্বশক্তিমান ও সুমহান। তিনি কিছু চাইলে শুধু বলেন: 'হও', তখনি তা হয়ে যায়। তিনি তাঁর কিতাব সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন এবং মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম নির্ধারণ করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছে অগণিত রিযিক প্রদান করেন। যে তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি তার বিপদাপদ দূর করেন।

আল্লাহ সম্পর্কে যার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তাঁর প্রতি তার বিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি তাঁর ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করে, সেটা তো তাঁর পরিপূর্ণ নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কারণেই। আর এটা জাহেলী যামানার লোকদের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ﴾

অর্থ: [তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলী ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল।] সূরা আলে ইমরান: ১৫৪।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের অন্যতম সুফল হল: তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা, তাঁর উপর নির্ভর করা এবং সবকিছু তাঁর উপরই ন্যস্ত করা।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

অর্থ: [তাহলে সকল সৃষ্টির রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?] সূরা আস-সাফ্ফাত: ৮৭।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর প্রতি সুধারণার প্রকৃত রূপ সুন্দর আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ইহসানের সাথে সুধারণা অনেক উপকারী। আল্লাহর অধিক অনুগত মানুষরাই তাঁর প্রতি সবচেয়ে সুন্দর ধারণা পোষণ করে থাকে। বান্দা তার রবের ব্যাপারে যত সুন্দর ধারণা পোষণ করে, তার আমলও অবশ্যই তত সুন্দর হয়। আর যার কর্ম মন্দ হয় তার ধারণাগুলোও মন্দ হয়। যখন সুধারণার সাথে পাপকর্মে মিলিত হয়, তখন আল্লাহর কৌশল (শাস্তি) থেকে নিরাপদ হওয়ার ধারণা চলে আসে। সুধারণা যদি ব্যক্তিকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে, তবেই সেটা উপকারী। অন্তরে এর ঘাটতি তৈরি হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অবাধ্যতা প্রকাশ পায়।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

আল্লাহর ফয়সালাতেই কল্যাণ নিহিত[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা আপনারা যা প্রকাশ করেন ও গোপন রাখেন, তার মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর বিষয়।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম নাম দ্বারা নিজের নামকরণ করেছেন। পরিপূর্ণ গুণাবলী দ্বারা নিজেকে বিশেষায়িত করেছেন। তিনি সৃষ্টিজীবকে সুদৃঢ় ভাবে এবং বিশ্বজগতকে সুসংযত ভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুর মালিক, নিজ রাজত্ব সঠিকভাবে পরিচালনা করেন। চলমান বা স্থির কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে চলে না ও স্থির থাকে না। তিনি আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। তিনি ফয়সালা করেন, তাঁর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করারও কেউ নেই। তিনি মহাশক্তিশালী, তিনি বাঁধাগ্রস্ত হন না। তিনি সুমহান, সুউচ্চ, তিনি যা করেন তার জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং সৃষ্টিকুলের সবাই জিজ্ঞাসিত হবে। তিনি পরম দয়ালু, তাঁর রহমতের মধ্যেই সৃষ্টিকুল চলাচল করে। মা সন্তানের প্রতি যতটা মমতাময়ী, তার চেয়েও তিনি বান্দার প্রতি অধিক করুণাশীল। তিনি প্রতিদান দানকারী, তাঁকে খুশি করার জন্য কেউ কিছু বর্জন করলে, তাকে তিনি আরো বেশি প্রদান করেন। তিনি নিজ বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাদেরকে তাদের অজান্তেই অনেক নেয়ামত দিয়ে থাকেন। তিনি রিযিকদাতা, রিযিকের দ্বার উন্মুক্তকারী, তিনি আসমান ও জমিনের রিযিকের দরজাসমূহ বান্দাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ قُلِ ٱللَّهُ﴾

(১) ১২ ই রবিউস সানী, ১৪২৯ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

অর্থ: [বলুন, আসমানসমূহ ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেন? বলুন, আল্লাহ।] সূরা সাবা: ২৩। তিনি মহাদানশীল। তিনি মুক্তহস্তে দান করেন। দানের ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোন পর্দা নেই।

বান্দা দুর্বল ও অভাবী। তাড়াহুড়াকারী এবং অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। সে জানে না আগামীকাল কী ঘটবে? কোথায় তার মৃত্যু হবে? মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।] সূরা আন-নাহল: ৭৮। মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি পরম করুণাময় ও দয়ার্দ্র। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাদের বিষয়গুলো তাঁর উপর ন্যস্ত করতে, তাঁর উপর ভরসা করতে এবং তাদের ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে।

আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরে বিশ্বাস করা ঈমানের একটি রূকন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার যা এখতিয়ার করেন তার প্রতি ঈমান রাখা ও সন্তুষ্ট থাকার কারণগুলো নবী সাঃ সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। যেহেতু গায়েবী বিষয়গুলো অজানা এবং তার মধ্যে কী হিকমত রয়েছে তাও অজানা, তাই তকদীরে বিশ্বাস করা আবশ্যক। জাবের রাঃ বলেন: ((রাসূল সাঃ আমাদেরকে সকল বিষয়ে ইস্তিখারার শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।)) (সহীহ বুখারী) বান্দার জন্য আল্লাহ যা ফয়সালা করেন তা বান্দা নিজের জন্য যা কামনা করে তার চেয়ে মঙ্গলজনক। কেননা বান্দা তার নিজের প্রতি যতটা দয়ালু, তিনি বান্দার প্রতি তার চেয়েও অধিক দয়ালু। বান্দা যা চায় তা না দিয়ে, তিনি তার জন্য যা গচ্ছিত রাখেন তা-ই তার জন্য অধিক উপকারী, যদিও তার অন্তর অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**মুমিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর, তার সবকিছুই কল্যাণময়। আর মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে না। সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করলে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-মসিবতে জর্জরিত হলে ধৈর্য্য ধারণ করে, ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর।**)) (সহীহ মুসলিম)

মুসলিম ব্যক্তি যেসব মসিবত ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়, তা দ্বারা আল্লাহ তাকে সুসংগঠিত করার জন্য পরীক্ষায় ফেলেন। তাকে দেয়ার জন্য যাচাই করেন এবং তার সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য তাকে বঞ্চিত করেন। কখনো কখনো অপছন্দনীয় বস্তু প্রিয় বস্তুকে নিয়ে আসে, আবার কখনো কখনো প্রিয় জিনিসের কারণে অপ্রিয় বস্তুর আগমন ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬। বিভিন্ন বালা-মসিবতে জর্জরিত করার মাধ্যমে কত বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন ও বহু কিছু দান করেছেন, অথচ সে জানেই না! ইবরাহীম আঃ বৃদ্ধ হবার পর সন্তান হিসেবে ইসমাঈল আঃ-কে দান করা হল। তিনি তাকে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু পরীক্ষাস্বরূপ আল্লাহ তাঁকে জবাই করতে আদেশ করলেন। সন্তান জবাইয়ের এ আদেশটিও ইবরাহীম খলীল আঃ বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিলেন। ফলে এটা তাঁর জন্য হল মহাকল্যাণকর। তারপর তাঁর সন্তানকে আল্লাহ জবেহ থেকে নাজাত দিলেন। ইসমাঈল সঙ্গে থেকে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। ইসমাঈলের পর ইসহাক, তারপর ইয়াকূবকে দান করলেন। এরপর যত নবী এসেছেন তাঁরা সবাই ইবরাহীম আঃ-এর বংশ ধারা থেকেই এসেছেন।

ইসমাঈল আঃ-এর মা হাজেরা আঃ-কে স্বামী ইবরাহীম আঃ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাসহ আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় রেখে আসেন। অনুর্বর উপাত্যকায় যেখানে কোন তৃণলতা বা মানুষজন ছিল না। ধ্বংস হওয়ার উপক্রম অবস্থা সেখানে। কেননা ছিল না পানি, ছিল না আশ্রয় নেয়ার মত কোন স্থান। এমতবস্থায় তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে ছুটাছুটি করে খুঁজতে লাগলেন- কোন মানুষজন দেখা যায় কিনা? কিন্তু কাউকে দেখলেন না। তবে আল্লাহ যা পছন্দ করেছেন তাতেই রয়েছে কল্যাণ। জিবরাঈল আঃ আগমন করে দু'ডানা দিয়ে জমিনে আঘাত করলেন, তাৎক্ষণাৎ যমযম পানির সুপেয় ঝর্ণা বইতে লাগল। সেই পানি এখনো পান করছেন হাজী, উমরা পালনকারী ও অন্যান্য মানুষ। এটা তো আল্লাহর উপর হাজেরার তাওয়াক্কুলের বরকতেই হয়েছে। তিনি যেভাবে সাফা-মারওয়া পাহাড় দুটিতে সায়ী করেছিলেন, মানুষ এখনো সেভাবেই সায়ী করেন।

ইউসুফ আঃ তার মমতাময় স্নেহশীল পিতার সান্নিধ্যে বাস করছিলেন।

ভাইদের সাথে তার খেলতে যাওয়াকেও তার পিতা ভয় করতেন। তারা বলেছিল:

﴿ أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدٗا يَرۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾

অর্থ: [আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলাধুলা করবে। আর আমরা অবশ্যই তার হেফাযতকারী হব।] সূরা ইউসুফ: ১২। তারপর পিতার যত্ন ও আদরের ভিতর থেকে তাকে বের করে আনা হয়। তিনি পিতার আদর ও ভাইদের সঙ্গকে মিস করতে থাকেন। তাকে একাকী কুয়ার গভিরে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে দান করেন বংশীয় মর্যাদা, শারীরিক সৌন্দর্য্য ও যৌবন। ফলে জনৈকা নারী তাকে কুপ্ররোচনা দিলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বললেন:

﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَ ﴾

অর্থ: [আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় তিনি আমার মনিব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন।] সূরা ইউসুফ: ২৩। ফলে আল্লাহ তার জন্য চিরস্থায়ী প্রশংসার ব্যবস্থা করলেন। তাকে আদর্শ বানালেন যুবকদের জন্য। কিভাবে শালীনতা অবলম্বন করতে হয় ও নির্জনে আল্লাহকে ভয় করতে হয়। কুয়ায় নিক্ষিপ্ত থাকার পরও তাকে আল্লাহ রেসালাত দিলেন এবং রাজত্বের ভান্ডার তার করতলগত করলেন। এমনকি তার নামে একটি সূরাও নাযিল করলেন কুরআনে যা কেয়ামত অবধি তেলাওয়াত করা হবে।

আইয়ূব আঃ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সঙ্গী সাথীরা তাকে বর্জন করেছিল, সন্তানাদিও মারা গেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিশেষ দয়ায় তার জন্য আরোগ্য ও অসংখ্য নেয়ামত গচ্ছিত করে রাখেন। অবশেষে তিনি রোগমুক্ত হন, তাকে আল্লাহ সমসংখ্যক সন্তানাদি দান করেন এবং তাকে ধৈর্যশীলদের জন্য উপমা বানান। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ۞
فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ فَكَشَفۡنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرّٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ
رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰبِدِينَ ﴾

অর্থ: [আর স্মরণ করুন আইয়ূবকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম, তাকে পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং আরো দিলাম তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ, আমার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতস্বরূপ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৩-৮৪।

ইউনুস আঃ-কে নৌকা থেকে সমুদ্রের গভীরে নিক্ষেপ করা হয়, ফলে তাকে বিশাল একটি মাছ গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু আল্লাহই তাকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করেন ও নিজের যত্নে পরিচর্যা করেন। ফলে মাছটি তাকে সমুদ্রের তীরে নিক্ষেপ করে, অথচ তিনি তার পেটের মধ্যে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। পরে তাকে ছায়া প্রদানের জন্য তার উপর লতা জাতীয় গাছ উদগত করেন। এরপর তাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের কাছে। অতঃপর এরা সবাই ঈমান আনলো, ফলে কিছু কালের জন্য আল্লাহ তাদেরকে জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলেন। অতএব ইউনুস (আ.)এর পরীক্ষায় পতিত হওয়া তাঁর জন্য ও তার জাতির জন্য মঙ্গলজনকই ছিল। এমনকি তাঁর চলে যাওয়ার পর যারা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জন্যও। কেননা তিনি যে দোয়াটি করেছিলেন তা যে কেউ করলে বিপদ থেকে তাকে আল্লাহর উদ্ধার করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ
أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ *
فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾

অর্থ: [আর স্মরণ করুন যুন-নূন (ইউনুস আ.)কে, যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না। তারপর তিনি মাছের পেটের অন্ধকারে দুয়া করেছিলেন যে, আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই, আপনি কতই না পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭-৮৮। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তিমি মাছের পেটে থাকাবস্থায় যিন-নূন এর দোয়াটি হল:**

﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

যদি কোন মুসলিম কোন বিপদে পড়ে এটা দ্বারা দোয়া করে, তবে আল্লাহ তাকে সাড়া দিবেন।)) (সুনানে তিরমিযি)

যাকারিয়া আঃ দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত সন্তান থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তার হাঁড়-হাড্ডি দুর্বল হয়ে যায় ও মাথার চুল পেকে যায়। তিনি দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হন। ফলে এ বিলম্বের পরিণতি হয়েছিল যে, ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে একটি ছেলে সন্তানের সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আর এই ছেলেটির নামকরণ যিনি করেছেন তিনি হলেন আল্লাহ। তাকে এমন একটি নাম দিয়েছেন, ইতিপূর্বে কেউ এরকম নাম রাখেনি। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾

অর্থ: [হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। এ নামে আগে আমি কাউকে নামকরণ করিনি।] সূরা মারইয়াম: ৭। তাকে তার মা গর্ভধারণ করার আগেই তার পিতাকে আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, তার সন্তানের জীবন কেমন হবে, যাতে তার হেদায়াতের কারণে তার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

﴿ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾

অর্থ: [সে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকৃত কালেমাকে সত্যায়নকারী, নেতা, ভোগ-আসক্তিমুক্ত এবং পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী।] সূরা আলে ইমরান: ৩৯।

আল্লাহ তায়ালা মুসা আঃ-এর মাকে স্বীয় দুগ্ধপোষ্য সন্তান মুসাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন। বাহ্যত এতে ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু আল্লাহ তাকে হেফাযত করলেন এবং অন্য কোন নারীর দুধ পান তার জন্য হারাম করলেন। ফলে তাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন, তিনিই তাকে দুধ পান করিয়েছেন আবার এর মূল্যও গ্রহণ করেছেন।

তারপর মুসা আঃ ফেরাউনের বাড়িতে আরাম-আয়েশে বড় হতে লাগলেন। এরপর তিনি আরেকটি পরীক্ষায় পড়লেন। নেতৃবৃন্দ তাঁকে হত্যার করার জন্য পরিকল্পনা করছে। ফলে তিনি আতঙ্কিত হয়ে সন্তর্পণে মিসর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তৃণহীন মরুভূমি অতিক্রম করে চলতে চলতে তিনি অজানা শহর মাদইয়ানে এসে পৌঁছলেন। তারপর আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন:

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾

অর্থ: [হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল।] সূরা আল-কাসাস: ২৪। অতঃপর এ কষ্ট ও পরীক্ষার পর আল্লাহ তাকে রেসালাত ও নবুওয়াত দান করলেন এবং সরাসরি তার সাথে কথা বললেন ও তাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী রাসূল হিসেবে মনোনীত করলেন।

মারইয়াম আঃ-এর মা একটি পুত্র সন্তান লাভের আশা করেছিলেন, কিন্ত আল্লাহ তাকে কন্যা সন্তান দান করেন। ফলে এর পরিণতিও অনেক মঙ্গলজনক হয়। কেননা এ কন্যা সন্তানই অবশেষে একজন নবী-রাসূলকে জন্ম দেন।

মারইয়াম আঃ নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন, ফলে তিনি স্বামী ছাড়াই আল্লাহর আদেশে অন্তসত্বা হন। আর তিনি সমস্যার ভয়ানক অবস্থায় বলেছিলেন:

﴿ يَٰلَيۡتَنِي مِتُّ قَبۡلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسۡيٗا مَّنسِيّٗا ﴾

অর্থ: [হায়, এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতাম!] সূরা মারইয়াম: ২৩। তবে আল্লাহই তো প্রজ্ঞাবান ও সর্বজান্তা। তিনি এ গর্ভধারণকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানালেন। মারইয়াম আঃ স্বামী ছাড়াই গর্ভ ধারণ করলেন এবং সন্তান প্রসব করলে সে হবে নবী, আর তার ও তার সন্তানকে আল কুরআনে করবেন চির স্মরণীয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থ: [আর তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম সৃষ্টিজগতের জন্য এক নিদর্শন।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৯১।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ পিতা-মাতা হারা অবস্থায় ইয়াতীম হয়ে বেড়ে উঠেন। তার কোন ভাই-বোন ছিল না যাদের সাথে উঠাবসা করবেন। কিন্তু আল্লাহই তাকে আশ্রয় দেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ﴾

অর্থ: [তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।] সূরা আদ-দোহা: ৬। জিবরাঈলের সহচর্যে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে আনা হয় এবং তাঁর জন্য আল্লাহ জান্নাতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মেহমানদারী প্রস্তুত

করে রেখেছেন।

﴿ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ﴾

অর্থ: [আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় (আখেরাত) পূর্ববর্তী সময়ের (দুনিয়ার) চেয়ে শ্রেয়।] সূরা আদ-দোহা: ৪।

সাহাবাগণ রাঃ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে এসেছেন। তাঁরা মাতৃভূমি ও স্বজনদের ছেড়ে অন্য ভূমিতে ও অন্য সম্প্রদায়ের নিকটে আগমণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনের বাহক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের অধিকারী করেছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗا﴾

অর্থ: [আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী।] সূরা আত-তাওবা: ১০০।

ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার উদ্দেশ্যে নবী সাঃ সাহাবাদেরকে নিয়ে হুদায়বিয়ায় পৌঁছেন। তাঁদের সংখ্যা চৌদ্দশত ছিল। মুশরিকরা তাঁদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় এবং অবশেষে তারা আগামী বছর আগমণ করবেন এই সন্ধিতে সম্মত হয়। এতে সাহাবীদের হৃদয় ব্যাথাতুর হয় এবং উদ্বিগ্ন হয়। যেহেতু তারা বায়তুল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। তাদেরকে ফেরত যেতে আদেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তারা সে উদ্দেশ্যেই এসেছেন। অবশেষে তারা এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) আদেশে সাড়া প্রদান করলেন। তারপর তাঁরা পরের বছর মক্কায় আসলেন এবং যে উমরাটি করতে পারেননি, তার পরিবর্তে আল্লাহ তাদেরকে উমরার সুযোগ দিলেন এবং শক্তি ও সম্মান দান করলেন। এবার তাঁদের সংখ্যা হল দশ হাজার। তারা মক্কা বিজয়ের বছরে বিনা যুদ্ধে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল। নবী সাঃ কা'বার চারপাশের মূর্তিগুলো এ আয়াত পাঠ করতে করতে ভাঙ্গতে লাগলেন:

﴿ وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ ﴾

অর্থ: [আর বলুন, হক এসেছে ও বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে।] সূরা বনী-ইসরাঈল: ৮১। ফলশ্রুতিতে দিগ-দিগন্তে দ্বীন ছড়িয়ে পড়ল।

যে ব্যক্তি তার যৌবনকালে আল্লাহর আনুগত্যের উপর বেড়ে উঠবে,

নিজেকে হারাম ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রাখবে, তাহলে আল্লাহ তাকে এমন দিনে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন এ ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।

অবৈধ নারীর প্রতি আসক্তি যদি তাকে অন্যায়ের পথে আহ্বান করে, আর সে আল্লাহর ভয়ে তাকে পরিহার করে, তবে আল্লাহ তাকে স্বীয় আরশের ছায়াতলে তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দাদের সাথে সমবেত করবেন। কাতাদাহ রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি হারাম কাজ করতে সক্ষম হয়েও তা আল্লাহর ভয়ে ছেড়ে দেয়, পরকালের আগেই এ দুনিয়াতেই আল্লাহ তাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু বিনিময় হিসেবে দান করেন।))

যে ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, পরকালে আল্লাহ তাকে এমন বিনিময় দিবেন যা কোন চক্ষু দেখেনি। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**মহান আল্লাহ বলেন: যখন আমি কোন বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর (চোখের জ্যোতি নষ্ট হওয়া) দ্বারা পরীক্ষা করি, আর সে তাতে ধৈর্য ধরে, তাহলে এ দুটোর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দিব।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ বান্দার জন্য যা মঙ্গলজনক তাই চয়ন করেন- এ কথাটি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, বালা-মসিবত তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, কঠিন বিষয় তার কাছে সহজ হয়ে যায়। আল্লাহর অনুগ্রহ, দান ও উত্তম চয়নের প্রতি আস্থাবান হয়ে যে বালা-মসিবতে পতিত হয়েছে তার প্রতিদান তাঁর কাছে সঞ্চিত করে রাখে (যা কিয়ামত দিবসে তিনি তাকে প্রদান করবেন)।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

অর্থ: [কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা কোন কোন বান্দার জন্য উচ্চ মর্যাদা নির্ধারণ করেন। অথচ তাদের আমল ঐ মর্যাদার উপযুক্ত নয়। তখন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলেন, যাতে তারা (ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে) ঐ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। যে ব্যক্তি বিপদে ধৈর্য ধরে এবং তা আল্লার উপর ন্যস্ত করে, আল্লাহ তাকে সন্তুষ্টি ও দৃঢ় বিশ্বাস দান করেন, তার শেষ পরিণতি প্রশংসনীয় করেন। আল্লাহর হারামে লিপ্ত হওয়ার আগ্রহ প্রচন্ড হয়, তা করার জন্য নফ্স কামনা করে, কিন্তু বান্দা তা থেকে বিরত হয়। তাহলে তা বর্জনের প্রতিদান বিশাল হয়, তা থেকে বিরত থাকার জন্য নফসের সাথে মুজাহাদার সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তাকে এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু দেয়া হয়।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাকওয়াতেই রয়েছে নেয়ামতের বৃদ্ধি ও আযাব-গযবের প্রতিরোধ।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির তাকদীর ও আয়ু নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের আচরণ ও আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি তাদের জীবন উপকরণ ও ধন-সম্পদ ভাগ করে দিয়েছেন। জীবন- মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, কে উত্তম আমল করতে পারে। আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরে বিশ্বাস ঈমানের একটি রূকন। দুনিয়ায় চলমান বা স্থির যা কিছু আছে তা সবই তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে হয়। জগতে যা কিছু ঘটে তা আল্লাহরই ফয়সালা ও সৃষ্টি। এ দুনিয়া কষ্ট-ক্লেশ ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। এখানে সঙ্কট ও ভয় অবধারিত, বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা ঠান্ডা-গরমের ন্যায় বান্দাকে আক্রান্ত করবেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

অর্থ: [আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৫।

বিভিন্ন ত্যাগ-তিতীক্ষা হচ্ছে এমন পরীক্ষা যা দ্বারা কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন:

﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾

(১) ৫ ই মহররম, ১৪২২ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

অর্থ: [মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই অব্যাহতি দেয়া হবে, অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?] সূরা আল-আনকাবূত: ২। পরিশোধন ছাড়া অন্তর পরিশুদ্ধ হয় না। বালা-মসিবত মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি বালা-মসিবত ছাড়াই নিজের সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করে, সে তো দায়িত্ব কী তা-ই জানে না এবং নিরাপত্তাও অনুধাবন করতে পারে না।)) প্রত্যেক আত্মাকেই বেদনা সহ্য করতে হয়, চাই তা ঈমান আনুক অথাব কুফুরী করুক। জীবন তো নানা সমস্যা ও বিপদ যাত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই কেউই কষ্ট-ক্লেশ ও ব্যথা-বেদনা থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি কামনা করতে পারে না।

মানুষ তার জীবনে নেয়ামতের পরিবর্তন ও সমস্যার আগমণের মধ্যেই চলতে থাকে। ফেরেশতারা আদম আঃ-কে সিজদা করেছিল। তারপর কিছুকাল পরেই তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়। পরীক্ষা মানেই তো লক্ষ্য ও ইচ্ছার বিপরীত জিনিস। প্রত্যেকেই অবধারিতভাবে পরীক্ষার তিক্ততা গ্রাস করে থাকে, কেউ কম, আর কেউ বেশি। মুমিন বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়, তাকে পরিশালিত করার জন্য, শাস্তি দেয়ার জন্য নয়। সুখের সময় বিভিন্ন ফেতনা ও দুঃখের সময়ও নানাবিধ পরীক্ষায় ফেলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَبَلَوۡنَٰهُم بِٱلۡحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴾

অর্থ: [আর আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৮।

কখনো কখনো অপ্রিয় জিনিস কল্যাণ বয়ে আনে, আবার কখনো প্রিয় জিনিসও অকল্যাণ বয়ে আনে। কাজেই আনন্দদায়ক বিষয় থেকে কোন ক্ষতি যে হবে না সে বিষয়ে নিরাপদ হয়ে যাবেন না, অনুরূপভাবে বাহ্যত অপছন্দনীয় কিছু থেকে ভাল কিছু আসবে না মর্মেও হতাশ হবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

অর্থ: [কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬।

কাজেই মসিবতে পড়ার আগেই এ বিষয়টা মানিয়ে নিন, যাতে বিপদ আসলে তা আপনার জন্য হালকা হয়। মসিবতে পড়লেই ঘাবড়ে যাবেন না, কেননা আল্লাহর নিকট সব ধরণের বালা-মসিবতের নির্দিষ্ট একটা সময়সীমা রয়েছে। তাই আজেবাজে কথা বলে অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না। কেননা কখনো মুখ থেকে এমন কথাও বের হয়, যার কারণে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

বিচক্ষণ মুমিন বড় বড় বিপদেও নিজেকে স্থির রাখে। অন্তর পরিবর্তন হয় না এবং মুখে অভিযোগের সুরও উঠে না। নিজের নফসের উপর মসিবতকে হালকা করুন, সওয়াব প্রাপ্তি ও বিষয়টি সহজ হওয়ার প্রতিশ্রুতির দ্বারা, যাতে হায়-হুতাশ ছাড়াই বিপদ কেটে যায়। জ্ঞানীরা বিপদের সময় দৃঢ় থাকে। যাতে শত্রুদের দ্বারা গালমন্দের স্বীকার না হন। কেননা শত্রু মসিবতে পড়লে মন আনন্দিত হয় ও প্রফুল্ল হয়। তাই কষ্ট ও বেদনা গোপন রাখা বিচক্ষণদের বৈশিষ্ট্য। অতএব বালা-মসিবতের উষ্ণতায় ধৈর্য ধরুন, অতি দ্রুতই প্রস্থান করবে। এর সীমা হবে কয়েকদিনের ধৈর্য। দৃঢ়তার অভাবে অনেকেই ধ্বংস হয়ে গেছে, আর ধৈর্যশীলদেরকে উত্তম প্রতিদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾

অর্থ: [আর যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তারা যা করত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিব।] সূরা আন-নাহল: ৯৬। আর তাদের প্রতিদানও হবে বহুগুণ। আল্লাহ বলেন:

﴿ أُولَٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾

অর্থ: [তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে।] সূরা আল-কাসাস: ৫৪। তাদের প্রতিদান হবে অগণিত। আল্লাহই তাদের সঙ্গে রয়েছেন। সাহায্য ও উত্তোরণ তো ধৈর্যের সাথেই সম্পৃক্ত।

হে মসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি! আপনার রব আপনাকে বঞ্চিত রেখেছেন, আপনাকে প্রদান করার জন্যই। আপনাকে মসিবতে জর্জরিত করেছেন, আপনাকে রক্ষা করার জন্যই। আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন পঙ্কিলতামুক্ত করার জন্য। তিনি নেয়ামত প্রদান করে পরীক্ষা করেন, আবার পরীক্ষায় ফেলেও নেয়ামত দান করেন। কাজেই আপনাকে যে রিযিকের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে টেনশন করে সময়কে নষ্ট করবেন না। আয়ু যতদিন অবশিষ্ট থাকবে, রিযিকও

ততদিন আসতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا﴾

অর্থ: [আর জমিনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।] সূরা হুদ: ৬। যখন আল্লাহ স্বীয় হিকমতে আপনার উপর রিযিকের কোন দ্বার বন্ধ করেন, তখন তিনি তাঁর রহমতে আপনার জন্য এর চেয়েও উপকারী পথ উন্মুক্ত করেন।

বালা-মসিবতের দ্বারা ভালো মানুষদের মর্যাদা উন্নীত হয়, নেককারদের প্রতিদান বর্ধিত করা হয়। সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাঃ বলেন: ((আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন? তিনি বললেন: **নবীগণ, তারপর সৎকর্মশীলগণ, তারপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীগণ, এভাবে..। মানুষকে তার দ্বীনদারিতার অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। সে যদি তার দ্বীনদারিতায় অবিচল হয় তবে পরীক্ষাও বেশি হয়। আর যদি তার দ্বীনদারিতা হালকা হয় তবে পরীক্ষাও হালকা হয়। বান্দার উপর বালা-মসিবত লেগেই থাকে, অবশেষে সে জমিনের বুকে চলাফেরা করে এমন অবস্থায় যে, তার কোন গোনাহই থাকে না।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

বালা-মসিবতের পথ অতিক্রম করা কঠিন। এ পথে আদম আঃ কষ্ট সহ্য করেছেন। ইবরাহীম খলীলকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। ইসমাঈল আঃ-কে জবাই করার জন্য শোয়ানো হয়। ইউনুস আঃ-কে মাছের পেটে নিক্ষেপ করা হয়। আইয়ূব আঃ-কে রোগ-ব্যাধি অনেক কষ্ট দেয়। অল্প মূল্যে ইউসুফ আঃ-কে বিক্রি করে দেয়া হয় এবং তাকে শত্রুতাবশত কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়, আবার অন্যায়ভাবে তাকে জেলখানায় বন্দী করা হয়। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ তো নানাবিধ অত্যাচার-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন।

আপনিও বালা-মসিবতের এ নিয়মের মধ্যেই চলছেন। দুনিয়া কারো জন্য নিষ্কলুষ নয় যদিও সে এ থেকে কাম্য বস্তু অর্জন করুক না কেন। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বালা-মসিবতে জর্জরিত করেন।**)) (সহীহ বুখারী) জনৈক মনীষী বলেছেন: ((আল্লাহ তায়ালা যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার বালা-মসিবত লেগেই থাকে।))

প্রকৃতপক্ষে আসল মসিবত হল দ্বীনী মসিবত। এ ছাড়া অন্যান্য মসিবত মূলত বিপদমুক্তি, তাতে রয়েছে মর্যাদা বৃদ্ধি ও পাপ মোচন। যে নেয়ামত আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয় না তা নেয়ামত নয়, বরং সেটা বিপদ। প্রকৃত

মসিবতগ্রস্ত সেই ব্যক্তি যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই দুনিয়ার যা আপনার হাতছাড়া হয়েছে সেজন্য হতাশ হবেন না। এগুলো আকস্মিক বিষয়, যা সাময়িক চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করে। মানুষ তাদের দুশ্চিন্তার মাত্রানুপাতে কষ্ট পায়। হাত ছাড়া বিষয়/মসিবত থেকে আনন্দিত হওয়াটাই প্রকৃত চিন্তনীয় বস্তু। আর এ থেকে বেদনা-কষ্ট মূলত এর মজা থেকেই উদগত এবং এর উপর দুশ্চিন্তার উৎপত্তি মূলত এতে যে আনন্দ রয়েছে তা থেকেই। আবু দারদা রাঃ বলেন: ((আল্লাহর কাছে দুনিয়া তুচ্ছ হওয়ার অন্যতম কারণ হল: এখানেই তাঁর অবাধ্যতা করা হয়। আর তাঁর কাছে যা আছে তা অবাধ্যতা বর্জন ছাড়া হাসিল করা যায় না।))

অতএব যা আপনার হাতছাড়া হয়েছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় না থেকে তার চেয়ে উপকারী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকুন। যেমন: ভুল সংশোধন অথবা ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা মহাপ্রভুর দরবারে দ্বারস্থ হওয়া। মসিবত দ্রুত কেটে যাবে এরকম আভাস খেয়ালে নিয়ে আসুন, তাহলে তা হালকা হয়ে যাবে। যদি সঙ্কটের দূর্যোগ না থাকত, তাহলে স্বস্থির মজা অনুভব করা যেত না। মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে আশাহীন হোন, তাহলে আপনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবেন। নিরাশ হবেন না, হলে অপদস্থ হবেন। আপনার উপর আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের কথা স্মরণ করুন এবং অবধারিত তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে চিন্তাকে প্রতিহত করুন। দীর্ঘ রাত পোহাবার পরেই প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হয়। চিন্তার শেষ প্রান্তে উত্তোরণের প্রথম ধাপ রয়েছে। সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং এক অবস্থার পর আরেক অবস্থার আগমণ ঘটে। যত কঠিন সময় আসুক না কেন তা হালকা হবেই। নিরাশ হবেন না, যদিও বিপদাপদ চেপে ধরে, কেননা একবারের কষ্ট দুই বারের সুখ ও আরামের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। আপনি আল্লাহর নিকট মিনতি করুন, আপনার দিকেই সমাধান/উত্তোরণ আলোকিত হয়ে আসবে। আল্লাহকে আঁকড়ে ধরে যখনই ধৈর্য্যের পিয়ালায় চুমুক দিবে, তখনি তার সামনে সমাধানে দরজা খুলে যাবে। উন্মুক্ত হয়েছে; ইয়াকুব আঃ যখন দীর্ঘ কাল ছেলেকে হারিয়ে থাকলেন, তিনি সংকট উত্তরণে নিরাশ হননি। যখন তিনি আরেক সন্তানকে হারালেন, তখনও একক সত্তার নিকট আশা ছিন্ন করেননি; বরং তিনি বলেছেন:

﴿ فَصَبۡرٞ جَمِيلٌۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًا﴾

অর্থ: [কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব, হয়ত আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দিবেন।] সূরা ইউসুফ: ৮৩।

আমাদের রবের জন্যই যেমন সকল প্রশংসা, তেমনি তাঁর নিকটেই অভিযোগ-অনুযোগ পেশ করতে হবে। যখন দিনগুলো সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে এবং পথ ও পন্থাগুলো রূদ্ধ হয়ে আসবে, তখন আপনার মসিবত দূর করতে ও বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা পোষণ করবেন না। রাত যখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং তার পর্দা নেমে যায়, তখন এ গভীর অন্ধকারে আকাশ পানে আপনার চেহারাকে উঠান এবং মিনতির স্বরে দু'হাত উপরে তুলুন ও মহাদাতাকে ডেকে ডেকে বলুন- তিনি যেন আপনার বিপদমুক্তি দেন এবং আপনার সববিষয়কে সহজ করে দেন। প্রবল আশা নিয়ে হৃদয় উজাড় করে দোয়া করলে, সেই দোয়া ফেরত দেয়া হয় না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴾

অর্থ: [নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন।] সূরা আন-নামল: ৬২। সর্বশক্তিমানের উপর তাওয়াক্কুল করুন এবং বিনয়-অবনত হৃদয়ে তাঁর নিকট আশ্রয় নিন, আপনার পথ খুলে যাবে। ফুযাইল বিন ইয়াজ রহঃ বলেন: (আপনি যদি সৃষ্টির প্রতি হতাশ হয়ে তাদের কাছে কিছু না চান, তবে আপনার মহান মালিক আপনার চাওয়া পূরণ করবেন।)

ইবরাহীম আঃ স্ত্রী হাজেরা ও সন্তান ইসমাঈলকে এক অনুর্বর উপাত্যকায় রেখে যান, যেখানে কোন গাছ-গাছালি ছিল না, ছিল না পানির ব্যবস্থা। এ সন্তানই নবী হয়ে পরিবারকে সালাত ও যাকাত আদায়ের আদেশ করেছেন। একাকী ইউনুস আঃ তৃণবিহীন প্রান্তরে হারিয়ে যাননি। যে ব্যক্তি তার বিষয়কে মাওলার উপর ছেড়ে দেয় সে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। যুন-নূন আঃ-এর এ দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করুন:

﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থ: [আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭। আলেমগণ বলেছেন: ((বিপদগ্রস্ত কেউ এ দোয়াটি পাঠ করলে আল্লাহ তার

বিপদাপদ দূর করবেন।)) ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((এটা পরীক্ষিত যে, কেউ এ দোয়াটি:

"رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ"

সাতবার পাঠ করলে আল্লাহ তার কষ্ট দূর করেন।)) দুয়াটির অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমি বিপদে পড়েছি, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াকারী।

কাজেই আপনার পার্শ্বকে আল্লাহর সামনে ছেড়ে দিন এবং আপনার আশাকে তাঁর সাথে জুড়ে দিন। সবকিছু পরম দয়াময়ের কাছে সোপর্দ করুন। মানুষের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে একমাত্র তাঁরই কাছে পরিত্রাণ কামনা করুন। বিশেষ করে দোয়া কবুলের সময়কে গুরুত্ব দিন, যেমন সিজদার সময় ও রাতের শেষাংশ। সাবধান! মসিবতকালীন সময়কে দীর্ঘ মনে করবেন না ও বেশি বেশি দোয়া করতে বিরক্তবোধ করবেন না। কেননা আপনি তো বালা-মসিবতের পরীক্ষায় নিপতিত। ধৈর্য্য ও দোয়ার মাধ্যমে ইবাদতে করুন। মসিবত দীর্ঘ হলেও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না। পরিত্রাণ অতি নিকটে। মুক্তির দুয়ার উন্মুক্তকারীর নিকট আবেদন করুন। তিনি মহাদানশীল। তিনিই বলেছেন:

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ﴾

অর্থ: [আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোন বিপদে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা থেকে উদ্ধারকারী আর কেউ নেই।] সূরা ইউনুস: ১০৭। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন। যাকারিয়া আঃ অতি বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে গেছিলেন, তারপরও তাঁকে উত্তম মানুষ ও উত্তম নবী (ইয়াহইয়া) দান করা হয়। ইবরাহীম আঃ-কে ছেলে সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, অথচ তার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ার কারণে নিরাশ হয়ে বলেছিলেন:

﴿ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٞ وَهَٰذَا بَعۡلِي شَيۡخًا﴾

অর্থ: [সন্তানের জননী হব আমি? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামী বৃদ্ধ!] সূরা হুদ: ৭২।

আপনার রিযিক যদি ধীরগতিতে আসে, তবে বেশি বেশি তওবা ও ইস্তিগফার পাঠ করুন। কেননা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধে জড়িত হলে শাস্তি অবধারিত হয়। যদি দোয়া কবুলের কোন সাড়া না পান, তবে নিজের অবস্থাকে ভাল করে যাচাই করুন, হতে পারে আপনার তওবা যথার্থ

হয়নি। তাই তাওবাকে বিশুদ্ধ করুন তারপর দোয়া করুন। মহানদাতা আল্লাহর চেয়ে কেউ অধিক দানশীল ও মুক্তহস্ত নয়। অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করুন। কেননা দান-সদকা বালা-মসিবত উঠিয়ে দেয়, দূর করে।

বিপদ কেটে গেলে বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করুন। জেনে রাখুন যে, নিরাপত্তার ধোঁকায় পতিত হওয়া বড় বিপজ্জনক বিষয়। কেননা শাস্তি কখনো কখনো দেরিতে আসে। তাই বিচক্ষণ মানুষ পরিণতির কথা চিন্তা করে।

সর্বদা দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন তাকদীর আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করেন। তাঁর পরীক্ষা ও বিধানে ধৈর্য ধারণ করুন ও তাঁর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করুন।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَاۚ

وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴾

অর্থ: [বলুন, আমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘটবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।] সূরা আত-তাওবাহ: ৫১।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

অবস্থা সবসময় একরকম থাকে না। সৌভাগ্যবান মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে। যদি সম্পদশালী হয় তবে তাকওয়া তার আমলকে সুশোভিত করে। যদি অভাবে পড়ে তবে তাক্বওয়া তাকে অভাবমুক্ত করে। আর যদি পরীক্ষায় পতিত হয় তবে তাক্বওয়া তাকে পরিশালিত করে। কাজেই আপনি সর্বাবস্থায় তাক্বওয়াকে আঁকড়ে থাকুন। কেননা তাক্বওয়ার মাধ্যমে আপনি সংকীর্ণতার মধ্যেই প্রশস্থতা, অসুখ-বিসুখে সুস্থতা এবং অভাবের মধ্যেই ধনাঢ্যতা দেখতে পাবেন।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর প্রতিহত করার কোন উপায় নেই। যা নির্ধারিত নয় তা অর্জন করারও উপায় নেই। কাজেই তাকদীরকে বেষ্টনকারী বিষয় হল সন্তুষ্টি ও ভরসা। চয়ন ও পরিচালনায় আল্লাহই একক। বান্দার নিজের কল্যাণের প্রচেষ্টার চেয়ে আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেন তা-ই অধিক উত্তম। বান্দা নিজের উপর যতটা দয়াশীল আল্লাহ তার উপর তার চেয়ে বেশী দয়াশীল দাউদ বিন সুলায়মান রহঃ বলেন: ((তিনটি জিনিস দ্বারা বান্দার তাকওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়: এক. যা অর্জন হয়নি সে বিষয়ে উত্তমভাবে তাওয়াক্কুল করা, দুই. যা পেয়েছে তাতে সুন্দরভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তিন. যা পায়নি বা হাতছাড়া হয়েছে তার উপর উত্তমভাবে ধৈর্য ধারণ করা।))

যে ব্যক্তি আল্লাহর এখতিয়ারে সন্তুষ্ট থাকে সে এমন অবস্থায় তাকদীরকে আলিঙ্গন করে যে, সে তখন প্রশংসিত, কৃতজ্ঞ ও দয়াপ্রাপ্ত হয়। আর যদি সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে তার উপর তাকদীরে নির্ধারিত বিষয় ঘটবে এমন অবস্থায় যে, সে হবে লাঞ্ছিত, দয়া থেকে বঞ্চিত। এতদসত্ত্বেও তাকদীরের নির্ধারিত বিষয় থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই। জনৈক বুদ্ধিজীবিকে জিজ্ঞেস করা হল: ((স্বাবলম্বিতা কী? তিনি বললেন: চাওয়া কম হওয়া এবং যতটুকু আপনার জন্য যথেষ্ট তাতে সন্তুষ্ট থাকা।)) শুরাইহ রহঃ বলেন: ((বান্দা মসিবতে পড়লে তার জন্য তিনটি নেয়ামত রয়েছে: এক. এটা তার দ্বীনদারিতার উপর আসেনি, দুই.

যা হয়েছে তার চেয়েও বড় কিছু হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি, এবং তিন. আল্লাহ তাকে ধৈর্যশক্তি দান করেছেন, তাই সে ধৈর্য ধারণ করেছে।))

অতঃপর আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে আদেশ করেছেন ....

বালা-মসিবতে অবিচল থাকা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও নির্জনে তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ করেছেন এবং আচরণ ও আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি আসমান-জমিন এবং জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য। তিনি বলেন:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرۡشُهُۥ عَلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلًا ﴾

অর্থ: [আর তিনিই আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।] সূরা হুদ: ৭। কাজেই দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিপদ ও কষ্টের উপর। এখানে কেউ ক্ষুধার জ্বালায় পরীক্ষিত হয়, কেউ ভয়-আতঙ্কের দ্বারা, আবার কেউ জীবনহানীর দ্বারা, আবার কেউ সম্পদহানীর দ্বারা।

বিপদাপদ স্থান, কাল, পাত্র বা জাতকে চিনে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةً وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ ﴾

অর্থ: [আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৫।

তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের একটি রুকন। একজন মুমিন কঠিন ও গুরুতর বিষয়ের সম্মুখীন হলে স্থির থাকে। বালা-মসিবত ও পরীক্ষায়

(১) ২৬ শে মহররম, ১৪৩০ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

ঘাবড়ে যায় না। আল্লাহর ফয়সালা যেমনই হোক তার প্রতি ঈমান রেখে মানিয়ে নেয় এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নিজেকে তাঁর উপর ছেড়ে দেয়।

পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া মহৎ ব্যক্তিদের নিয়ম। নবী সাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হল: ((মানুষের মধ্যে কারা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন? তিনি বললেন: **নবীগণ, তারপর সৎকর্মশীলগণ, তারপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীগণ, এভাবে..। মানুষকে তার দ্বীনদারিতার অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। সে যদি তার দ্বীনদারিতায় অবিচল হয় তবে তার পরীক্ষাও বেশি হয়। আর যদি তার দ্বীনদারিতা পাতলা হয় তবে তার পরীক্ষাও হালকা হয়।**)) মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয় তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব প্রদান ও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**বালা-মসিবত বান্দার লেগেই থাকে। (আর এর মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ হয়) অবশেষে সে জমিনের বুকে চলাফেরা করে এমন অবস্থায় যে, তার কোন গোনাহই অবশিষ্ট থাকে না।**)) (মুসনাদে আহমাদ।) ইবনে রজব রহঃ বলেন: ((বালা-মসিবতের কদর তখনই জানা যাবে যখন কেয়ামতের দিন পর্দা খুলে দেয়া হবে।))

একজন মুসলিম দৃঢ়চেতা ও শক্তিশালী হয়। বিপদের সম্মুখীন হলে ভেঙ্গে পড়ে না। নবী সাঃ বলেছেন: ((**মুমিনের উদাহরণ হল শস্যক্ষেতের কোমল চারা গাছের ন্যায়** - উদগত হওয়া প্রথম কলি, **যাকে বাতাস একবার কাত করে ফেলে** অর্থাৎ হেলিয়ে দেয়, **আরেকবার সোজা করে দেয়** -অর্থাৎ: হেলে পড়ার পর আবার নিজ শক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। **আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হল ভূমির উপর শক্তভাবে স্থাপিত বৃক্ষের ন্যায়, যাকে কিছুতেই নোয়ানো যায় না। শেষে এক ঝটকায় শিকড়সহ উপড়ে যায়** অর্থাৎ দৃশ্যত তা শক্তিশালী মনে হলেও বাস্তবে তা দুর্বল, একবারেই উপড়ে পড়ে যায়।)) (বুখারী ও মুসলিম)

নবীগণের নীতি হল: বালা-মসিবতে শক্ত থাকা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও দ্বীনের উপর অবিচল থাকা। রাসূল সাঃ-এর একটি দোয়া হল: ((**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ**/**হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কাজে অবিচলতা এবং সৎপথের উপর দৃঢ়তা কামনা করছি।**)) (সুনানে নাসায়ী) ইবরাহীম খলীল আঃ মূর্তি ভেঙ্গে ফেললে শত্রুরা বলল:

﴿ فَأْتُواْ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعۡيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾

[তাকে জনসম্মুখে নিয়ে আস।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬১এ আমরা তাকে এমন শাস্তি দিব যা সকলেই অবলোকন করবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে ভয়

পেলেন না; বরং বললেন:

﴿أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾

অর্থ: [ধিক্ তোমাদের জন্য এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের জন্য!] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৭। তারা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দিল, কিন্তু তাতে আল্লাহর প্রতি তার আশা বৃদ্ধি পেল। তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾

অর্থ: [হে আমার রব! আমাকে এক নেককার সন্তান দান করুন।] সূরা আস-সাফ্ফাত: ১০০। ফলে আল্লাহ তাকে একজন সহনশীল সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। ইবরাহীম (আ.)কে তার পিতা বলল:

﴿يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾

অর্থ: [হে ইবরাহীম! যদি তুমি বিরত না হও তবে অবশ্যই আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব।] সূরা মারইয়াম: ৪৬। তাতেও তিনি দাওয়াতী কাজে দুর্বল হননি। বরং বলেছেন:

﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾

অর্থ: [আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।] সূরা মারইয়াম: ৪৭।

ইউসুফ আঃ জেলখানায় থাকা সত্ত্বেও দুশ্চিন্তা তাকে তাওহীদের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া থেকে বসিয়ে রাখতে পারেনি। তার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ﴾

অর্থ: [হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ উত্তম?] সূরা ইউসুফ: ৩৯।

লূত আঃ-কে তার স্বজাতি বলেছিল:

﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ﴾

অর্থ: [হে লূত! তুমি যদি নিবৃত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত

হবে।] সূরা আশ-শু'আরা: ১৬৭। তখন তিনি সাহসের সাথে তাদেরকে বললেন:

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণাকারী।] সূরা আশ-শু'আরা: ১৬৮। অর্থাৎ: অপছন্দকারী।

লোকেরা শুয়াইব আঃ-কে তাদের দ্বীন না মানলে এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করার হুমকি দেয়। তখন তিনি বলেছিলেন:

﴿قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَا﴾

অর্থ: [তোমাদের ধর্মের আদর্শ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব।] সূরা আল-আ'রাফ: ৮৯।

ইউনুস আঃ তিমি মাছের পেটে থাকা সত্ত্বেও তার দুশ্চিন্তা তাকে তার রবের সাথে সম্পর্কস্থাপন থেকে দূরে রাখতে পারেনি; বরং তিনি রবকে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করে ডেকে বলেছেন:

﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থ: [আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭।

ফেরাউন মুসা আঃ-কে পাগল বলে অপবাদ দেয় এবং বলে:

﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾

অর্থ: [তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো অবশ্যই পাগল।] সূরা আশ-শু'আরা: ২৭। কিন্তু মুসা আঃ তার কথায় কর্ণপাত করেননি; বরং তাকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন: আমার রব তিনিই যিনি:

﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

অর্থ: [তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা বুঝে থাক!] সূরা আশ-শু'আরা: ২৮। তাছাড়া ফেরাউন যখন মুসা আঃ-কে আতঙ্কিত করতে যাদুকরদেরকে একত্রিত করল:

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾

অর্থ: [মুসা বললেন, তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় হলো উৎসবের দিন।] সূরা ত্বা-হা: ৫৯। অর্থাৎ ঈদের দিন, যেন আমাদেরকে সকল মানুষ দেখতে পায়। সেই অবস্থাটি ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। তখন মুসা আঃ বললেন : তিনি ছিলেন আল্লাহর সাহায্যের উপর আস্থাবান এবং তাদের পরাজয়ের বিষয়ে নিশ্চিন্ত:

﴿ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾

অর্থ: [তোমরা যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর।] সূরা আশ-শু'আরা: ৪৩।

যখন বনী ইসরাঈলরা তাকে হেনস্তা করল এবং তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলো এবং বলল:

﴿ فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴾

অর্থ: [তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকব।] সূরা আল-মায়েদাহ: ২৪। এমতবস্থায়ও তিনি তার রবের আদেশ পালনে সময়ক্ষেপণ করেননি। বরং তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন এবং তার সাথে তার অনুসারীরাও যুদ্ধ করল। পরিশেষে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করলেন। তিনি যখন মিসর থেকে বের হলেন, তখন ফেরাউন তার পিছু নেয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সামনে সমুদ্র আর পিছনে ফেরাউনের বাহিনী! তখন:

﴿قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ﴾

অর্থ: [মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!] সূরা আশ-শুয়ারা: ৬৩। তখন মুসা আঃ আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহসের সাথে বললেন:

﴿ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ﴾

অর্থ: [কখনই নয়! আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার রব। সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।] সূরা আশ-শু'আরা: ৬২।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ মক্কার উপাত্যকায় তিন বছর অবরুদ্ধ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি দাওয়াতী কার্যক্রম স্থগিত করেননি। কাফেররা তাঁকে বিদ্রুপ করে বলেছিল: সে একজন যাদুকর, মিথ্যুক, পাগল। কিন্তু তিনি তাদেরকে এড়িয়ে চলেছেন। অবশেষে তারা তাকে মাতৃভূমি মক্কা থেকে বের করে দিল। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ ﴾

অর্থ: [যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন।] সূরা আত-তাওবাহ: ৪০। তারপর তিনি অন্য দেশে তার রবের রিসালতের দাওয়াতকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিলেন।

বদর যুদ্ধের সময় তিনি মুশরিকদের সংখ্যাধিক্য দেখে বললেন: 'আমাকে এদের ধরাশয়ী হওয়ার স্থানসমূকে দেখানো হয়েছে'। উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণ আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়েছেন। তিনি খায়বার অভিমুখে যুদ্ধের জন্য রাওয়ানা হয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধে তার বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী সমবেত হয়েছিল। তারপর তিনি মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে যাত্রা করেন। খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি বলেছেন: ((**এখন থেকে আমরাই তাদের উপর আক্রমণ করব, তারা আর আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না।**)) (সহীহ বুখারী) হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমগণ আক্রান্ত হন। তারপর তিনি তাবুকে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

উহুদে রাসূল সাঃ-এর সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয়, মাথা জখম করা হয় এবং মুখমন্ডল থেকে রক্ত ঝড়ানো হয়। ইহুদীরা তার উপর যাদু-মন্ত্র করেছে, তাঁর খাদ্যে বিষ মেশানো হয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন। নিজ পরিবারের উপর মিথ্যা অপবাদও দেয়া হয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় ছয়জন সন্তান মারা গিয়েছে। ফাতেমা রাঃ ছাড়া অন্য কোন সন্তান জীবিত ছিল না। এতকিছু হওয়ার পরও এগুলো তাকে জ্ঞান ও আলো বিতরণের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

রাসূলগণের ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ﴾

অর্থ: [আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।] সূরা আস-সাজদাহ: ২৪।

সাহাবায়ে কেরামকে তাদের ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারপরও এ উচ্ছেদ দ্বীনকে বিজয় করতে তাদেরকে দুর্বল করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালা পারস্য ও রোম সম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার তাদের করতলে এনে দেন। খন্দকের যুদ্ধে প্রচন্ড ঠান্ডা, ক্ষুধা এবং ভয়ে তাঁদের প্রাণ কণ্ঠাগত অবস্থায়

পতিত হয়েছিল, তবুও তারা দ্বীন প্রচারের জন্য ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

সাহাবীদেরকে মহা-মসিবত গ্রাস করেছিল। আর তা ছিল নবী সাঃ এর মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুর দুশ্চিন্তা তাদেরকে দমাতে পারেনি, বরং তারা আল্লাহর পথে দাওয়াত ও জিহাদ চালিয়ে গেছেন। তারা নবী সাঃ-এর জীবদ্দশার নীতির উপরই চলেছেন, এ জন্য আবু বকর রাঃ উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করেছেন।[১] মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধেও লড়েছেন। এভাবেই আল্লাহ ইসলামকে সাহায্য করেছেন এবং সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেছেন।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর দ্বীন অতি শক্তিশালী। আল্লাহই এই দ্বীনকে বিজয়কারী এবং তার অনুসারীদেরকে সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ লিখে রেখেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও।] সূরা আল-মুজাদালাহ: ২১। কোন সময় মুসলিমরা দুর্বল হলে আল্লাহই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যদি তারা সত্যিকারভাবে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ ﴾

অর্থ: [যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।] সূরা মুহাম্মাদ: ৭। যদি কোন ময়দানে মুসলিমরা ভেঙ্গে পড়ে, তবে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও। মুমিনের পরীক্ষা হালকা ও সাময়িক। আর কাফেরের পরীক্ষা কঠিন ও নিরবচ্ছিন্ন। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾

অর্থ: [তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।] সূরা আলে ইমরান: ১৩৯।

দুর্বলদের উপর কাফেরদের বিজয় উল্লাস তাদের জন্যই লাঞ্ছনাদায়ক। মহান আল্লাহ বলেন:

(১) রাসূল (সা.) জীবিত অবস্থায় উসামা (রা.)এর নেতৃত্বে শামের সীমান্তে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে প্রেরণ করার পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা আল-মুজাদালাহ: ২০। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((কাফের ব্যক্তি যেসব সম্মান ও সাহায্য লাভ করে যা অনেক মুমিন অর্জন করতে পারে না। বস্তুত এগুলোর অভ্যন্তরে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, হীনতা ও অপমান। যদিও বাহ্যিকভাবে উল্টোটা দেখা যায়।))

কাফেরদের যুলুমে আল্লাহ ছাড় দিয়ে থাকেন। সেটা তাদের পাপ ও শাস্তিকে বৃদ্ধির জন্যই করে থাকেন।

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْۚ
إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًاۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

অর্থ: [কাফেররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য। আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।] সূরা আলে ইমরান: ১৭৮।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াতে রয়েছে: ঈমানের পরিশোধন, প্রতিদান বৃদ্ধি, পাপ মোচন, শহীদদের নির্বাচন, দ্বীনের বিজয়, মুসলিমদের আল্লাহর পথে ফিরে আসা এবং দ্বীনের শত্রুদের ষড়যন্ত্র উন্মোচন।

মুসলমানরা যেসব বিপদ ও পরীক্ষায় পতিত হয়, তাতে রয়েছে তাদের জাগরণ, আত্মসমালোচনার উপায়, আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন, তাঁর আদেশ পালন এবং দুর্বলতা ও মতবিরোধের কারণগুলোকে ছুঁড়ে ফেলা, আর আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সূচীপত্র

ভূমিকা ৫
আল্লাহর প্রতি ঈমান.....৭
বান্দা কর্তৃক তার রবকে চেনা ৯
আল্লাহকে ভয় করা ২০
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান.....৩৩
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ৩৫
কিতাবের প্রতি ঈমান ৪৩
মহাগ্রন্থ আল কুরআন ৪৫
কুরআনের মহত্ত্ব.....৫২
রাসূলগণের প্রতি ঈমান.....৬৭
নবী ও রাসূলগণ ৬৯
নবী সাঃ এর অধিকার.....৭৮
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া প্রদান.....৮৮
আখেরাতের প্রতি ঈমান ৯৯
কেয়ামতের আলামত.....১০১
মাসীহ দাজ্জাল ১১২
পরকাল: বিচার দিবস ১২১
কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিসমূহ ১২৯
আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরে বিশ্বাস.....১৩৯
আল্লাহর উপর ভরসা ১৪১
আল্লাহর প্রতি সুধারণা ১৫৫
আল্লাহর ফয়সালাতেই কল্যাণ নিহিত ১৬৯
বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা ১৭৯
বালা-মসিবতে অবিচল থাকা ১৮৯
সূচীপত্র.....১৯৯

‘তালিবুল ইল্‌ম’ প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা

০৫০৬০৯০৪৪৮

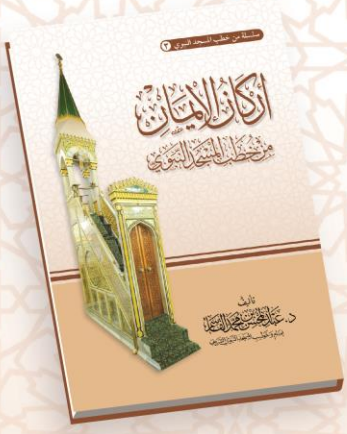

লেখকের প্রকাশিত কাজ

আল-মসজিদ আন-নববীর বক্তৃতার সিরিজ

আরকানুল ইসলাম

কিতাবুত তাওহীদ

শিষ্টাচার

নবী সাঃ ﷺ
ও তার সাহাবীগণ; رضي الله عنهم